3d. I take this opportunity of informing you that on a reference from this Office His Honor the Lieutenant Governor has ruled that it is not necessary to extend the privilege of obtaining Drafts on other Treasuries at par to the Officers of the Police Battalions who do not already possess it as Officers in the Army.

(Signed) R. P. HARRISON,
Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William,
Office of Acctt. Govt. of Bengal,
The 26th July, 1859.

No. 1011.

To the Collector of Land Revenue, Lower Provinces.

The Government of India in the Public Works Department having under date the 5th May last ruled that charges for annual repairs of Moonsiff's Cutcheries and Thannas should be treated as Public Works charges and audited by the Commissioner or the Chief Engineer according as the amount is within Rupees 500, or above that sum I have the honor to request that you will consider as cancelled the Circulars of this Office as per margin* and in future submit Bills for such expenditure to the Commissioner or the Chief Engineer, charging their amounts when passed in your Treasury Accounts under the head of "Public Works Ordinary" or "Extraordinary" subordinate to "Remittances Engineer's Department" according as the outlay is for repairs or construction.

(Signed) R. P. HARRISON,
Actt. to the Govt. of Bengal.

Fort William,
Office of Acctt. Govt. of Bengal,
The 1st August, 1859.

* No. 988 dated 10th February, 1859.
„ 1000 „ 2d April, 1859.

No. 1012.

To the Collector of Land Revenue, Lower Provinces.

The Government of India in the Financial Department having called upon me to submit on the 1st January in each year, commencing from the year 1860, an estimate of the probable demand for copper coin, during the ensuing twelve months, in the Treasuries under this Government, I have the honor to request you will prepare an Estimate, according to the Form annexed, for your Treasury, and forward it so as to reach this Office by the 1st December in each year.

(Signed) R. P. HARRISON,
Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William,
Office of Acctt. Govt. of Bengal,
The 8th August, 1859.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৩০ আগষ্ট।]

৩। এই সুযোগমতে তোমাকে এই কথাও জানাইতেছি। এই দপ্তরখানাহইতে জিজ্ঞাসা হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই বিধি করিয়াছেন, অন্য খাজানাখানার উপর যে হুণ্ডী দেওয়া যায় তাহার কিছু ধরাট না লইয়া দিবার অনুমতি যুদ্ধের পল্টনের প্রতি যেমন হইয়াছে তেমনি পোলীস পল্টনের সেনাপতিরদের প্রতি হয় নাই অতএব সেই অনুগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই।

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আকেকাণ্টেন্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের
আকেকাণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।
১৮৫৯ সাল ২৬ জুলাই।

১০১১ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট গত মে মাসের ৫ তারিখে পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে এই বিধি করিয়াছিলেন যে, মনসেফেরদের কাছারী ঘর ও থানা ঘর বৎসরেং মেরামৎ করিবার খরচ সরকারী, ইমারৎপ্রভৃতি নির্ম্মাণাদি কার্য্যের খরচের মধ্যে ধরিতে হইবেক ও ৫০০৲ টাকাপর্য্যন্ত হইলে কমিসানর সাহেবের তাহা আডিট করিতে হইবেক, তাহার অধিক হইলে প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আডিট করিতে হইবেক। অতএব আমার এই আদেশ। এই দপ্তরখানার ১৮৫৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখের ৯৮৮ নম্বরের ও ১৮৫৯ সালের ২ আপ্রিল তারিখের ১০০০ নম্বরের সরকুলর রদ হইল জানিবা। ও ইহার পরে সেই খরচের বিল কমিসানর সাহেবের নিকটে কিম্বা প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেবের নিকটে পাঠাইবা। ও যখন পাস হয় তখন মেরামতের জন্যে হইলে ইঞ্জিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের টাকার খাতায় সাধারণ পবলিক ওর্কসের হিসাবে সেই টাকা খরচ লিখিবা কিম্বা গাঁথিবার জন্যে হইলে বিশেষ পবলিক ওর্কসের হিসাবে লিখিবা।

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আকেকাণ্টেন্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের
আকেকাণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।
১৮৫৯ সাল ১ আগষ্ট।

১০১২ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টহইতে আমার নিকটে এই আদেশ হইয়াছে যে, এই গবর্ণমেণ্টের সকল খাজানাখানাতে বারোং মাসে যত তামার মুদ্রার প্রয়োজন থাকার সম্ভাবনা হয় তাহার ইষ্টিমেট আমি ১৮৬০ সালঅবধি প্রতিবৎসরের জানুআরি মাসের ১ তারিখে দাখিল করি। অতএব তোমার নিকটে এই আদেশ হইতেছে, তোমার খাজানাখানার নিমিত্তে এই পাঠানুসারে এক ইষ্টিমেট তৈয়ার করিয়া আমার নিকটে প্রতিবৎসর ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখে পঁহুছে এমন সময় বুঝিয়া পাঠাও।

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আকেকাণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের
আকেকাণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।
১৮৫৯ সাল ৮ আগষ্ট।

(FORM.)

Estimate shewing the amount of copper coins that will probably be required for the use of the Treasury, from the 1st January to the 31st December

Double Pice.	Single Pice.	Half Pice.	Pie Pieces.	Total.
00	000	00	00	000

A. B.
Collector.

The Treasury,

(পাঠ।)

অমুক স্থানের খাজানাখানার নিমিত্তে অমুক সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত যত তামার মুদ্রার প্রয়োজন থাকিবার সম্ভাবনা তাহার ইষ্টিমেট।

দুই পয়সার মুদ্রা	পয়সা	আধ পয়সা	ইঙ্গরেজী পাই	মোট
. .	. .	. .	. .	. .

অমুক। কালেক্টর।

অমুক খাজানাখানা।
সাং তাং।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

[*Government Gazette, 30th August,* 1859.]

১২ নম্বর লাট। হুগলী জিলায় শহর শ্রীরামপুরে বামণপাড়াতে এক দোতালা ইষ্টকময় বসতবাটী এবং ভূমির যে খণ্ডে ঐ বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ ২॥২ দুই বিঘা বারো কাঠা তিন ছটাক পাঁচ ফুট। এই নীলামের অধিক বেওরা ও নিয়ম সুপ্রিম কোর্টে মাষ্টর সাহেবের দফতরখানায় অথবা হেষ্টিংস রাস্তায় ৫ নম্বরী শ্রীযুত উলিয়ম ডালান সাহেবের বাটীতে জানা যাইবেক।

উলিয়ম ডরেল উকীল।

কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট।

মাষ্টর সাহেবের দফতরখানা। ১৮৫৯ সাল ৫ আগষ্ট।

জান কক্রেন। মাষ্টর।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ৮ অষ্টম আইনের ইণ্ডেক্স অর্থাৎ খোলাসা মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে মফঃসলের যে সকল ব্যক্তি মূল আইন ক্রয় করিয়াছেন তাঁহারা কেবল ডাকের মাসুল পাঠাইলে ইণ্ডেক্স পাইতে পারিবেন। অন্য ব্যক্তিরা এক টাকা মূল্য পাঠাইলে পাইবেন যে ব্যক্তি এক কালীন ১০৲ টাকা পাঠাইবেন তিনি ১৫ খণ্ড ইণ্ডেক্স পাইবেন। এই ইণ্ডেক্স অথবা মূল আইন সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রলাল সোমের নিকট অথবা সহর কলিকাতার ঠন ঠনিয়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র দাসের নিকট পত্র লিখিলে ও তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন ইতি।

বিজ্ঞাপন।

নীচের লিখিত বাঙ্গলা পুস্তকাদি সদর আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন রায়চৌধুরী কিম্বা শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী অথবা শ্রীযুত বাবু গোপাললাল মিত্র মহাশয়ের আফিসে ক্রেতাগণ আমারদিগের নিকটে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ডাকযোগে পুস্তক প্রেরণ করিতে হইলে নির্দ্ধারিত মূল্যব্যতীত ডাকমাসুল স্বতন্ত্র দিতে হইবেক।

১৮৫৯ সালের ৫ এবং সামান্য নির্ঘণ্ট এবং বর্ণমালানুযায়ি ইণ্ডেক্সসংযুক্ত ৮ আইন ও ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪ আইন এবং ১৮৫৮ সালের ৩১, ৩৫, ৪০, ৪১ আইন ও অবশিষ্ট আইনের নির্ঘণ্ট এবং ঐ দুই সনের সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর ও ১৮৫৯ সালের অতিপ্রয়োজনীয় গবর্ণমেণ্টের ও বোর্ডের বিজ্ঞাপন ও বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর। মূল্য ... ... ৪৲

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের সামান্য নির্ঘণ্ট ও বর্ণমালানুযায়ি ইণ্ডেক্স। মূল্য ... ॥০

সামান্য নির্ঘণ্ট ও বর্ণমালানুযায়ি ইণ্ডেক্সসংযুক্ত ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও সরক্যুলর অর্ডর ইত্যাদি। মূল্য ... ... ২৲

১৮৫৯ সালের ১০ আইন। মূল্য ... ... ১৲

১৮৫৯ সালের ১০, ১১, ১৩. ১৪ আইন ও বোর্ডের বিজ্ঞাপন। মূল্য ... ... ১॥০

১৮৫৯ সালের ১১, ২০, ২৩ আইন ও ৮ আইনের সামান্য নির্ঘণ্ট ও বর্ণমালানুযায়ি ইণ্ডেক্স। মূল্য ১।০

১৮৫৪ সালহইতে ১৮৫৭ সালপর্য্যন্তের আইন ও সরক্যুলর অর্ডরইত্যাদি। মূল্য ... ... ১॥০

শ্রীঈশ্বরনারায়ণ সিংহ। শ্রীহরনাথ ঘোষ। শ্রীকেদারনাথ বসু।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১০ আইন ও ১১ আইন এবং ১৪ আইন ইঙ্গরেজী বাঙ্গলাসহ শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা নীচের লিখিত মূল্য প্রেরণ করিলেই পাইবেন এবং ডাকে পাঠাইতে হইলে তাহার মাসুল আলাহিদা দিতে হইবেক ইতি।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন মূল্য ... ... ৫॥০ টাকা

১৮৫৯ সালের ১০আইন ঐ ... ... ২॥০

১৮৫৯ সালের ১১ আইন ঐ ... ... ১৲

১৮৫৯ সালের ১৪ আইন ঐ ... ... ॥০

এককালীন সমুদয় আইন লইলে তাহার মূল্য ... ... ৯৲

বিজ্ঞাপন।

মহামান্য সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের প্রচলিত দায়ভাগ দায়ক্রম সংগ্রহ বিবাদার্ণব, বিবাদ ভঙ্গার্ণব, বিবদসারার্ণব দত্তকচন্দ্রিকা দত্তক দীধিতি, এবং মিথিলা দেশের প্রচলিত মিতাক্ষরাপ্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের সারার্থ অতি সরল বঙ্গভাষায় প্রশ্নোত্তরে রচিত হইয়া ধনবিভাগব্যবস্থা নামক একখানি গ্রন্থ উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে এই গ্রন্থের প্রত্যেক উত্তরের নিম্নে প্রমাণস্বরূপে মেকনেটন হিন্দুলর যত পৃষ্ঠাতে ঐ ব্যবস্থা লিখিত আছে তাহার সংখ্যা লিখিত আছে এবং মহামান্য সদর আদালত এবং প্রবিকৌন্সেল কর্ত্তৃক ১৭৯২ সালহইতে ১৮৫৯ সালের মার্চ্চ মাসপর্য্যন্ত হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে সকল নজির ফয়সলা প্রচারিত হইয়াছে ঐ সমুদয় ফয়সলার চুম্বক স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ হইয়াছে পুস্তকের মূল্যের স্বাক্ষরকারিদিগের প্রতি ৩॥০ টাকা স্বাক্ষরকারি ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণের পক্ষে ৪৲ চারি টাকামাত্র এই গ্রন্থ যাঁহারদিগের ক্রয় করার আবশ্যক আছে তাঁহারা প্রশংসিত উকিল বাবুর নিকটে মূল্যের টাকা সহ পত্রী লিখিলেই পাইতে পারিবেন ইতি সন ১২৬৬ সালের ৯ ভাদ্র।

শ্রী পূর্ণচন্দ্র রায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৩০ আগষ্ট।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

Numb. 1046 ১০৪৬) (৬২৫)

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

DRAFTS OF ACTS.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 27TH AUGUST 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 27th August 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 1st of December next:—

A Bill to make perpetual Act XXVIII. of 1857 *(relating to the importation, manufacture, and sale of Arms and Ammunition, and for regulating the right to keep or use the same).*

[Preamble.]

WHEREAS an Act was passed on the 11th of September 1857, intituled "An Act relating to the importation, manufacture, and sale of Arms and Ammunition, and for regulating the right to keep or use the same," and it was thereby enacted that the said Act should continue in force for two years: and whereas by Act XIX. of 1859 it is enacted that the said Act XXVIII. of 1857 shall continue in force until the end of the year 1859: and whereas it is expedient to make the said Act XXVIII. of 1857 perpetual: It is enacted as follows:—

[Act XXVIII. of 1857 made perpetual.]

I. The said Act XXVIII. of 1857 shall be and the same is hereby made perpetual.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ২৭ আগষ্ট।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২৭ আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হয়। আগামি ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখের পর তাঁহারা ঐ মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

১৮৫৭ সালের ২৮ আইন, অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি আমদানী করিবার ও নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করিবার বিষয়ি ও তাহা রাখিবার কি ব্যবহার করিবার বিধান করিবার আইন চিরকাল প্রবল রাখিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি আমদানী করিবার ও নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করিবার বিষয়ি ও তাহা রাখিবার কি ব্যবহার করিবার বিধান করিবার আইন, ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে জারী হইয়াছিল, ও সেই আইনের দুই বৎসরপর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবার বিধি ঐ আইনে হইয়াছিল। ও ১৮৫৭ সালের সেই ২৮ আইন ১৮৫৯ সালের শেষপর্য্যন্ত বলবৎ থাকে এমত বিধি ১৮৫৯ সালের ১৯ আইনে হইয়াছিল। ও ১৮৫৭ সালের সেই ২৮ আইন চিরকাল প্রবল রাখা বিহিত, এই কারণে এই বিধান হইল।

[১৮৫৭ সালের ২৮ আইন চিরকাল প্রবল রাখিবার কথা।]

১ ধারা। ১৮৫৭ সালের উক্ত ২৮ আইন চিরকাল প্রবল থাকিবেক ও ইহাতে চিরকাল প্রবল করা গেল ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

The following is a Copy of the Act :—
ACT No. XXVIII. of 1857.

PASSED BY THE LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

(Received the assent of the Governor General on the 11th September 1857.)

AN ACT *relating to the importation, manufacture, and sale of Arms and Ammunition, and for regulating the right to keep or use the same.*

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to regulate the importation, manufacture, and sale of Arms and Ammunition, and the right to keep or use the same; It is enacted as follows :—

[In places to which this Section is extended, written notice of the possession of Arms shall be given to the Magistrate. What to be specified in the notice.]

I. In any district or place to which the provisions of this Section shall be extended by order of the Governor General of India in Council or of the Executive Government of any Presidency or place, every person shall, within such time as shall be mentioned in the order, or, if no time be mentioned therein, within one week from the publication of the order in the District or place, give notice in writing to the Magistrate or other Officer specified by the Executive Government, of any fire-arms, bayonet, sword, spear, spear-head, or other deadly weapon to be specified in such order, which shall be in his possession or shall be on his premises in the possession of any of his retainers or servants; and shall also give immediate notice in writing of all other Arms of the like description which shall at any subsequent time come into his possession or into the possession of any of his retainers or servants as aforesaid. The notice shall specify the number and description of the Arms so possessed, and also in the case of Arms so possessed by retainers or servants, the names of such retainers or servants and in what capacities they are respectively employed.

[Penalty for wilful neglect to give notice.]

II. Whoever wilfully neglects to give such notice as aforesaid shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a penalty not exceeding five hundred Rupees; and all Arms in the possession of such person may be seized and shall be confiscated if the convicting Magistrate shall so adjudge, and in case the Arms of which he shall so neglect to give notice shall exceed what may be considered reasonable for the private use of such person, he shall be liable to imprisonment with or without hard labor for a term not exceeding two years, and shall also be liable to a fine not exceeding five thousand Rupees; and all the Arms and any Ammunition or Military Stores in the pos-

ঐ আইনের নকল এই।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা ইঙ্গরেজী ১৮৫৭ সালের ২৮ আইন।

(তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করেন।)

অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি আমদানী করিবার ও নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করিবার বিষয়ে, ও তাহা রাখিবার কি ব্যবহার করিবার বিধান করিবার আইন।

[হেতুবাদ।]

অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি আমদানী করিবার ও নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করিবার বিধান করা, ও সেই অস্ত্রাদি রাখিবার কি ব্যবহার করিবার ক্ষমতার বিধান করা বিহিত। এই কারণে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

[এই ধারা যে২ স্থানে প্রচলিত হয় সেই২ স্থানে অস্ত্রশস্ত্র কোন কাহার নিকটে থাকিলে তাহার লেখা-হওয়া সম্বাদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিতে হইবেক। ঐ সম্বাদে যাহা জানাইতে হইবেক তাহার কথা।]

১ ধারা। হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের, কিম্বা কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে, যে কোন জিলাতে কি স্থানে এই ধারার বিধান প্রচলিত করা যাইবেক, সেই জিলার কি স্থানের কোন লোকের নিকটে, কিম্বা তাহার বাড়ীর মধ্যে আপনার বেতনভোগি লোকেরদের কি চাকরেরদের নিকটে যদি কোন আগ্নেয় অস্ত্র কি সঙ্গিন কি তলবার কি বড়শা কি বড়শার অগ্রভাগ, কিম্বা সংহারক অন্য যে কোন অস্ত্র ঐ হুকুমেতে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা যদি থাকে, তবে সেই লোক ঐ হুকুমের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সেই কথা লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে, কিম্বা কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টহইতে নির্দ্দিষ্ট অন্য কার্য্যকারককে জানাইবেক। যদি সেই হুকুমে কোন সময় নির্দ্ধার্য্য না থাকে, তবে ঐ জিলাতে কি স্থানে ঐ হুকুম প্রকাশ হওনঅবধি এক সপ্তাহের মধ্যে সেই কথা জানাইবেক। আর যদি তৎপরে কোন সময়ে সেই প্রকারের অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র তাহার দখলে আইসে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাহার বেতনভোগি লোকেরদের কি চাকরেরদের দখলে আইসে, তবে সেই সকল অস্ত্র থাকার কথাও অগ্রোপে লিখিয়া জানাইবেক। সেইরূপের যে সম্বাদ দেয় তাহাতে যত ও যে২ প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র নিকটে থাকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেক, ও যদি বেতনভোগি লোকেরদের কি চাকরেরদের নিকটে ঐ অস্ত্রশস্ত্র থাকে, তবে ঐ লোকেরদের কি চাকরেরদের নাম ও যাহার যে কর্ম্ম তাহাও জানাইবেক ইতি।

[ঐ সম্বাদ দিবার ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটির দণ্ডের কথা।]

২ ধারা। যদি কোন লোক সেই প্রকারের সম্বাদ দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে, তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানা হইতে পারিবেক। আর যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষ সাব্যস্ত করেন তিনি হুকুম করিলে, ঐ লোকের নিকটে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাহা জোক ও জব্দ হইতে পারিবেক, আর যে অস্ত্রশস্ত্রের সম্বাদ দিতে ত্রুটি করে, তাহা সেই লোকের নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে যত সম্ভব বোধ হয় তাহার অধিক হইলে, সেই লোক দুই বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা কয়েদ হইতে পারিবেক, আর তাহার পাঁচ হাজার টাকার অনধিক জরীমানাও হইতে পারিবেক, ও সেই লোকের নিকটে কিম্বা তাহার বাড়ীর

session of such person or on his premises shall be confiscated.

[Register to be prepared, and certificates to be granted on request.]

III. The Magistrate shall cause to be prepared from such notices a register of the names of persons having Arms in their possession, and the number and description of such Arms; and shall also, at the request of any person giving such notice as aforesaid, deliver to him a certificate specifying the date of the notice and the number and description of Arms specified therein.

[Seizure and detention of Arms and Ammunition by the Magistrate.]

IV. If, in the judgment of the Government or of the Magistrate, any such Arms as aforesaid or any Ammunition in the possession of any person cannot be left in such possession without danger to the public peace, it shall be lawful for the Magistrate to cause such Arms or Ammunition to be seized and detained in safe custody for such time as may be deemed necessary.

[In places to which this Section is extended, persons going armed may be disarmed in certain cases. What Officers &c. authorized to disarm. License to travellers to carry Arms.]

V. In any District or place to which the provisions of this Section shall be extended by order of the Governor General of India in Council or of the Executive Government of any Presidency or place, if any person goes armed with any such Arms as aforesaid and shall not produce a certificate, from a Magistrate or other Officer authorized by Government to grant licenses to go armed, that he has obtained such a license or that he is exempted by Government from the foregoing provisions, or give reasonable proof of his being otherwise exempted from the said provisions, he shall be liable to be disarmed by any Magistrate, Deputy Magistrate, or Assistant to a Magistrate, or by any European Commissioned Officer in the service of Her Majesty or of the East India Company, or by any member of a Volunteer Corps enrolled by authority of Government whilst on duty, or by any Police Officer, if, in the judgment of such Magistrate or other person as aforesaid, it is dangerous to the public peace to allow such person to go armed. Provided always that if any person shall have a license, from the Magistrate of the District or place at which he resides or may be, to carry on a journey such Arms as the Magistrate may consider reasonable for his private use, and shall obtain from such Magistrate a certificate stating the name and address of the licensee, the route by which he intends to proceed, the time which such journey is expected to occupy, and the Arms which he is permitted to carry, such certificate shall have the same force and effect according to its tenor in every District or

মধ্যে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ও যে কিছু বারুদআদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম থাকে তাহা ক্রোক হইবেক ইতি

[রেজিষ্টর প্রস্তুত হইবার ও দরখাস্ত হইলে সর্টিফিকট দেওয়া যাইবার কথা।]

৩ ধারা। সেই প্রকারের যে সকল সম্বাদ পাওয়া যায় তাহা লইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব, যে লোকেরদের নিকটে অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাহারদের নামের, ও যত ও যেং প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাহার, এক রেজিষ্টর প্রস্তুত করাইবেন। ও সেই প্রকারের সম্বাদ যে লোক দেয় সে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাকে এক সর্টিফিকটও দিবেন, তাহাতে ঐ সম্বাদ দিবার তারিখ ও যত ও যেং প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র তাহাতে লেখা থাকে তাহাও নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি ক্রোক করিয়া আটক রাখিবার কথা।]

৪ ধারা। যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনাতে কোন লোকের নিকটে থাকা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন অস্ত্রশস্ত্র কি কিছু বারুদআদি তাহার হাতে থাকিতে দিলে, সাধারণ লোকেরদের শান্তির ব্যাঘাত হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি ক্রোক করাইয়া লইতে পারিবেন, ও যত কাল আবশ্যক বোধ হয় তত কালপর্য্যন্ত তাহা ভালমতে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি।

[এই ধারার কথা যেং স্থানে প্রবল হইবেক সেইং স্থানে যাহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের অনুমতি না লইয়া অস্ত্র ধরিয়া বেড়ায় তাহারদের স্থানহইতে কোনং গতিকে সেই অস্ত্র লইবার কথা। যে কার্য্যকারকপ্রভৃতি অস্ত্র লইতে পারিবেন। যাত্রিরদের অস্ত্র ধরিয়া যাইবার অনুমতি।]

৫ ধারা। হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের, কিম্বা কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে যে কোন জিলাতে কি স্থানে এই ধারার বিধান প্রচলিত করা যাইবেক, এমত কোন জিলার কি স্থানের মধ্যে যদি কোন লোক পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন অস্ত্র লইয়া বেড়ায়, ও অস্ত্র লইয়া বেড়াইবার অনুমতি পাইয়াছে, কিম্বা উক্ত বিধানহইতে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মুক্ত হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা অস্ত্র লইয়া বেড়াইবার অনুমতি দিতে অন্য যে কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা পান তাঁহার এই মর্ম্মের সর্টিফিকট যদি না দেখায়, কিম্বা উক্ত বিধানহইতে অন্য প্রকারে মুক্ত হইয়াছে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ যদি না দেয়, তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের, কি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের, কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্টের, কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি কোম্পানি বাহাদুরের ইউরোপীয় সনদপ্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেবের, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে বলন্‌টের কোরের মধ্যে যাঁহারদের নাম লেখা হইয়াছে ঐ পদের কর্ম্ম করণ কালে এমত কোন সাহেবের, কিম্বা পোলীসের কোন কার্য্যকারকের বিবেচনামতে, যদি সেই লোককে অস্ত্র লইয়া বেড়াইতে দিলে সাধারণ লোকেরদের শান্তির ব্যাঘাত হয়, তবে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য ব্যক্তি তাহার অস্ত্র কাড়িয়া লইতে পারিবেন। পরন্তু যদি কোন লোক দেশের অন্য কোন স্থানে যাত্রা করিবার সময়ে তাহার নিজকর্ম্মের নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেং অস্ত্র উপযুক্ত বোধ করেন এমত অস্ত্র লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র, যে জিলার কি স্থানের মধ্যে বাস করে কি থাকে সেই জিলার কি স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবহইতে পায়, ও আপনার নাম ও বাসস্থান ও যে পথদিয়া যাইতে মনস্থ করে ও সেই যাত্রায় যত কাল লাগিতে পারে, ও যে অস্ত্রশস্ত্র লইবার অনুমতি

place specified therein as if leave to go armed had been granted by the Magistrate of such District or place.

[Exemptions.]

VI. The foregoing provisions shall not apply to—

[Officers, Soldiers, and Sailors.]

1. Officers, Soldiers, and Sailors in the Military or Naval Service of Her Majesty or of the East India Company in respect of Arms and Ammunition kept by them for use in the public service.

[Volunteers.]

2. Members of Volunteer Corps in respect of such Arms and Ammunition.

[Police and Revenue Officers.]

3. Police and Revenue Officers and other persons in respect of Arms and Ammunition furnished by Government for use in the public service or provided by themselves with the sanction of Government for such use.

[Other persons.]

4. Such other persons as the Government may think fit to exempt from such provisions.

[Armament of ships exempt.]

Arms and Ammunition belonging to any ship or vessel, not exceeding the reasonable armament thereof, shall also be exempt from such provisions.

[Penalty for manufacturing or dealing in Arms or Ammunition without license, or contrary to the conditions therein contained.]

VII. If any person shall manufacture, repair, sell, or keep or expose for sale any Arms of the description hereinbefore mentioned, or shall manufacture, or sell, or keep or expose for sale percussion-caps, gunpowder, or other Ammunition, without a license to manufacture or deal in Arms or Ammunition, as the case may be, or contrary to any of the conditions contained in any such license, he shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a penalty not exceeding five hundred Rupees, in addition to double the value of any Arms or Ammunition sold; and all Arms and Ammunition belonging to the offender shall be forfeited if the convicting Magistrate shall so adjudge.

[Licenses by whom to be granted.]

VIII. Licenses to manufacture or deal in percussion-caps shall be granted by the Governor General in Council, or by the Executive Government, or by an Officer specially authorized by the Governor General in Council or by the Executive Government to grant such licenses. Licenses to manufacture or deal in Arms and Ammunition other than percussion-caps may be granted by a Magistrate or

পায়, এই সকল কথার এক সর্টিফিকট যদি সেই মাজিস্ট্রেট সাহেবহইতে পায়, তবে তাহাতে যে২ জিলা কি স্থান লেখা আছে সেই২ জিলার কি স্থানের মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে ঐ অস্ত্র লইয়া বেড়াইবার অনুমতি দিলে যেমন হইত, ঐ সর্টিফিকটের মর্ম্মানুসারে ঐ প্রত্যেক জিলাতে কি স্থানে ঐ সর্টিফিকট তেমনি বলবৎ ও ফলবৎ হইবেক ইতি।

[ঐ বিধি যাহারদের উপর খাটিবেক না।]

৬ ধারা। উপরের লিখিত বিধি এই২ স্থলে খাটিবেক না অর্থাৎ

[সেনাপতি ও সৈন্য ও নাবিকের উপর।]

১। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্য কি জাহাজসম্পর্কীয় ছদ্দাদার সাহেবেরা ও সৈন্যেরা ও নাবিকেরা সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি রাখেন তদ্বিষয়ে তাঁহারদের উপর

[বলস্টেরের উপর।]

২। সেই প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদির বিষয়ে বলন্টের কোরের সাহেবেরদের উপর।

[পোলীসের ও রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের উপর।]

৩। পোলীসের ও রাজস্বের কার্য্যকারকদিগকে ও অন্য ব্যক্তিরদিগকে সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি গবর্ণমেণ্টহইতে দেওয়া যায়, কি সেই কর্ম্মের জন্যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যে অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি আপনারাই ক্রয়াদি করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারদের উপর।

[অন্য লোকের উপর।]

৪। অন্য যে লোকদিগকে গবর্ণমেণ্ট সেই বিধানহইতে মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাঁহারদের উপর ঐ বিধি খাটিবেক না।

[জাহাজের অস্ত্রাদি ছাড়া।]

কোন জাহাজে যত অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি সম্ভবমতে থাকিতে হয় তাহার অধিক না থাকিলে তদ্বিষয়ে ঐ বিধি খাটিবেক না ইতি।

[অনুমতিপত্র না পাইয়া কিম্বা সেই পত্রে যে নিয়ম আছে তাহা অমান্য করিয়া অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি নির্ম্মাণ করিবার কি ক্রয়বিক্রয় করিবার দণ্ড।]

৭ ধারা। যদি কোন লোক অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি নির্ম্মাণ কি ক্রয়বিক্রয় করিবার অনুমতিপত্র না পাইয়া, ইহার পূর্ব্বের লিখিত-প্রকারের কোন অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ কি মেরামৎ কি বিক্রয় করে, কিম্বা বিক্রয় হইবার জন্যে রাখে কি দেখায়, কিম্বা গনকাপ অর্থাৎ বন্দুকের টুপি কি বারুদ ছিটা গুলিপ্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করে কি বিক্রয় হইবার জন্যে রাখে কি দেখায়, কিম্বা যদি তদ্রূপ কোন অনুমতিপত্রের লিখিত কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নির্ম্মাণাদি করে, তবে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে, তাহার যত অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি যে মূল্যেতে বিক্রয় হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ মূল্যের অতিরিক্ত, তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানাও হইতে পারিবেক। আর যে মাজিস্ট্রেট সাহেব দোষ সাব্যস্ত করেন তিনি হুকুম করিলে ঐ অপরাধির সকল অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি জব্দ হইবেক ইতি।

[অনুমতিপত্র যাঁহারদের দিতে হইবেক।]

৮ ধারা। গনকাপ নির্ম্মাণ কি ক্রয়বিক্রয় করিবার অনুমতিপত্র হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরহইতে কিম্বা কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টহইতে দেওয়া যাইবেক, কিম্বা হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কিম্বা কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট যে কোন কার্য্যকারক সাহেবকে সেই প্রকারের অনুমতিপত্র দিতে বিশেষ ক্ষমতা দেন তিনি ঐরূপ অনুমতিপত্র দিতে পারিবেন। অস্ত্রশস্ত্র ও (গনকাপ ছাড়া)

by an Officer authorized by the Governor General in Council or by the Executive Government to grant such licenses.

[Licensed manufacturers or dealers to enter in a book an account of stock-in-trade, names of purchasers, &c. Inspection of book.]

IX. Every person licensed to manufacture or, deal in Arms, percussion-caps, or other Ammunition, shall enter, in a book to be kept by him for that purpose, an account of all the stock-in-trade which he may from time to time have in his possession or under his control, and also the name and address of every purchaser of Arms or Ammunition sold by him, together with the nature, description, and quantity of such Arms or Ammunition. Such book shall be open at all times to inspection by the Magistrate or other duly authorized Officer, by whom copies may be taken of all entries therein contained. If any such person shall omit or fail duly to keep such a book or to make therein all such entries as are hereby required, or if any person shall prevent or obstruct the inspection of such book or shall make a false entry therein, he shall be liable for every such offence, on conviction before a Magistrate, to a penalty not exceeding five hundred Rupees, in addition to double the value of any Arms or Ammunition sold of which he shall fail to make such entry or respecting which he shall make a false entry; and if the offender be licensed to manufacture or deal in Arms or Ammunition, he shall also forfeit his license if the convicting Magistrate shall so adjudge.

[Magistrate or other Officer may inspect dealers' premises.]

X. The Magistrate or other Officer authorized by Government may at any time enter the premises in which Arms or Ammunition shall be manufactured or kept by any licensed manufacturer of or dealer in Arms or Ammunition, in order to inspect the stock-in-trade of such manufacturer or dealer; and if any such manufacturer or dealer shall intentionally conceal from such Magistrate or other Officer as aforesaid any part of his stock-in-trade, or shall wilfully refuse to point out where the same is kept, he shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a penalty not exceeding five hundred Rupees; and all the stock-in-trade belonging to such person may be seized and shall be confiscated if the convicting Magistrate shall so adjudge.

[*Government Gazette*, 6th September, 1859.]

বারুদ ছিটাগুলিপ্রভৃতি নির্ম্মাণ কি ক্রয়বিক্রয় করিবার অনুমতিপত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেব দিতে পারিবেন, কিম্বা হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কিম্বা কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেন্ট যে কোন কার্য্যকারক সাহেবকে ঐরূপ অনুমতিপত্র দিতে ক্ষমতা দেন তিনি দিতে পারিবেন ইতি।

[যাহারা অস্ত্রশস্ত্রপ্রভৃতি নির্ম্মাণ কি ক্রয়বিক্রয় করিবার অনুমতিপত্র পায় তাহারদের নিকটে যত অস্ত্রশস্ত্রপ্রভৃতি থাকে তাহা ও তাহার খরীদারেরদের নামপ্রভৃতি বহীতে লিখিয়া রাখিবেক। সেই বহী দেখিবার কথা।]

৯ ধারা। অস্ত্রশস্ত্র কি গনক্যাপ কি বারুদআদি নির্ম্মাণ কি ক্রয়বিক্রয় করিবার অনুমতিপত্র যে কেহ পায় সেই জন একখান বহী রাখিবেক, ও অস্ত্রশস্ত্রপ্রভৃতি কারবারের যে সকল দ্রব্য সময়ে২ তাহার দখলে আইসে কি তাহার জিম্মায় থাকে তাহার হিসাব ঐ বহীতে লিখিবেক। ও যে সকল অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদপ্রভৃতি বিক্রয় করে তাহার খরীদারেরদের নাম ধামাদি, ও তাহারা যে কারের ও যে প্রকারের ও যত অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি খরীদ করে তাহাও সেই বহীতে লিখিবেক। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সর্ব্বদাই সেই বহী অবাধে দেখিতে পারিবেন, ও তাহার লিখিত কোন কথার নকলও করিয়া লইতে পারিবেন। যদি সেই প্রকারের কোন লোক সেই প্রকারের বহী না রাখে, কিম্বা তাহা উপযুক্তমতে রাখিতে ত্রুটি করে, কিম্বা তাহাতে যে২ কথা লিখিবার হুকুম ইহাতে হইয়াছে সেই সকল কথা লিখিতে ত্রুটি করে, অথবা যদি কোন লোক সেই বহী দেখিতে বারণ করে কি বাধা দেয়, কিম্বা সেই বহীতে কোন অসত্য কথা লেখে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে, তাহার বিক্রয়করা যে কিছু অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদপ্রভৃতির কথা লিখিবার ত্রুটি হইয়াছে, কি যে অস্ত্রশস্ত্রপ্রভৃতির অসত্যকথা লেখা হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ মূল্যের অতিরিক্ত, তাহার সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানাও হইতে পারিবেক। আর ঐ অপরাধী যদি অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি নির্ম্মাণ কি ক্রয়বিক্রয় করিবার অনুমতিপত্র পাইয়া থাকে, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষ সাব্যস্ত করেন তিনি হুকুম করিলে, তাহার সেই অনুমতিপত্রও বাতিল হইবেক ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক, ব্যবসায়িরদের বাটী দেখিতে পারিবেন।]

১০ ধারা। যে কোন লোক অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি নির্ম্মাণ করিতে কি ক্রয়বিক্রয় করিতে অনুমতিপত্র পায়, ঐ অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি সে যে বাটীর মধ্যে নির্ম্মাণ করে কি রাখে, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা গবর্ণমেন্টহইতে ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেব, ঐ নির্ম্মাণকারির কি ব্যবসায়ির যত অস্ত্রশস্ত্রপ্রভৃতি থাকে তাহা দেখিবার জন্যে, কোন সময়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন। আর যদি সেই নির্ম্মাণকারী কি ব্যবসায়ী জানিয়াশুনিয়া আপনার কারবারের ঐ অস্ত্রশস্ত্রপ্রভৃতির কোন ভাগ ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবহইতে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবহইতে লুকায়, কিম্বা তাহা যে স্থানে রাখা আছে সেই স্থান দেখাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্বীকার করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানা হইতে পারিবেক। আর যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষ সাব্যস্ত করেন তিনি আজ্ঞা করিলে, ঐ লোকের কারবারের যত অস্ত্রশস্ত্রপ্রভৃতি থাকে তাহ সকলই ক্রোক ও জব্দ হইতে পারিবেক ইতি।

[Revocation of license to manufacture or deal in Arms or Ammunition.]

XI. Any license granted under the provisions of Section VIII. may be granted subject to such conditions as shall be thought necessary, and may be revoked or suspended by the person or persons authorized to grant such licenses.

[অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি নির্ম্মাণ কি ক্রয়বিক্রয় করিবার অনুমতিপত্র বাতিল করিবার কথা।]

১১ ধারা। ৮ ধারার বিধানমতে যে কোন অনুমতিপত্র দেওয়া যায়, তাহা যে২ নিয়ম আবশ্যক বোধ হয় সেই২ নিয়মক্রমে দেওয়া যাইতে পারিবেক। ও সেই অনুমতিপত্র দিতে যাঁহার কি যাঁহারদের ক্ষমতা থাকে তিনি কি তাঁহারা তাহা বাতিল কি স্থগিত করিতে পারিবেন ইতি।

[Arms, Ammunition, and Sulphur, &c., not to be imported without license.]

XII. No Arms or Ammunition, and no Sulphur or Saltpetre, shall be imported either by sea or by land into any part of the territories in the possession and under the Government of the East India Company without the license of the Governor General in Council or of the Executive Government.

[অনুমতিপত্র না হইলে অস্ত্রশস্ত্রের কি বারুদআদির কি গন্ধকপ্রভৃতির আমদানী না হইবার কথা।]

১২ ধারা। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের কিম্বা কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিপত্র না পাওয়া গেলে, কোন অস্ত্রশস্ত্রের কি বারুদআদির কি কিছু গন্ধকের কি শোরার আমদানী সমুদ্রপথে কি স্থলপথে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত ও শাসিত দেশের কোন স্থানে হইবেক না ইতি।

[Penalty for importation without license.]

XIII. If any person shall import or attempt to import without such license, either by sea or by land into any part of the said territories, any Arms or Ammunition, or any Sulphur or Saltpetre; or shall aid or assist in such importation or in such attempt to import; or shall knowingly conceal or assist in concealing any Arms or Ammunition, or any Sulphur or Saltpetre, imported without such license—he shall be liable, on conviction before a Magistrate, to imprisonment with or without hard labor for any term not exceeding two years, and also to a penalty not exceeding one thousand Rupees; and the articles so imported shall be confiscated if the convicting Magistrate shall so adjudge.

[অনুমতিপত্র বিনা আমদানী করিবার দণ্ড।]

১৩ ধারা। যদি কোন লোক সেই প্রকারের অনুমতিপত্র না পাইয়াও না দ্রপথে কি স্থলপথে কিছু অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি কিছু গন্ধক কি শোরা উক্ত দেশের কোন স্থানে আমদানী করে কি করিবার উদ্যোগ করে কিম্বা সেইরূপ আমদানী করিবার কার্য্যেতে কি উদ্যোগে সাহায্য কি উপকার করে, কিম্বা সেই প্রকারের অনুমতিপত্র বিনা যে কিছু অস্ত্রশস্ত্রের কি বারুদআদির কি কিছু গন্ধকের কি শোরার আমদানী হইয়াছে তাহা যদি কেহ জানিয়াশুনিয়া লুকায় কি লুকাইবার সাহায্য করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই লোক দুই বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা কয়েদ হইতে পারিবেক, ও তাহার এক হাজার টাকার অনধিক জরীমানাও হইতে পারিবেক। আর যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষ সাব্যস্ত করেন তিনি হুকুম করিলে, সেই প্রকারের আমদানীকরা সকল দ্রব্য জব্দ হইবেক ইতি।

[Importation of Arms and Ammunition for private use.]

XIV. The provisions of the two last preceding Sections shall not extend to Arms and Ammunition imported in reasonable quantities for private use; but the Collector of Customs may at any time detain any such articles, if he shall think it necessary, until he shall receive the orders of Government. Nothing in this Section shall exempt any person from the obligation of giving any notice required by this Act.

[কোন লোকের নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি আমদানী করিবার কথা।]

১৪ধারা। কোন লোকের নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে সম্ভবমতে কতক অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি আমদানী হইলে তাহার উপর ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার বিধান খাটিবেক না। কিন্তু হাসিলের কালেক্টর সাহেব আবশ্যক বোধ করিলে, গবর্ণমেণ্টের হুকুম যাবৎ না পান তাবৎ সেই প্রকারের কোন দ্রব্য কোন সময়ে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। পরন্তু এই আইনমতে যে কেনি সম্বাদ দিতেই হইবেক, তাহাহইতে এই ধারার কোন কথাক্রমে কোন লোকের ক্ষমা হইবেক না ইতি।

[Government may prohibit transport of Arms, Ammunition, Military Stores, &c.]

XV. The Governor General in Council may by order prohibit the transport of Arms, Ammunition, Military Stores, Sulphur, or Saltpetre, or any particular description of Arms, Ammunition, or Military Stores, from one part of India to another, or the transport thereof in any particular direction to be specified in the order, or prohibit the transport thereof except according to such rules and conditions as may be specified in the order; and the Executive Government of any Presidency or place shall have the like power within the territories under their Government.

[গবর্ণমেণ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদআদি ও যুদ্ধসরঞ্জামপ্রভৃতি স্থানান্তরে চালান করিবার নিষেধ করিতে পারিবেন।]

১৫ ধারা। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুকুম জারী করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম কি, গন্ধক কি শোরা, কিম্বা কোন বিশেষ প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম ভারতবর্ষের এক স্থানহইতে অন্য স্থানে চালান করিতে, অথবা হুকুমেতে কোন বিশেষ দিগ নিরূপণ করিয়া সেই দিগের দেশে তাহা চালান করিতে কিম্বা ঐ হুকুমেতে যে২ বিধি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট থাকে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারে চালান না করিতে নিষেধ করিতে পারিবেন। ও কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশে ঐ গবর্ণমেণ্টেরও সেই ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

[Penalty for prohibited transport.]

XVI. If any person shall transport or cause to be transported, or shall attempt to transport or

[নিষেধ হইলেও চালান করিলে যে দণ্ড হইবেক।]

১৬ ধারা। সেই প্রকারের হুকুম কিম্বা সেইরূপ হুকুমের লিখিত বিধি ও নিয়ম না মানিয়া যদি কোন লোক

cause to be transported, or shall aid in transporting, any Arms, Ammunition, Military Stores, Sulphur, or Saltpetre contrary to such order or to the rules and conditions specified therein, he shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a penalty not exceeding five hundred Rupees; and the articles transported or attempted to be transported shall be confiscated. If any person shall by concealment or other device transport or cause to be transported, or attempt to transport or cause to be transported, such Arms, Ammunition, Military Stores, Sulphur, or Saltpetre, he shall, in addition to the penalty hereby provided, be liable upon such conviction to imprisonment with or without hard labor for a term not exceeding two years.

[Persons conveying Arms, Ammunition, &c. under suspicious circumstances may be apprehended without warrant. Procedure if apprehended by other than Magistrates, &c.]

XVII. If any person shall be found carrying or conveying Arms, Ammunition, Military Stores, Sulphur, or Saltpetre in such a manner or under such circumstances as to afford just grounds of suspicion that the same are being carried by such person with intent to use the same or that the same may be used for any unlawful purpose dangerous to the public peace, it shall be lawful for any of the public Officers mentioned in Section V. of this Act, or for any other person, to apprehend without warrant the person so carrying or conveying such Arms, Ammunition, Military Stores, Sulphur, or Saltpetre, and to detain such person in custody in order that he may be dealt with according to law. If any person be apprehended by a person not being a Magistrate, Deputy Magistrate, or Assistant to a Magistrate, or Police Officer, he shall be delivered over as soon as possible to a Police Officer; and all persons apprehended by or delivered to a Police Officer under the provisions of this Act shall be carried before a Magistrate or other Officer competent by law to punish him for the offence or to commit him for trial.

[Government may prohibit sale of Sulphur. Penalty.]

XVIII. Whenever the Governor General in Council or the Executive Government shall consider it necessary so to do, they may by order prohibit the sale of Sulphur; and any person selling Sulphur contrary to such order shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a penalty not exceeding five hundred Rupees; and all Sulphur belonging to such person shall be confiscated if the convicting Magistrate shall so adjudge.

[Seizure and detention of Sulphur by Government.]

XIX. The Governor General in Council or the

কোন অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম কি গন্ধক কি শোরা চালান করে কি করায় কি চালান করিবার কি করাইবার উদ্যোগ কি সাহায্য করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানা হইতে পারিবেক। ও যে দ্রব্য চালান করা যায় কি চালান করিবার উদ্যোগ হয় তাহা জব্দ হইবেক। যদি কোন লোক সেই প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম কি গন্ধক কি শোরা লুকাইয়া, কি অন্য কৌশলে চালান করে কি করায় কি করিবার কি করাইবার উদ্যোগ করে, তবে এই ধারাতে তাহার যে দণ্ডের বিধান হইয়াছে তদতিরিক্ত, তাহার ঐ দোষ সাব্যস্ত হইলে, সে দুই বৎসরের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা কয়েদ হইতে পারিবেক ইতি।

[যাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে এমন ভাবে যদি কোন লোক অস্ত্রশস্ত্রপ্রভৃতি লইয়া বেড়ায়, তবে ওয়ারণ্ট বিনা সে গ্রেপ্তার হইতে পারিবেক। মাজিষ্ট্রেট সাহেবপ্রভৃতিছাড়া অন্য লোক তাহাকে ধরিলে যেরূপে কার্য্য হইবেক।]

১৭ ধারা। কোন লোক যেরূপে কি যে গতিকে অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম কি গন্ধক কি শোরা লইয়া যাইতেছে কি চালান করিতেছে তাহা বুঝিয়া, সেই লোক সাধারণ লোকেরদের শান্তির বিঘ্নজনক কোন বেআইনী কর্ম্মের নিমিত্তে তাহা ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে লইয়া যাইতেছে, কিম্বা তাহা সেইরূপে ব্যবহার হইতে পারে, এ মত সন্দেহ করিবার যদি উপযুক্ত কারণ থাকে, তবে এই আইনের ৫ ধারাতে যে সরকারী কার্য্যকারকেরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারদের কোন কেহ, কিম্বা অন্য কোন লোক ওয়ারণ্ট না পাইয়াও, যে লোক ঐ অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম কি গন্ধক কি শোরা লইয়া যায় কি চালান করে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন, ও তাহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয় এই নিমিত্তে তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন। যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা ডেপুটীম াজিষ্ট্রেট কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট কি পোলীসের কার্য্যকারক ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা সেই প্রকারের কোন লোককে গ্রেপ্তার করা যায়, তবে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই লোককে পোলীসের কার্য্যকারকের হাতে অর্পণ করিয়া দিতে হইবেক। আর এই আইনের বিধানমতে যে সকল লোককে পোলীসের কার্য্যকারকের দ্বারা গ্রেপ্তার করা যায় কি সেই কার্য্যকারকের নিকটে অর্পণ করা যায়, সেই লোককে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনা যাইবেক, কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক তাহাকে সেই অপরাধের নিমিত্তে দণ্ড করিতে, কিম্বা বিচার হইবার জন্যে সোপর্দ্দ করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহার সম্মুখে আনা যাইবেক ইতি।

[গবর্ণমেণ্ট গন্ধক বিক্রয় হওয়ার নিষেধ করিতে পারিবেন। দণ্ড।]

১৮ ধারা। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কিম্বা কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট যখন আবশ্যক বোধ করেন, তখন হুকুম জারী করিয়া গন্ধক বিক্রয় হওয়ার নিষেধ করিতে পারিবেন, ও যে কেহ সেই হুকুম না মানিয়া গন্ধক বিক্রয় করে তাহার দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানা হইতে পারিবেক, ও যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষ সাব্যস্ত করেন তিনি আজ্ঞা করিলে ঐ লোকের সকল গন্ধক জব্দ হইবেক ইতি।

[গন্ধক ক্রোক ও আটক করিবার কথা।]

১৯ ধারা। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল

Executive Government may also at any time seize all Sulphur in the possession of any person and detain the same for such time as they may deem necessary for the public safety.

[Exception.]

XX. Nothing in the two preceding Sections shall apply to Sulphur kept or sold in reasonable quantities for medicinal purposes.

[Government may exempt persons from the provisions of Sections XVIII. and XIX.]

XXI. The Government may exempt any person from the provisions of Sections XVIII. and XIX. upon such conditions, if any, as such Government may consider necessary.

[Penalty for wilful neglect to give notice of possession of Ammunition, &c. in certain cases.]

XXII. The Government may require all persons having in their possession Ammunition or other Military Stores or Sulphur, in any greater quantities than are considered reasonable for private use, to give notice thereof to the Magistrate or other Officer specified by Government; and any person who wilfully neglects to give such notice shall be liable, on conviction before a Magistrate, to imprisonment with or without hard labor for a term not exceeding two years, and shall also be liable to a fine not exceeding five thousand Rupees; and all Ammunition, Military Stores, or Sulphur in the possession of such person or upon his premises shall be confiscated.

[Power to enter and search houses.]

XXIII. If any Magistrate have reasonable cause for suspecting that Arms, Ammunition, or Sulphur liable to confiscation are in any house, building, or other place, or that any Arms, Ammunition, or Sulphur are in any house, building, or other place in the possessio of any person in whose possession they cannot be left with safety to the public peace, he may, with such assistance as he shall think necessary, by night or by day and by force if necessary, enter and search any such house or place, or cause the same to be entered and searched. It shall be competent to a Magistrate to delegate to any of his European Assistants the powers conferred on him by this Section.

[General search for Arms, Ammunition, &c., may be ordered in any District.]

XXIV. The Governor General of India in Council, or the Executive Government of any Presidency or place, or the Chief Commissioner of the Punjab and Oude respectively, or the Commissioners of Nagpore and Scinde respectively, or any other persons authorized by Government, may order a general search for Arms, Ammunition, or Sulphur to be made, by any Officers or persons named in such order, in any District or place specified therein. The persons authorized by such order, and all persons acting under their authority,

বাহাদুর কিম্বা কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট কোন লোকের নিকটে যে সকল গন্ধক থাকে তাহা কোন সময়ে ক্রোকও করিতে পারিবেন, ও সাধারণ লোকেরদের নিরাপদের জন্যে যত দিন আবশ্যক বোধ করেন তত দিন তাহা অটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি।

[বর্জ্জিত কথা।]

২০ ধারা। ঔষধের নিমিত্তে বলিয়া যত গন্ধক সম্ভবমতে নিকটে রাখা যাইতে কি বিক্রয় হইতে পারে তাহার উপর ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার কথা খাটিবেক না ইতি।

[গবর্ণমেণ্ট ১৮ ও ১৯ ধারার বিধানের কার্য্যহইতে লোকেরদিগেকে ক্ষমা করিতে পারিবেন।]

২১ ধারা। গবর্ণমেণ্ট কোন লোককে ১৮ ও ১৯ ধারার বিধানের কার্য্যহইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, ও যদি কোন নিয়ম করা আবশ্যক বোধ করেন তবে সেই নিয়ম করিয়া মুক্ত করিবেন ইতি।

[কোন২ স্থলে বারুদআদি নিকটে রাখিবার সম্বাদ দিতে ত্রুটি হইলে তাহার দণ্ড।]

২২ ধারা। গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, নিজ কর্ম্মের জন্যে সম্ভবমতে যত রাখা যাইতে পারে তাহার অধিক বারুদআদি কি অন্য যুদ্ধসরঞ্জাম কি গন্ধক কোন লোকের নিকটে থাকিলে সেই লোক তাহা থাকার সম্বাদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কি গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট অন্য কার্য্যকারককে দেয়, আর যে কেহ সেইরূপ সম্বাদ দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করে তাহার দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা কয়েদ হইতে পারিবেক, ও তাহার পাঁচ হাজার টাকার অনধিক জরীমানাও হইতে পারিবেক। ও সেই ব্যক্তির নিকটে কি তাহার বাড়ীর মধ্যে যে কিছু বারুদআদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম কি গন্ধক পাওয়া যায় তাহা জব্দ হইবেক ইতি।

[ঘরে প্রবেশ করিয়া তলাশ করিবার ক্ষমতার কথা।]

২৩ ধারা। জব্দ হইবার যোগ্য অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি গন্ধক কোন ঘরে কি ইমারতে কি অন্য স্থানে আছে, কিম্বা সাধারণ লোকেরদের শান্তির পক্ষে যাহার নিকটে নিরাপদে ছাড়া যাইতে পারে না এমত কোন লোকের নিকটে, কোন ঘরে কি ইমারতে কি অন্য স্থানে কোন অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি গন্ধক আছে, এইরূপ সন্দেহ করিবার উপযুক্ত কারণ যদি কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের থাকে, তবে তিনি যে সাহায্য আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইয়া, রাত্রিতে কি দিনে, ও প্রয়োজন হইলে জোর করিয়া, সেই ঘরে কি স্থানে প্রবেশ করিতে ও তলাশ করিতে পারিবেন, কিম্বা অন্য লোককে প্রবেশ করিয়া তলাশ করিতে হুকুম দিতে পারিবেন। এই ধারা-ক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহা তিনি আপনার ইউরোপীয় কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

[কোন জিলাতে অস্ত্রশস্ত্র বারুদপ্রভৃতির জন্যে সাধারণমতে তলাশ হইবার হুকুম হইতে পারিবেক।]

২৪ ধারা। হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর, কিম্বা কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা পঞ্জাবের কি অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর সাহেব, কিম্বা নাগপুরের কি সিন্ধু দেশের কমিস্যনর সাহেব, কিম্বা গবর্ণমেণ্টহইতে অন্য যে লোকেরা ক্ষমতা পান তাঁহারা হুকুম জারী করিয়া, ঐ হুকুমনামার লিখিত কোন কার্য্যকারকেরদের কি ব্যক্তিরদের দ্বারা, ঐ হুকুমনামার লিখিত কোন জিলাতে কি স্থানে অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি গন্ধক সকলের ঘরে তলাশ করিবার হুকুম করিতে পারিবেন। ইহার পূর্ব্বের ধারাতে প্রবেশ ও তলাশ ও

shall have the like powers of entry, search, and seizure as are conferred by the last preceding Section.

[Penalty for not producing or for concealing Arms, Ammunition, &c., when search made.]

XXV. If, on any search being made, any person shall refuse to produce or point out to the persons making the search, or shall conceal or attempt to conceal, any Arms, Ammunition, or Sulphur, such person may be apprehended without warrant, and shall be liable, on conviction before a Magistrate, to imprisonment with or without hard labor for a term not exceeding two years in addition to any other penalty to which he may be subject under this Act.

[Penalty for making, using, or keeping cannon, &c., without license, in any District to which this Section is extended. Surrender of cannon, &c., by persons not willing to take out license for retaining possession thereof. Exception.]

XXVI. After such time as shall be mentioned in the order of Government extending the provisions of this Section to any District or place, or, if no time be mentioned, after one week from the publication of the order in the District or place, no person shall manufacture, use, or have in his possession any cannon, howitzer, or mortar, without a license from the Governor General of India in Council or from the Executive Government of any Presidency or place. If any person shall manufacture, use, or have in his possession any cannon, howitzer, or mortar, without such license, he shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding two thousand Rupees, and to imprisonment for a term not exceeding two years; and such cannon, howitzer, or mortar may be seized and shall be forfeited to Government. Any person who has in his possession any cannon, howitzer, or mortar at the time when this Section takes effect in any District or place, and who shall be unwilling to apply for a license to retain possession thereof, may surrender the same to the Magistrate within such period as aforesaid. The provisions of this Section shall not extend to any cannon, howitzer, or mortar forming part of the ordinary armament of any ship or vessel.

[Penalty for assaulting or resisting any person in the execution of any power vested in him by this Act.]

XXVII. Whoever assaults or resists, or aids or assists any person in assaulting or resisting, any person in the execution of any power vested in him by this Act, shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding two hundred Rupees, or to imprisonment with or without hard

ক্রোক করিবার যে সকল শক্তি দেওয়া গিয়াছে, ঐ হুকুমক্রমে ক্ষমতাপন্ন লোকেরদের, ও তাঁহারদের আজ্ঞামতে যে সকল লোক কার্য্য করেন তাঁহারদেরও সেই সকল শক্তি থাকিবেক ইতি।

[তলাশ হইবার কালে অস্ত্রশস্ত্র বারুদআদি বাহির না করিবার কি লুকাইয়া রাখিবার দণ্ডের কথা।]

২৫ ধারা। কোন তলাশ করিবার কালে, যে লোকেরা তলাশ করিতেছেন তাঁহারদিগকে যদি কেহ কোন অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি গন্ধক দেখাইতে, কিম্বা দেখাইয়া দিতে অস্বীকার করে, কিম্বা লুকায় কি লুকাইবার উদ্যোগ করে, তবে তাহাকে ওয়ারণ্টবিনা গ্রেপ্তার করা যাইতে পারিবেক, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে, এই আইনমতে তাহার অন্য যে কোন দণ্ড হইতে পারে তদতিরিক্ত সে দুই বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদে কঠিন পারিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা কয়েদ হইতে পারিবেক ইতি।

[এই ধারা যে কোন জিলার মধ্যে প্রচলিত হয় সেই জিলাতে অনুমতিপত্র না পাইয়া কামানপ্রভৃতি নির্ম্মাণ কি ব্যবহার করিবার কি রাখিবার দণ্ডের কথা। ও যাহারা কামানপ্রভৃতি নিকটে রাখিবার অনুমতিপত্র লইতে না চাহে তাহারদের তাহা সমর্পণ করিবার কথা। ও বর্জ্জিত কথা।]

২৬ ধারা। গবর্ণমেণ্টের যে হুকুমক্রমে এই ধারার বিধান কোন জিলাতে কি স্থানে প্রচলিত হয় সেই হুকুমেতে যে কাল নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই কালের পরে, কিম্বা যদি কোন কাল নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে সেই হুকুম ঐ জিলাতে কি স্থানে প্রকাশ হওনঅবধি এক সপ্তাহের পরে, হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুনর্ জেনরল বাহাদুরের স্থানে, কিম্বা কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের স্থানে অনুমতিপত্র না পাইলে, কোন ব্যক্তি কোন কামান কি হৌইৎসর কি মর্টর নির্ম্মাণ কি ব্যবহার করিবেক না কি আপনার দখলে রাখিবেক না। যদি কেহ সেইরূপ অনুমতিপত্র না পাইয়া, কোন কামান কি হৌইৎসর কি মর্টর নির্ম্মাণ কি ব্যবহার করে কি আপনার দখলে রাখে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার দুই হাজার টাকার অনধিক জরীমানা হইতে পারিবেক, ও সেই দুই বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদে কয়েদ হইতে পারিবেক। ও সেই কামান কি হৌইৎসর কি মর্টর ক্রোক হইতে পারিবেক ও গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক। এই ধারা কোন জিলাতে কি স্থানে প্রচলিত হইবার কালে যাহার নিকটে কোন কামান কি হৌইৎসর কি মর্টর থাকে, সেই লোক যদি তাহা নিকটে রাখিবার অনুমতিপত্র প্রার্থনা করিতে না চাহে, তবে ইহার পূর্ব্বর লিখিত কালের মধ্যে ঐ কামানপ্রভৃতি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আনিয়া দিতে পারিবেক। কোন জাহাজের রীতিমতের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে যে কামান কি হৌইৎসর কি মর্টর থাকে, তাহার উপর এই ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি।

[এই আইনমতে কোন লোককে যে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাঁহার সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করণ কালে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিবার কি তাঁহার বাধা করিবার দণ্ড।]

২৭ ধারা। এই আইনমতে কোন লোককে যে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাঁহার সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করণ কালে যদি কেহ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করে কি তাঁহাকে বাধা দেয়, কিম্বা তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতে কি তাঁহার বাধা করিতে কোন লোকের সাহায্য কি উপকার করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা হইতে পারিবেক, কিম্বা সে ইঙ্গরেজী হিসাবমতে ছয় মাসের

labor for any term not exceeding six calendar months.

[Notice and limitation of suits.]

XXVIII. No suit, action, or other proceeding shall be commenced or prosecuted against any person for anything done in pursuance of this Act without giving to such person a month's previous notice in writing of the intended action and of the cause thereof, nor after tender of sufficient amends, nor after the expiration of three months from the accrual of the cause of action or other proceeding.

অনধিক কোন মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা কয়েদ হইতে পারিবেক ইতি।

[মোকদ্দমার এত্তেলা ও মিয়াদ।]

২৮ ধারা। এই আইনানুসারে কোন ব্যক্তি যে কোন কার্য্য করেন সেই কার্য্যপ্রযুক্ত তাঁহার নামে নালিশ হইবার মনস্থ হইলে, ঐ মনস্থ থাকার ও সেই নালিশ করিবার হেতুর সম্বাদ তাঁহাকে এক মাস থাকিতে লিখিয়া না দেওয়া গেলে, তাঁহার নামে কোন মোকদ্দমা কি নালিশ কি মোকদ্দমাঘটিত অন্য কার্য্য আরম্ভ হইবেক না কি চলিবেক না। কিম্বা তিনি উপযুক্তমতে প্রতিকার করিবার প্রস্তাব করিলে পর, কিম্বা নালিশের কি মোকদ্দমাঘটিত অন্য কার্য্যের হেতু হইয়া তিন মাস অতীত হইলে পর, তাঁহার নামে কোন মোকদ্দমাপ্রভৃতি হইবেক না ইতি।

[Imprisonment if fine not paid.]

XXIX. If any fine or penalty imposed by a Magistrate under the authority of this Act be not immediately paid, the Magistrate may commit the offender to jail, there to be imprisoned according to the discretion of the Magistrate for any term not exceeding six months where the amount of the fine or penalty shall not exceed five hundred Rupees, and for any term not exceeding twelve months in any other case; the commitment to be determinable in each of the cases aforesaid on payment of the amount.

[জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে কয়েদ হইবার কথা।]

২৯ ধারা। এই আইনের শক্তিক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন জরীমানার কি অর্থদণ্ডের হুকুম করেন তাহার টাকা যদি তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অপরাধিকে জেলখানায় পাঠাইতে পারিবেন, ও সেই জরীমানা কি অর্থদণ্ড যদি পাঁচ শত টাকার অধিক না হয়, তবে অপরাধী ছয় মাসের অনধিক কোন মিয়াদে, ও অন্য কোন গতিকে বারো মাসের অনধিক কোন মিয়াদে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে তথায় কয়েদ থাকিবেক। পূর্ব্বোক্ত কোন স্থলে জরীমানার টাকা দেওয়া গেলেই অপরাধিকে খালাস করা যাইবেক ইতি।

[Rewards to informers.]

XXX. Any fine or penalty levied from any person convicted of an offence under this Act, or any portion of such fine or penalty, may be awarded to the person on whose information the conviction shall take place.

[গোয়েন্দারদিগকে পুরস্কার দিবার কথা।]

৩০ ধারা। এই আইনমতে যাহার অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহার স্থানে যে কিছু জরীমানার কি অর্থদণ্ডের টাকা উসুল হয়, তাহা কি তাহার কোন অংশ, যাহার সম্বাদমতে অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহাকে দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

[Interpretation of the word "Magistrate." Commissioners of Police in Presidency Towns may exercise the powers hereby given to a Magistrate, other than powers of conviction and confiscation.]

["মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দের অর্থ। দোষ সাব্যস্ত করিবার ও জব্দ করিবার ক্ষমতাভিন্ন ইহাতে অন্য যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতামতে রাজধানীনগরপ্রভৃতিতে পোলীসের কমিস্যনর সাহেবেরা কার্য্য করিতে পারিবেন।]

XXXI. The word "Magistrate" shall include any person exercising the full powers of a Magistrate; and within the Presidency Towns and in the Straits' Settlement, all powers of conviction and confiscation upon conviction given by this Act to a Magistrate, shall be exercised by the Police Magistrates; and all other powers given by this Act to a Magistrate may be exercised by the Commissioner of Police, and all notices hereby required to be given to a Magistrate shall in any such Presidency Town or in the Straits' Settlement be given to the Commissioner of Police.

৩১ ধারা। "মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দেতে যে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতামতে কার্য্য করেন তিনিও গণ্য হন। ও দোষ সাব্যস্তকরণের এবং দোষ সাব্যস্ত করণক্রমে জব্দ করণের যে সকল ক্ষমতা এই আইনক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেওয়া যায়, রাজধানীনগরে ও সমুদ্রের মোহনার বসতি স্থানে পোলীসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরাও সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন। ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অন্য যে সকল ক্ষমতা এই আইনেতে দেওয়া গিয়াছে সেই সকল ক্ষমতামতে পোলীসের কমিস্যনর সাহেব কার্য্য করিতে পারিবেন। ও এই আইনেতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে সকল সম্বাদ দিবার হুকুম হইয়াছে, সেই সকল সম্বাদ তদ্রূপ কোন রাজধানীনগরে কিম্বা মোহনার বসতিস্থানে পোলীসের কমিস্যনর সাহেবকে দিতে হইবেক ইতি।

[Persons having the immediate superintendence of the Police may be vested with the powers hereby given to a Magistrate, other than powers of conviction and confiscation.]

[দোষ সাব্যস্ত করণ ও জব্দ করণভিন্ন অন্য যে সকল ক্ষমতা এই আইনেতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেওয়া যায়, সেই সকল ক্ষমতা পোলীসের তত্ত্বাবধারণের ভার যাহারদের প্রতি আছে তাঁহারদিগকে দেওয়া যাইতে পারিবেক।]

XXXII. Whenever in any Presidency or place the immediate control and superintendence of the Police is vested in any person other than the Magistrate or such Commissioner of Police as aforesaid,

৩২ ধারা। যদি কোন রাজধানীতে কি স্থানে পোলীসের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণ করিবার ভার মাজিষ্ট্রেট সাহেবভিন্ন কিম্বা পোলীসের পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কমিস্যনর সাহেবভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি থাকে, তবে কর্তৃত্ব

the Executive Government may order that all or any of the powers given by this Act to a Magistrate, other than powers of conviction and confiscation upon conviction, shall be exercised by such person, and that all notices hereby required to be given to a Magistrate shall be given to such person.

[Act or any part of it to take effect in any District to which it is extended by Government.]

XXXIII. This Act, or any part or parts thereof, shall take effect in any District or place to which the same shall be extended by order of the Governor General of India in Council or of the Executive Government of any Presidency or place.

[Parts of District may be withdrawn from the operation of the Act, and again made subject to it.]

XXXIV. It shall be lawful for the Governor General in Council or the Executive Government of any Presidency or place from time to time withdraw from the operation of all or any of the provisions of this Act any part or parts of any District or place which they may previously have declared to be subject thereto; and in like manner, as occasion shall require, to subject the same again to the operation of all or any of the provisions of this Act.

[Duration of Act.]

XXXV. This Act shall continue in force for two years.

[Indemnity to Government Officers for seizure or detention of Arms, Ammunition, &c., before passing of this Act.]

XXXVI. Any Officer of Government, who, prior to the passing of this Act, may have seized or detained, or prevented the importation of any Arms, Ammunition, Military Stores, Sulphur, or Saltpetre, in pursuance of an order of Government, is hereby indemnified for so doing; and no action or other proceeding shall be commenced or prosecuted in respect of such seizure or detention.

THE 27TH AUGUST 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 20th August 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 1st of December next:—

A Bill to amend Act VI. of 1857 (for the acquisition of Land for public purposes.)

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to amend in certain cases Act VI. of 1857; It is enacted as follows:—

[Publication of notice to persons interested in land required for a Railway &c., after the land has been marked out.]

I. In the case of land being required for a Road,

কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম করিতে পারিবেন যে, দোষ সাব্যস্ত করণের ও দোষ সাব্যস্ত করণক্রমে জব্দ করণের ক্ষমতাভিন্ন অন্য যে ক্ষমতা এই আইনেতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেওয়া যায়, তাহার সকল কি তাহার কোন ক্ষমতামতে সেই ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারেন, ও এই আইনমতে যে সকল সম্বাদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিতে হয় তাহা সেই লোককে দেওয়া যায় ইতি।

[এই আইন কি তাহার কোন অংশ যে কোন জিলাতে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে প্রচলিত করা যায় সেই জিলাতে প্রবল হইবেক।]

৩৩ ধারা। হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কিম্বা কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে, এই আইন কি তাহার কোন এক কি অধিক ভাগ যে কোন জিলাতে কি স্থানে প্রচলিত করা যায় সেই জিলাতে কি স্থানে প্রবল হইবেক ইতি।

[জিলার কোন২ স্থানে এই আইন প্রবল হওয়া রহিত হইতে পারিবেক ও পুনরায় তাহাতে প্রবল করা যাইতে পারিবেক।]

৩৪ ধারা। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কিম্বা কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট যে জিলাতে কি স্থানে এই আইনের বিধান প্রচলিত করিয়াছেন, তাহার কোন এক কি অধিক স্থানে এই আইনের সমুদয় কি কোন২ বিধান প্রচলিতহওয়া সময়ে২ রহিত করিতে পারিবেন। আরও সেই প্রকারে সেই২ স্থানে এই আইনের সমুদয় কি কোন২ বিধান প্রয়োজনমতে পুনরায় প্রচলিত করিতে পারিবেন ইতি।

[আইন যত দিন চলন থাকিবেক।]

৩৫ ধারা। এই আইন দুই বৎসরপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক ইতি।

[এই আইন জারী হইবার আগে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা অস্ত্রশস্ত্র বারুদপ্রভৃতি ক্রোক ও আটক করিলেও তাঁহারদের নির্দ্দোষ হইবার কথা।]

৩৬ ধারা। এই আইন জারী হইবার আগে গবর্ণমেণ্টের যে কোন কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের হুকুমঅনুসারে কোন অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদআদি কি কি যুদ্ধসরঞ্জাম কি গন্ধক কি শোরা ক্রোক কি আটক করিয়াছেন কি তাহার আমদানী করা নিবারণ করিয়াছেন তাঁহাকে এতদ্দ্বারা নির্দ্দোষী করা গেল। ও সেই প্রকারে ক্রোক ও আটক করিবার জন্যে তাঁহার নামে কোন প্রকারের নালিশ কি মোকদ্দমাঘটিত অন্য কার্য্য আরম্ভ হইতে কি চলিতে পারিবেক না ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ২৭ আগষ্ট।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২০ আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। আগামি ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখের পর তাঁহারা এই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

১৮৫৭ সালের ৬ আইন অর্থাৎ সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে ভূমি লইবার আইন সংশোধন করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

কোন২ স্থানে ১৮৫৭ সালের ৬ আইন সংশোধন করা বিহিত। এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[রেলরোডপ্রভৃতির নিমিত্তে যে জমী লইবার প্রয়োজন হয় তাহাতে চিহ্ন দেওয়া গেলে পর, সেই জমীতে যাহারদের সম্পর্ক থাকে তাহারদিগকে এত্তেলা দিবার কথা।]

১ ধারা। কোন রাস্তা কি খাল কি রেলরোড বা

Canal, or Railway, when it shall be certified to the Collector or other Officer appointed as provided in Section III. Act VI. of 1857, that in conformity with the provisions of Section XXXIV. of that Act, the intended line of the Road, Canal, or Railway has been surveyed and marked out by a trench or other land marks, the Collector or other Officer shall cause a notice to be affixed in some conspicuous place or places upon the land at intervals of not less than one mile, and published by Proclamation in the neighbouring Bazars and Villages, intimating that the land about to be taken for a Road, Canal, or Railway, as may be, as already notified by Section II. Act VI. 1857, has been marked out to the extent of inches (or as may be) from to , and that a detailed measurement of the land so marked out would commence from the , and requiring all parties interested in the land to appear at a place mentioned in the notice before him personally, or by agent, on the expiration of a specified period, not being less than fifteen days from the date of the publication of the notice, and state the nature of their interests in the land and the amount and particulars of their claims to compensation for the same.

[Time for appearance of parties how to be fixed.]

II. It shall be the duty of the Collector to fix the time for the appearance of the parties with reference to the time that will probably be required for the completion of the measurement of the section of land included in the notice, so that ordinarily that measurement should be completed by the expiration of the period specified in the notice.

[Possession may be taken when the detailed measurement is complete. Proviso.]

III. When the detailed measurement of the land marked out as aforesaid shall be completed, the Collector or other Officer, at any time after the expiration of (ten days following) the period provided for in the above notices, may take immediate possession of the land so measured or of any portion thereof, which shall thenceforward be vested absolutely in the Government free from all other estates, rights, titles and interests; provided always that on the date fixed in the notices directed in Section I. of this Act to be served, the Collector or other Officer shall immediately proceed, in conformity with Section V. and the following Sections of Act VI. of 1857, to award the compensation due for the land marked out or taken.

[Publication of notification when Collector gives authority to enter lands for the purpose of making a survey.]

IV. When the Collector or other Officer shall in any case after the passing of this Act exercise the authority conferred on him by Section XXXIV. Act VI. of 1857, he shall publish a notification of the order made from time to time in every Moonsiff's Court and in every Thanah within which the

বার জন্যে যদি কিছু জমী লইবার প্রয়োজন হয়, তবে ঐ রাস্তা কি খাল কি রেলরোড যে দিগে চলিবেক তাহা ১৮৫৭ সালের ৬ আইনের ৩৪ ধারার বিধানমতে জরিপ হইয়াছে, ও তাহাতে পগার কাটিয়া কি অন্য নিশানী দিয়া চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে এই কথা যখন কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা ঐ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছে, তখন ঐ রাস্তা কিম্বা বিষয়বিশেষে খাল কি রেলরোড করিবার জন্যে যে জমী লইবার মনস্থের সম্বাদ ১৮৫৭ সালের ৬ আইনের ২ ধারামতে দেওয়া গিয়াছে সেই জমীর এত বুকলপর্য্যন্ত কিম্বা বিষয়বিশেষে অমুক স্থানঅবধি অমুক স্থানপর্য্যন্ত চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে, ও সেই প্রকারের চিহ্ন দেওয়া জমী বিশেষ করিয়া মাপ করিবার কার্য্য অমুক তারিখঅবধি আরম্ভ হইবেক, ও সেই জমীতে যাহারদের সম্পর্ক থাকে তাহারা এত্তেলা জারী হইবার তারিখঅবধি পনের দিনের কম না হয়, নিরূপিত এমত কোন মিয়াদ অতীত হইলে পর নিজে কি মোক্তারের দ্বারা এই এত্তেলার নির্দ্দিষ্ট স্থানে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা উক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের সম্মুখে হাজির হইয়া, সেই জমীতে তাহারদের যে প্রকারের সম্পর্ক থাকে, ও তাহার পরিশোধে তাহারা যত টাকা যে২ বাবতে দাওয়া করে তাহা জানায়, এই মর্ম্মের এক এত্তেলা কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ জমীর উপর এক২ মাইলের কম ব্যবধানে না হয় এমত কোন এক কি অধিক প্রকাশস্থানে লটকাইবেন, ও নিকটের বাজারে২ ও গ্রামে২ ঘোষণা করাইবেন ইতি।

[সেই লোকেরদের হাজির হইবার সময় নিরূপণ করিবার কথা।]

২ ধারা। ঐ এত্তেলার মধ্যে যে জমী ধরা গিয়াছে তাহার মাপ করা সমাপ্ত করিতে অনুমান যত সময় লাগে, তাহা বুঝিয়া কালেক্টর সাহেব ঐ লোকেরদের হাজির হইবার সময় নিরূপণ করিবেন, ফলতঃ এত্তেলার লিখিত মিয়াদ সমাপ্ত না হইতে২ ঐ পরিমাণের কার্য্যের সমাপ্তি হয় সাধারণমতে এমন সময় বুঝিয়া মিয়াদ নিরূপণ করিবেন ইতি।

[সেই মাপের কার্য্য সমাপ্ত হইলে জমী দখল করিতে পারিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

৩ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতের চিহ্ন দেওয়া জমীর বিশেষ করিয়া মাপ হইয়া, উপরোক্ত এত্তেলার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হইবার (দশ দিন) পরে, কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব সেই প্রকারের মাপকরা জমী কি তাহার কোন অংশ অব্যাজে দখল করিতে পারিবেন; সেই সময়াবধি সেই জমী অন্য সকল ইষ্টেট ও স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্কহইতে মুক্ত হইয়া একেবারে গবর্ণমেণ্টে বর্ত্তিবেক। কিন্তু এই বিধি সর্ব্বদাই মানিতে হইবেক, অর্থাৎ এই আইনের ১ ধারাতে যে এত্তেলা জারী করিবার হুকুম হইয়াছে সেই এত্তেলার নির্দ্দিষ্ট তারিখে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ১৮৫৭ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা ও তৎপরের অন্যান্য ধারামতে, ঐ চিহ্ন দেওয়া কি গ্রহণকরা জমীর নিমিত্তে দেনা টাকা নির্দ্ধার্য্য করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

[কোন জমী জরিপ করিবার জন্যে কালেক্টর সাহেব সেই জমীতে যাইবার ক্ষমতা দিলে তাহার এত্তেলা দিবার কথা।]

৪ ধারা। ১৮৫৭ সালের ৬ আইনের ৩৪ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে সেই ক্ষমতামতে যদি তিনি এই আইন জারী হইবার পরে কোন স্থলে কার্য্য করেন, তবে যে হুকুম সম্বন্ধে২ করা যায় তাহার সম্বাদ ঐ চিহ্ন দেওয়া যে জমী মাপ করিতে হইবেক তাহা যে২

land about to be surveyed and marked out is situated; but it shall suffice if the publication be made at the time that the surveying Officer is about to mark out the land situated within the limits of any one Moonsiffship or Thannah.

W. Morgan,
Clerk of the Council.

No. 72.

NOTIFICATION.

Fort William, Financial Department,
The 29th August, 1859.

It is hereby notified that the Right Hon'ble the Governor General in Council has, with the permission of the Right Hon'ble the Secretary of State for India, been pleased to extend to the Holders of Promissory Notes of the 4 per Cent., 4½ per Cent., and 3½ per Cent. Loans entered in the margin,* the concession granted under the Financial Notification, No. 29, dated 20th April last, to the Holders of Promissory Notes of the 5 and 5½ per Cent. Loans; and that the interest on Notes of the said 4 per Cent., 4½ per Cent., and 3½ per Cent. outstanding Loans, will accordingly, at the option of the Holders, be made payable, for a period of fifteen years, either in the manner heretofore observed, or by coupons in the Form given in the Notification above adverted to, payable to bearer, and signed by the Accountant-General to the Government of India.

By Order of His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council,

C. Hugh Lushington,
Secy. to the Govt. of India.

* 4 per Cent. Loans of 1824-25.
1828-29.
1832-33.
1835-36.
1842-43.
1854-55.
4½ per Cent. Loan of 1856-57.
3½ Ditto ditto 1853-54.

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 20.

To the Civil Authorities in the Lower Provinces.

I am directed by the Court to forward to you the accompanying list of persons who have received Diplomas and are eligible for Pleaderships in the Sudder Court, or in the Courts of Zillah Judges and Principal Sudder Ameens, with a view that nominations may be made from the list, as required by Rule 29, of the Circular Order No. 88, of the 19th April, 1850.

(Signed) A. W. Russell,
Register.

Fort William, the 16th July, 1859.

[*Government Gazette, 6th September,* 1859.]

মুনসেফের ও সেই২ থানার এলাকার থাকে সেই২ মুনসেফের কাছারীতে ও সেই২ থানার প্রকাশ করিবেন। কিন্তু এক মুনসেফের কি থানার এলাকার মধ্যে ঐ জমী থাকিলে তাহাতে জরিপী কার্য্যকারক যে সময়ে চিহ্ন দিতে উদ্যত হন সেই সময়েতেই যদি ঐ সম্বাদ প্রকাশ হয় তবে তাহাই প্রচুর হইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।
John Robinson, *Bengalee Translator.*

---

৭২ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উলিয়ম। ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেন্ট।
১৮৫৯ সাল ২৯ আগস্ট।

ইহাতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শতকরা ৫ টাকার ও ৫॥০ টাকার লোনের প্রমিসরি নোটের স্বামিদিগকে গত আপ্রিল মাসের ২০ তারিখের ২৯ নম্বরের ফিন্যান্সিয়ল বিজ্ঞাপনমতে যে অনুমতি দেওয়া গিয়াছে সেই অনুমতি হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত রাইট অনরবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবের সম্মতিক্রমে, শতকরা ৪ টাকার ও ৪॥০ টাকার ও ৩॥০ টাকার নীচের লিখিত লোনের প্রমিসরি নোটের স্বামিরদিগকেও দিয়াছেন তাহাতে ঐ শতকরা ৪৲ টাকার ও ৪॥০ টাকার ও ৩॥০ টাকার যে লোন এখন আছে তাহার নোটের সুদ স্বামিরদের ইচ্ছামতে পূর্ব্বাবধি যেমন দেওয়া যাইতেছে তেমনি পনের বৎসরপর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারিবেক কিম্বা উক্ত বিজ্ঞাপনের লিখিতমতে দেওয়া কুপন দেওয়া যাইতে পারিবেক। সেই কুপনের টাকা বাহককে দেওয়া যাইবেক ও তাহাতে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দস্তখৎ থাকিবেক।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে প্রকাশ করা গেল।

সি হিউ লশিংটন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

শতকরা ৪৲ টাকার ১৮২৪। ২৫ সালের
১৮২৮। ২৯ ঐ
১৮৩২। ৩৩ ঐ
১৮৩৫। ৩৬ ঐ
১৮৪২। ৪৩ ঐ
১৮৫৪। ৫৫ ঐ
} লোন
শতকরা ৪॥০ টাকার ১৮৫৬। ৫৭ সালের লোন।
শতকরা ৩॥০ টাকার ১৮৫৩। ৫৪ সালের লোন।

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলর অর্ডর।

২০ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

যোগ্যতার পত্র পাইয়া যাঁহারা সদর আদালতে কিম্বা জিলার জজ সাহেবেরদের কি প্রধান সদর আমীনেরদের আদালতে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন তাঁহারদের নামের এই ফর্দ্দ সদর আদালতের হুকুমমতে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি। ওকালতী কর্ম্মের নিমিত্তে লোকের প্রয়োজন হইলে, তুমি ১৮৫০ সালের ১৯ আপ্রিল তারিখের ৮৮ নম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২৯ বিধিমতে ঐ ফর্দ্দ দেখিয়া লোককে মনোনীত করিবা।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১৬ জুলাই।

List of Persons who have received Diplomas, certifying that they have passed an examination, and have been declared competent to serve as Pleaders in the Sudder Court or in the Courts of Zillah Judges and Principal Sudder Ameens.

Name.	Names of fathers.	Residence.	Acquirements.	Date and place of examination.	Certificate granted by what Committee or Judge.	Remarks.
1. Woma Churn Mozoomdar, ..	Shamachurn Mozoomdar, ...	Mouzah Matho, Pergunnah Bhoorsooth, Zillah Hooghly.	Held a junior and senior Scholarship for 9 years	24th Jan. 1859. Patna.	Patna Committee.	
2. Lalla Goburdhun Loll, ..	Nundcoomar Singh, ..	Mouzah Sunree, Pergunnah Bhurwarah, Zillah Tirhoot.	Persian and Oordoo.	Ditto.	Ditto.	
3. Woomesh Chunder Roy, ...	Kistokanth Roy, ...	Mouzah Basdebpore, Pergunnah Chelwa, Zillah Midnapore,	Persian and Bengalee.	Ditto.	Ditto.	
4. Rampersaud, ..	Kaleepersaud, ...	Suhoolee, Pergunnah Barrah, Zillah Sarun.	Persian and Oordoo,	Ditto.	Ditto.	
5. Toolsheepersaud, ..	Bhuwany Suhoy, ...	Mouzah Muttuckpore, Purgunnah Arrah, Zillah Shahabad.	Ditto.	Ditto.	Ditto.	
6. Lalla Bunarseelall, ...	Permeshur Dutt, ...	Mouzah Rampore, Pergunnah Bal, Zillah Sarun.	Ditto.	Ditto.	Ditto.	
7. Byjnath Suhoy, ..	Surubsookh Loll, ..	Sureeah, Pergunnah Bal, Zillah Sarun.	Ditto.	Ditto.	Ditto.	
8. Mathooranath Goopto, ...	Sumbhoonath Goopto, ...	Halisbuhur, 24-Pergunnahs.	Persian and Bengalee.	Ditto.	Ditto.	
9. Gobind Chunder Sundyal, ...	Brijnath Sundyal, ...	City of Benares.	Ditto.	Ditto.	Ditto.	
10. Ramayad Loll, ...	Rawul Singh, ...	Peekree, Pergunnah Arrah, Zillah Shahabad.	Persian and Oordoo.	Ditto.	Ditto.	
11. Sheo Sarun Loll, ..	Himmut Suhoy, ...	Ektiarpore, Pergunnah ditto ditto.	Ditto.	Ditto.	Ditto.	
12. Thacoorpersaud, ..	Sheosuhoy Singh, ...	Sooroojpoora, Purgunnah Durwar, Zillah ditto.	Ditto.	Ditto.	Ditto.	
13. Boolack Chund, ...	Mobabeerpersaud, ...	Arrah, Zillah ditto.	Ditto.	Ditto.	Ditto.	
14. Matadeen, ...	Bhawanypersaud, ...	Dewan, Muhulla Patna.	Ditto.	Ditto.	Ditto.	
15. Bistoo Chunder Banerjee, ...	Baboo Shibchunder Banerjee, ...	Calna, Zillah Burdwan.	English, Bengalee, Ooriah and Hindee.	24 ditto. Cuttack.	Cuttack Committee.	
16. Dinonath Sircar, ...	Baboo Kistokishore Sircar, ...	Mouzah Pahadpore, Pergunnah Havelee, Zillah Burdwan.	English, Bengalee, Ooriah and Persian.	Ditto ditto.	Ditto.	
17. Moonshee Jelalooddeen Mahomed, ...	Moonshee Reazooddeen Ahamed,	Town of Cummillah.	Persian, Oordoo and Bengalee.	24 ditto Tipperah.	Tipperah Special Committee.	
18. Hurykishore Roy, ..	Gungadhur Roy, ...	Moshooah, Pergunnah Hajradee, Zillah Mymensing.	English, Bengalee and Oordoo.	24 ditto. Mymensingh	Mymensingh Special Committee.	
19. Madhub Chunder Burooah, ...	Kannooram Doss,	Kotola Burkoechee in Pergunnah Batas Golab, Zillah Kamroop.	Bengalee and English.	3rd March, 1859	Gowhattee Special Committee, Zillah Kamroop.	

(Signed) A. W. RUSSELL, *Register.*

যাঁহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সদর আদালতে কিম্বা জিলার জজ সাহেবেরদের ও প্রধান সদর আমীনেরদের আদালতে ওকালতী কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন এই মর্ম্মের যোগ্যতার পত্র পাইয়াছেন তাঁহারদের ফর্দ্দ।

নাম	পিতার নাম	বাসস্থান	যেপর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছেন	পরীক্ষার তারিখ ও স্থান	যে কমিটির কি যে জজ সাহেবের সর্টিফিকট পান	[illegible]
১। উমারচরণ মজুমদার	... শ্যামাচরণ মজুমদার	... মৌজা মাথো, পরগনে ভূরসুট জিলা হুগলী	৯ বৎসরপর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ও প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিভোগী	১৮৫৯ সাল ২৪ জানুআরি পাটনা	পাটনার কমিটি	
২। লাল্লা গোবর্দ্ধন লাল	... নন্দকুমার সিংহ	... মৌজা সমরী পরগনে ভরওয়ারা জিলা ত্রিহুত	পারস্য ও উর্দ্দু ভাষা	ঐ	ঐ	
৩। উমেশচন্দ্র রায়	... কৃষ্ণকান্ত রায়	... মৌজা বসুদেবপুর পরগনে চেলওয়া জিলা মেদিনীপুর	পারস্য ও বাঙ্গলা ভাষা	ঐ	ঐ	
৪। রামপ্রসাদ	... কালীপ্রসাদ	... মছুলী। পরগনে বারা। জিলা সারণ	পারস্য ও উর্দ্দু ভাষা	ঐ	ঐ	
৫। তুলসীপ্রসাদ	... ভবানী সহায়	.. মৌজা মটকপুর পরগনে আরা জিলা শাহাবাদ	ঐ	ঐ	ঐ	
৬। লালা বনারসী লাল	.. পরমেশ্বর দত্ত	... মৌজা রামপুর পরগনে বাল। জিলা সারণ	ঐ	ঐ	ঐ	
৭। বৈজনাথ সহায়	... সর্ব্বসুখ লাল	... সরীয়া পরগনা বাল। জিলা সারণ	ঐ	ঐ	ঐ	
৮। মথুরনাথ গুপ্ত	... শম্ভুনাথ গুপ্ত	... হালিশহর। ২৪ পরগনা	পারস্য ও বাঙ্গলা ভাষা	ঐ	ঐ	
৯। গোবিন্দচন্দ্র সান্ন্যাল	... ব্রজনাথ সান্ন্যাল	... বারাণস শহর	ঐ	ঐ	ঐ	
১০। রামায়ান লাল	.. রাওল সিংহ	.. পিকরী পরগনে আরা। জিলা শাহাবাদ	পারস্য ও উর্দ্দু ভাষা	ঐ	ঐ	
১১। শিবশরণ লাল	... ভিখ্যৎ সহায়	... এক্তিয়ারপুর পরগনে ঐ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
১২। ঠাকুরপ্রসাদ	... শিবসহায় সিংহ	... সূর্য্যপুরা পরগনে দরওয়ার। জিলা ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
১৩। বুলাকচাঁদ	... মহাবীরপ্রসাদ	... আরা জিলা ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
১৪। মাতাদীন	... ভবানীপ্রসাদ	... দেওয়ান মহল্লা পাটনা	ঐ	ঐ	ঐ	
১৫। বিষ্ণুচন্দ্র বাঁড়ুয্যা	... বাবু শিবচন্দ্র বাঁড়ুয্যা	... কালনা। জিলা বর্দ্ধমান	ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ও উড়িয়া ও হিন্দী	২৪ ঐ কটক	কটকের কমিটি	
১৬। দিননাথ সরকার	... বাবু কৃষ্ণকিশোর সরকার	... মৌজা পাহাড়পুর পরগনে হাবেলী। জিলা বর্দ্ধমান	ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ও উড়িয়া ও পারস্য	ঐ ঐ	ঐ	
১৭। মুনশী জলালুদ্দীন মহম্মদ	.. মুনশী রেয়াজুদ্দীন আহমদ	... কমিল্লা নগর	পারস্য ও উর্দ্দু ও বাঙ্গলা ভাষা	২৪ ঐ ত্রিপুরা	ত্রিপুরার বিশেষ কমিটি	
১৮। হরিকিশোর রায়	... গঙ্গাধর রায়	... মসুয়া, পরগনে হাজরাদী জিলা ময়মুনসিংহ	ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ও উর্দ্দু ভাষা	২৪ ঐ ময়মুনসিংহ	ময়মুনসিংহের বিশেষ কমিটি	
১৯। মাধবচন্দ্র বড়ুয়া	... কানুরাম দাস	— কটলা বরকৈচী পরগনে বাতাস গোলা জিলা কামরূপ	বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী	১৮৫৯ সাল ৩ মার্চ	গৌহাটীর বিশেষ কমিটি। জিলা কামরূপ।	

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

No. 22.

To the Civil Judges in the Lower Provinces.

In pursuance of the orders of Government, I am directed by the Court, to request that you will, after the close of the current year, submit a report on the working of Act XL. of 1858, relating to the care of the persons and property of such minors as are not brought under the Superintendence of the Court of Wards.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 29th July, 1859.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

APPOINTMENT.

The 26th August, 1859.

Baboo Ramchunder Dhur, to officiate as Moonsiff of Sherepore, Zillah Mymensing, during the absence on leave of the incumbent.

LEAVE OF ABSENCE.

The 26th August, 1859.

Moulvie Mutteeoorruhman, Moonsiff of Sherepore, Zillah Mymensing, for 39 days, from the 16th instant, under Medical Certificate.

A. W. RUSSELL, *Register.*

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

৫৩৭২ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৩০ জুলাই।

ফৌজদারী বে২ মোকদ্দমাতে দারজিলিঙ্গের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ হইবার হুকুম করেন, সেই২ মোকদ্দমাতে রাজশাহীর কমিস্যানর সাহেবকে ঐ হুকুমের উপর আপীল গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল।

১৮৫৯ সাল ২২ আগষ্ট।

সব আসিস্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত তামিজ খাঁ আসিস্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত ব্রৌন সাহেবের(Surgeon Brown,) না পঁহুছনপর্য্যন্ত মাড়িকেল কালেজের হাসপাটালের চিকিৎসকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১৮৫৯ সাল ২৩ আগষ্ট।

শাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে ডৈসন সাহেব(Mr. J. Dyson,) ঐ জিলার মধ্যে ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

১৮৫৯ সাল ২৫ আগষ্ট।

শ্রীযুত ডবলিউ ওএবেল সাহেব (Mr. W. Wavell,) পুরীতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির সেক্রেটারী হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ২৭ জুলাই।

বহরমপুরে গোরা বাজারের সম্মুখে ভাগীরথী নদীর

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৬ সেপ্টেম্বর।)

২২ নম্বর।

বাঙ্গালাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত জজ সাহেব বরাবরেষু।

গবর্নমেণ্টের আজ্ঞানুসারে সদর আদালতের হুকুমমতে তোমাকে এই আদেশ করিতেছি. ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন, অর্থাৎ যে নাবালগেরদের উপর কোর্ট ওয়ার্ডসের কর্তৃত্ব না থাকে, তাহারদের ও তাহারদের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ি আইনের কার্য্য যেরূপে চলিতেছে তাহার রিপোর্ট বর্ত্তমান বৎসরের শেষ হইলে পর দাখিল কর।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।

১৮৫৯ সাল ২৯ জুলাই।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ২৬ আগষ্ট।

জিলা ময়মুনসিংহের শেরপুরের মুনসেফ ছুটী লইয়া যত দিন কর্ম্মে ফিরিয়া না আইসেন তত দিন শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র ধর ঐ স্থানের মুনসেফের কর্ম্ম করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ২৬ আগষ্ট।

জিলা ময়মুনসিংহের শেরপুরের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী মতেউর রহমান চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখঅবধি ৩৯ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

প্রদারা ১৮১৯ সালের ৬ আইনানুসারে সরকারী প্রদারা প্রকাশ হইল।

১৮৫৯ সাল ৫ আগষ্ট।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব ১৮৫৯ সালের ৮ আইন অর্থাৎ দেওয়ানী মোকদ্দমার যে২ আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই২ আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলের এজেন্টীর অন্তঃপাতি আইনবহির্ভূত কাছাড় জিলাতে চালাইয়াছেন।

৫৪০৭ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ২৫ আগষ্ট।

খোরদার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মধুসূদন পটনায়ককে পোলীসের কার্য্যকারকের কর্ম্মহইতে স্বতন্ত্র করা গেল ও তিনি ১৮৫৯ সালের ১০ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ এলাকাখণ্ডের পোলীসের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার পুরীর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হাতে অর্পণ করা গেল।

কেন্দ্রপাড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দুর্য্যোধন দাস পোলীসের কার্য্যকারকের কর্ম্মহইতে স্বতন্ত্র করা গেল ও তিনি ১৮৫৯ সালের ১০ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ এলাকাখণ্ডের পোলীসের কার্য্যনির্ব্বাহের ভার কটকের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হাতে অর্পণ করা গেল।

যাজিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু সদানন্দ যাচককে পোলীসের কার্য্যকারকের কর্ম্মহইতে স্বতন্ত্র করা গেল ও তিনি ১৮৫৯ সালের ১০ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ এলাকাখণ্ডের পোলীসের কার্য্যনির্ব্বাহের ভার কটকের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হাতে অর্পণ করা গেল।

ভদ্রকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ জি ডিয়র সাহেবকে (Mr. W. G. Deare,) পোলীসের কার্য্যকারকের কর্ম্মহইতে স্বতন্ত্র করা গেল ও তিনি ১৮৫৯ সালের ১০ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু গৌরদাস বসাক ভদ্রক এলাকাথণ্ডের ও সোরার থানার পোলীসের সকল কার্য্যনির্ব্বাহের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সদর মোকাম সোরা হইবেক।

১৮৫৯ সাল ২৭ আগষ্ট।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত জে ই হোএল সাহেব (Mr. J. E. Howell,) ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৭ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্টমতে আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা উক্ত জিলায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮১৯ সাল ১৯ আগষ্ট।

নীচের লিখিত মাহাশয়েরা পুরুলিয়াতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

শ্রীযুত এস এচ সি টেলর সাহেব (Mr. S. H. C. Tayler.)
শ্রীযুত টি ওয়াল্টন সাহেব (Mr. T. Walton.)
শ্রীযুত ডবলিউ এম স্মিথ সাহেব (Mr. W. M. Smith.)
শ্রীযুত বাবু রাধানাথ বসু।
শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন রায়।

রি বর্ড তামসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENT. গবর্ণমেণ্টের ইশ্তিহার।

এতদ্দ্বারা ইশ্তিহার দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ইংরেজির ৩০। ৩১ ডিসেম্বর ও ৬০ ইংরেজির জানুআরি মাসের ১। ২। ৩ তারিখ মোতাবেক ১২৬৬ বাঙ্গলার ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০ পৌষ তারিখে জিলা কাছাড়ের বাৎসরিক মেলা ঐ জিলার শীলচার মোকামে হইবেক গত মেলার মত উত্তম২ গো মহিষ ইত্যাদি আনার জন্যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহা এ মেলাতেও দেওয়ান যাইবেক।

ব্যবসায়ি লোকদিগের ব্যবহার জন্যে দোকান ঘর সকল প্রস্তুত থাকিবেক মেলাতে দৌড় দৌড় ও বাজি ইত্যাদি তামাসা হইবেক।

আর জানান আবশ্যক যে গত মেলাতে অনেক ঘোড়া ও গাড়ি মহিষের পাল ও নানাবিধ দ্রব্যাদি জড় হইয়াছিল ও সমূহ লোক আগত হইয়াছিল ইতি।

আর কুয়ার্ট। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশ্তিহার।

বিজ্ঞাপন।

মহামান্য সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের প্রচলিত দায়ভাগ দায়ক্রম সংগ্রহ বিবাদার্ণব, বিবাদ ভঙ্গার্ণব, বিবাদসারার্ণব দত্তকচন্দ্রিকা দত্তক দীধিতি, এবং মিথিলা দেশের প্রচলিত মিতাক্ষরাপ্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের সারার্থ অতি সরল বঙ্গভাষায় প্রশ্নোত্তরে রচিত হইয়া ধনবিভাগব্যবস্থা নামক একখানি গ্রন্থ উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে এই গ্রন্থের প্রত্যেক উত্তরের নিম্নে প্রমাণস্বরূপে মেকনেটন হিন্দুলর যত পৃষ্ঠাতে ঐ ব্যবস্থা লিখিত আছে তাহার সংখ্যা লিখিত আছে এবং মহামান্য সদর আদালত এবং প্রিবিকৌন্সেল কর্ত্তৃক ১৭৯১ সালহইতে ১৮৫৯ সালের মার্চ্চ মাসপর্য্যন্ত হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে সকল নজির ফয়সলা প্রচারিত হইয়াছে ঐ সমুদয় ফয়সলার চুম্বক স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ হইয়াছে পুস্তকের মূল্যের স্বাক্ষরকারিদিগের প্রতি ৩৷৷০ টাকা স্বাক্ষরকারি ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণের পক্ষে ৪৲ চারি টাকামাত্র এই গ্রন্থ যাঁহারদিগের ক্রয় করার আবশ্যক আছে তাঁহারা প্রশংসিত উকিল বাবুর নিকটে মূল্যের টাকা সহ পত্রী লিখিলেই পাইতে পারিবেন ইতি সন ১২৬৬ সালের ২ ভাদ্র।

শ্রী পূর্ণচন্দ্র রায়।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১০ আইন ও ১১ আইন এবং ১৪ আইন ইঙ্গরেজী বাঙ্গলাসহ শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা নীচের লিখিত মূল্য প্রেরণ করিলেই পাইবেন এবং ডাকে পাঠাইতে হইলে তাহার মাসুল আলাদা দিতে হইবেক ইতি।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন মূল্য	৫৷৷০ টাকা
১৮৫৯ সালের ১০ আইন ঐ	১৷৷০
১৮৫৯ সালের ১১ আইন ঐ	১৲
১৮৫৯ সালের ১৪ আইন ঐ	৷৷০
এককালীন সমুদয় আইন লইলে তাহার মূল্য	১৲

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ৮ অষ্টম আইনের ইণ্ডেক্স অর্থাৎ খোলাসা মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে মফঃসলের যে সকল ব্যক্তি মূল আইন ক্রয় করিয়াছেন তাঁহারা কেবল ডাকের মাসুল পাঠাইলে ইণ্ডেক্স পাইতে পারিবেন। অন্য ব্যক্তিরা এক টাকা মূল্য পাঠাইলে পাইবেন যে ব্যক্তি এক কালীন ১০৲ টাকা পাঠাইবেন তিনি ১৫ খণ্ড ইণ্ডেক্স পাইবেন। এই ইণ্ডেক্স অথবা মূল আইন সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রলাল সোমের নিকট অথবা সহর কলিকাতার চনঠনিয়া নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র দাসের নিকট পত্র লিখিলে ও তলব করিলে পাইতে পারিবেন ইতি।

[*Government Gazette, 6th September*, 1859.]

বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের প্রকটিত নিম্নোক্ত বাঙ্গলা পুস্তকাদি সদর আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন রায় চৌধুরী কিম্বা শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্ররায় চৌধুরী অথবা শ্রীযুত বাবু গোপাল লাল মিত্র মহাশয়ের আফিসে ক্রেতাগণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, ডাকযোগে পুস্তক প্রেরণ করিতে হইলে মাসুল ক্রেতাদিগকে দিতে হইবেক।

ইং ১৮৫৯ সালের ৫ আইন ও সামান্য নির্ঘণ্ট ও বর্ণমালানুযায়ি ইণ্ডেক্সসংযুক্ত ৮ আইন এবং ৯,১০,১১,১৩,১৪, আইন ও ১৮৫৮ সালের ৩১,৩৫,৪০,৪১ আইন ও অবশিষ্ট আইনের নির্ঘণ্ট ও ঐ দুই সনের সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর ও বর্ত্তমান সনের অতিপ্রয়োজনীয় গবর্ণমেণ্টের ও বোর্ড রেবিনিউর বিজ্ঞাপন ও ঐ বোর্ডের সরক্যুলর অর্ডর। মূল্য ৪, টাকা।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের সামান্য নির্ঘণ্ট ও বর্ণমালানুযায়ি ইণ্ডেক্স। মূল্য ॥০

সামান্য নির্ঘণ্ট ও বর্ণমালানুযায়ি ইণ্ডেক্স সংযুক্ত ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও সরক্যুলর অর্ডর ইত্যাদি মূল্য ... ... ২৲ টাকা।

১৮৫৯ সালের ১০, ১১, ১৩, ১৪ আইন ও বোর্ডের বিজ্ঞাপন। মূল্য ... ... ১॥০ টাকা।

১৫৮৯ সালের ১০ আইন। মূল্য ... ... ১৲ টাকা।

১৮৫৯ সালের, ৮ আইনের সামান্য নির্ঘণ্ট ও বর্ণমালানুযায়ি ইণ্ডেক্স এবং ১১, ১৩, ১৪ আইন ও সরক্যুলর অর্ডর ইত্যাদি। মূল্য ... ... ১।০ টাকা।

১৮৫৪ সালহইতে ১৮৫৭ সালপর্য্যন্তের আইন ও সরক্যুলর অর্ডর ইত্যাদির মূল্য ... ... ১॥০ টাকা।

প্রকাশ থাকে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের দ্বারা রদহইয়া আইনাদির লিষ্টের মুসাবিদা এইক্ষণপর্য্যন্ত আইনস্বরূপে প্রচার না হওয়ায় এবং ঐ মুসাবিদা সময়ে২ সংশোধন হওয়া ও ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা থাকা দৃষ্টে মুদ্রাঙ্কন করা যায় নাই আইনরূপে প্রচার হইলে তাহা অস্মদাদির দ্বারা প্রকটিত হইবেক।

শ্রীঈশ্বর নারায়ণ সিংহ শ্রীহরনাথ ঘোষ শ্রীকেদার নাথ বসু।

নিম্নান্বিত পুস্তকাদি কলিকাতাস্থ আমড়াতলা পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে বিক্রেয় আছে মূল্য পাঠাইলে পাইবেন।

শব্দাম্বুধি ৩৮০০০ শং ২॥০
নূতনাভিধান ২০০০০ ঐ১৲
অমরার্থ দীধিতি ১॥০
হরিভক্তি বিলাসটীক ১০৲
সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র ইহাতে অষ্টাদশ পুরাণের অনুবাদ গৌড়ীয় ভাষায় ১ অবধি ২৪ সংখ্যাপর্য্যন্ত ৬৲ এবং প্রতিমাসে এক২ খণ্ড প্রকাশ হইতেছে ।০
শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত ১।২।৩ ৪।৫।৬।৭।৮।৯ স্কন্ধ ৪৸০
যোগবাশিষ্ঠ১নাং২৬ সর্গ ৪
গীতাবলি ।০
অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ১ খণ্ড ৪
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রং ২
জেলদ ১০ খণ্ড প্রতিমূর্ত্তি ১
আরব্যোপাখ্যান, ১ নাং ৫, পঞ্চম খণ্ডে ৫
অপূর্ব্বোপাখ্যান,২১ প্রং ২
বত্রিশ সিংহাসন, গদ্য ১
আদ্যকৃত ইংবাং ডিক্সনরি
অর্থাৎ ইং শব্দের ইং ও বাং অর্থসম্বলিত ৭২০ পৃষ্ঠা এ প্রকার ডিক্সনরি পূর্ব্বে কখন প্রকাশ হয় নাই ৫
শিবসংকীর্ত্তন ১
ইংরাজী শকুন্তলা ১
প্রবোধচন্দ্র নাটক ২
পুরাণের অনুক্রমণিকা ।০
হিতোপদেশ ইং বাং সং ২
কাজীর বিচার ॥০
অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর
মানসিংহ চৌরপঞ্চাশতএক
রোবক ও হকিম মৌলবী
আবদুল মজিদকৃত পারস্য ভাষার অভিধান ৪০
রিচার্ডসন কৃত ইং পারস্য এবং পারস্য ও ইংডিক্সনরি ২ বালম ৫০
রোম দেশীয় ইতিহাস ৬৲
গ্রীক দেশীয় ঐ ঐ ৩৲
ইংলণ্ড দেশীয় ঐ ঐ ৩৲
ভারতবর্ষীয় ঐ ঐ ৩৲
পঞ্চাবেতিহাস ১৲
প্রাচীন ঐ ২৲
ন্যায়দর্শন ২॥০
পুরাবৃত্ত বিবরণ ১৲
প্রিয়ম্বদ ১৲
কেরি বাংইংডিক্সনরি ৫০৲
জেকবের লা, ডিক্সনরি ১০৲
পূর্ণচন্দ্রোদয় ৮৲
রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত্র ।০
চিকিৎসামার ১॥০
কোলব্রুকের অমরকোষ৮৲
ঐ ব্যবস্থা ... ২৪৲
ঐ হিন্দুলা ... ২৪৲
ঐ মেকনাটন ২০৲
গবর্ণমেণ্ট আইন ইং১৭৯৩ নাং ১৮৩৩, ২বালম ১০০৲
শব্দসাধন মুক্তাবলী ২৲
চমৎকার হিরাজাদ .. ১৲
আলিবের ঘরের দুলাল৸০
মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ ৬৲
নানাপ্রকার মুদ্রাঙ্কন লৌ- যন্ত্রের আমদনী হইয়াছে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৬ সেপ্টেম্বর।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

PUBLICK LIBRARY·CALCUTTA

গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

ACT.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 3RD SEPTEMBER 1859.

THE following Act, passed by the Legislative Council of India, received the assent of the Right Honorable the Governor General this day, and is hereby promulgated for general information :—

ACT No. XXI. OF 1859.

An Act for providing for the exercise of certain powers by the Governor General during his absence from his Council.

[Preamble.]

WHEREAS the Governor General in Council has declared that it is expedient that the Governor General should visit the North-Western Provinces of the Presidency of Fort William in Bengal, and other parts of India, unaccompanied by any Member of his Council ; It is enacted as follows :—

[Powers to be exercised by the Governor General during his absence from Council.]

I. During the absence of the Governor General from his Council, it shall be lawful for the Governor General alone to exercise all the powers which might be exercised by the Governor General in Council, in every case in which the said Governor General may think it expedient to exercise those powers.

[Powers of the President in Council.]

II. All powers vested in the Governor General in Council by any Act of the Government of India, may be lawfully exercised by the President in Council.

[*Government Gazette, 13th September,* 1859.]

আইন।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা এই আইনেতে অদ্য শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুর স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন ও এই আইন সকল লোকের জানিবার জন্যে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২১ আইন।

হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থানে তাঁহার কোন২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার বিধান করিবার আইন।

[হেতুবাদ।]

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের কোন মেম্বর সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন উত্তরপশ্চিম দেশে ও ভারতবর্ষের অন্য২ স্থানে তাঁহার গমন করা বিহিত, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই২ বিধান হইল।

[হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থানে তিনি যে২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।]

১ ধারা। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন সেই সকল ক্ষমতামতে যখন উক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে অনুপস্থান কালে উক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর কোন স্থলে কার্য্য করা বিহিত বোধ করেন, তখন তিনি একলা সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

[কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেবের ক্ষমতার কথা।]

২ ধারা। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কোন আইনমতে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে, সেই সকল ক্ষমতামতে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব আইনমত কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

[Commencement and duration of Act.]

III. This Act shall commence from the day on which it shall be notified by an order published in the Official Gazette, that the Governor General has quitted Calcutta for the purpose of so proceeding as aforesaid; and shall not continue in force for a longer period than seven months.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

[এই আইন আরম্ভ হইবার ও প্রবল থাকিবার কালের কথা।]

৩ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে পর্য্যটন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর প্রস্থান করিয়াছেন এই কথা সরকারী গেজেটে হুকুমমতে যে তারিখে প্রকাশ হয়, সেই তারিখঅবধি এই আইন চলিবেক। ও সাত মাসের অধিক কাল প্রবল থাকিবেক না ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

DRAFT OF ACT.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 30TH AUGUST 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 30th August 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 3rd of December next :—

A Bill for the Licensing of Trades and Professions.

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to provide for the Licensing of Trades and Professions in India and to impose a tax on the grant of such Licenses; It is enacted as follows :—

[Regulations repealed.]

I. Regulation IV. 1818 of the Madras Code (prescribing rules for the assessment and collection of the Veesabuddy or Tax upon the profits of trade in the Provinces known by the appellation of the Ceded Districts or the Zillahs of Bellary and Cuddapah), and Regulation V. 1832 of the same Code (declaratory of the liability of persons exercising certain arts, trades, and professions to the Mohturfa Tax) are hereby repealed.

[License to trade or exercise profession.]

II. From and after the day of every person who shall carry on any lawful trade and every person who shall exercise any profession shall be required to take out such license as is by this Act directed.

[Who to be deemed persons carrying on trade.]

III. For the purposes of this Act the following shall be deemed to be persons carrying on trade, namely,

Every person who shall carry on any trade or business having for its object the procurement of gain to such person :

Every Company or Association or body of persons who shall carry on trade or business as aforesaid whether constituted a Company by Act of Parliament, Royal Charter, Letters Patent, or Act of the Legislative Council of India; or constituted or regulated by deed of settlement or other instrument :

Every partnership of persons who shall carry on trade or business as aforesaid.

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৩০ আগষ্ট।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। আগামি ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখের পর তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

বাণিজ্য ও ব্যবসায় করিবার অনুমতিপত্র দিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

ভারতবর্ষে বাণিজ্যের ও ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র দিবার বিধি করা ও সেই অনুমতিপত্র দিবার টাক্স ধার্য্য করা বিহিত। এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[যে২ আইন রদ হয় তাহার কথা।]

১ ধারা। মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৪ আইন অর্থাৎ দত্ত জিলা বলিয়া যে২ প্রদেশ জানা যায় তাহাতে, কিম্বা বেলারী ও কদাপা জিলাতে বাণিজ্যের লভ্যের উপর বিসাবদি অর্থাৎ টাক্স ধার্য্য ও আদায় করিবার বিধান করিবার আইন, ও সেই দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৫ আইন অর্থাৎ যাহারা কোন২ কারিগরী ও বাণিজ্য ও ব্যবসায় করে তাহারদের মোহতরফা দিবার যোগ্যতাপ্রকাশক আইন, ইহাতে রদ হইল ইতি।

[বাণিজ্য করিবার কি ব্যবসায়ের কর্ম্ম করিবার অনুমতিপত্রের কথা।]

২ ধারা। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি ও তৎপরে যে কেহ কোন উপযুক্ত বাণিজ্য করে ও যে কেহ কোন ব্যবসায়মতে কর্ম্ম করে, তাহার এই আইনের নির্দ্ধারণমতের অনুমতিপত্র লওয়া প্রয়োজন হইবেক ইতি।

[বাণিজ্যকারী যাহারা জ্ঞান হইবেক তাহারদের কথা।]

৩ ধারা। এই আইনের কার্য্যের নিমিত্তে যে লোকেরা বাণিজ্যকারী বলিয়া জ্ঞান হইবেক তাহারা এই২।

যে কোন লোক স্বীয় লভ্যের অভিপ্রায়ে কোন বাণিজ্য কি কর্ম্ম করে সেই লোক।

যে কোন কোম্পানি কি সমাজ কি দলবদ্ধ লোকেরা পূর্ব্বোক্তমতে বাণিজ্য কি কর্ম্ম চালায়, তাহারা আক্টপার্লিমেণ্টের দ্বারা কি রাজকীয় চার্টরদ্বারা কি পাটেণ্ট পত্রদ্বারা কিম্বা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের দ্বারা কোম্পানিস্বরূপে সংস্থাপন হইলে, তাহারা, অথবা যে কোম্পানির সংস্থাপন কি বিধান কোন নিরূপণপত্র কি অন্য নিদর্শনপত্র ক্রমে হয় তাহারা।

পূর্ব্বোক্তমতে যাহারা বাণিজ্য কি ব্যবসায় করে তাহারদের সংসৃষ্টি।

[By whom license to be granted.]

IV. A license under this Act shall be granted by the Collector of Land Revenue of the District or place in which the person requiring such license shall carry on his trade or exercise his profession, or by such other Officer as the Government shall appoint or authorize in that behalf. If the person requiring such license shall carry on his trade or exercise his profession in more than one District or place, the license shall be granted by the Collector or other authorized Officer of the District or place in which the chief office or place of business is situate.

[অনুমতিপত্র যাহারদের স্থানে পাওয়া যাইবেক তাহারদের কথা।]

৪ ধারা। সেই প্রকারের অনুমতিপত্র যে লোক পাইতে চাহে, সে যে জিলাতে কি স্থানে বাণিজ্য করিতে কি আপনার ব্যবসায়মতে কর্ম্ম করিতে চাহে, সেই জিলার কি স্থানের ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেব সেই অনুমতিপত্র দিবেন, কিম্বা ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেবকে নিযুক্ত করেন কি ক্ষমতা দেন তিনি সেই অনুমতিপত্র দিবেন। সেই প্রকারের অনুমতিপত্র যে জন চাহে সে যদি একের অধিক জিলাতে কি স্থানে বাণিজ্য কি ব্যবসায়মতের কর্ম্ম চালাইবেক, তবে তাহার প্রধান দপ্তরখানা কি কর্ম্মের স্থান যে জিলাতে কি স্থানে থাকে সেই জিলার কি স্থানের কালেক্টর সাহেব কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ অনুমতিপত্র দিবেন ইতি।

[Particulars to be specified in the license.]

V. There shall be specified in every license to be granted under this Act the date of the grant thereof, the true name of the person to whom the license is granted, the sum paid for such license, and the place or places where such person shall carry on or intend to carry on his trade or shall exercise or intend to exercise his profession.

[অনুমতিপত্রেতে যে বেওরা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।]

৫ ধারা। এই আইনমতে যে সকল অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহাতে এই২ কথা লেখা থাকিবেক। অর্থাৎ, অনুমতিপত্র যে তারিখে দেওয়া গেল তাহা, ও যাহাকে দেওয়া গেল তাহার প্রকৃত নাম, ও সেই অনুমতিপত্রের নিমিত্তে যত টাকা দেওয়া গেল তাহা, ও সেই লোক যে স্থানে কি যে২ স্থানে বাণিজ্য চালাইবেক কি চালাইতে মনস্থ করে, কিম্বা আপন ব্যবসায়মতে কর্ম্ম করিবেক কি করিতে মনস্থ করে, সেই২ স্থানের নাম ইতি।

[Commencement and expiration of license.]

VI. Every license which shall be granted under this Act shall have effect and continue in force from the day of the date thereof until the day hereinafter appointed for the expiration thereof; and every such license which shall be granted before the 1st day of 186 shall expire on that day; and every such license which shall be granted upon or at any time after that day shall expire on the 1st day of next after the day of the granting thereof.

[অনুমতিপত্রের আরম্ভ হইবার ও রহিত হইবার দিনের কথা।]

৬ ধারা। এই আইনমতে যে সকল অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা ঐ অনুমতিপত্রের তারিখঅবধি ফলবৎ হইয়া এই আইনেতে তাহার রহিত হইবার যে তারিখ নিরূপণ করা যাইতেছে সেই তারিখপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক। ও অমুক সালের অমুক মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে সকল অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা সেই তারিখে রহিত হইবেক। ও সেই দিনে কিম্বা তাহার পর কোন সময়ে তদ্রূপের যে সকল অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা সেই অনুমতিপত্র দিবার পর অমুক মাসের ১ তারিখঅবধি রহিত হইবেক ইতি।

[Renewal of license.]

VII. Every person to whom any such license shall be granted and who shall be desirous of continuing to use his trade or profession after the expiration thereof, shall take out a fresh license for that purpose for the following year, to expire on the day appointed in the last preceding Section, and shall renew the same from year to year, so long as he shall desire to continue such trade or profession; and every such person shall give notice in writing twenty-one days at least before the expiration of the current license to him granted, of his intention to renew the same, to the Collector or other Officer authorized as aforesaid of the District or place where such trade or profession is to be carried on or exercised.

[নূতন অনুমতিপত্র লইবার কথা।]

৭ ধারা। সেই প্রকারের কোন অনুমতিপত্র যাহাকে দেওয়া যায়, সেই লোক যদি ঐ পত্রের মিয়াদ ফুরাইলে পর আপনার বাণিজ্য কি ব্যবসায় চালাইয়া থাকিতে চাহে, তবে সে তৎপরের বৎসরে সেই বাণিজ্য কি ব্যবসায় চালাইবার নিমিত্তে নূতন অনুমতিপত্র লইবেক, তাহাও ইহার পূর্ব্বের ধারার নিরূপিত দিনে রহিত হইবেক। ও সেই লোক যত কাল সেই বাণিজ্য কি ব্যবসায় চালাইতে চাহে তত কালপর্য্যন্ত বৎসরে২ নূতন অনুমতিপত্র লইবেক। ও তাহাকে যে অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহার মিয়াদ ফুরাইবার আগে অতিকম একুশ দিন থাকিতে সেই লোক আপনার নূতন অনুমতিপত্র লইবার মনস্থের কথা, ঐ বাণিজ্য কি ব্যবসায় যে জিলাতে কি স্থানে চালাইতে হইবেক সেই জিলার কি স্থানের কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে জানাইবেক ইতি।

[Annual sums payable upon licenses.]

VIII. Upon all licenses to be granted under this Act there shall be paid by the persons to whom such licenses are granted the several annual sums hereinafter mentioned (that is to say),

[অনুমতিপত্রের নিমিত্তে বৎসরে২ যত টাকা দিতে হইবেক তাহার কথা ও সেই টাকা দুই ভাগ করিয়া ছয়২ মাসে দিবার কথা।]

৮ ধারা। এই আইনমতে যে সকল অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহার নিমিত্তে যাহাকে সেই পত্র দেওয়া যায় তাহার নীচের লিখিত টাকা বৎসরে২ দিতে হইবেক। অর্থাৎ

If the person to whom the license is granted shall be assessed—

Under Class	I.	5,000 Rs.	Yearly.
,, ,,	II.	4,500 ,,	,,
,, ,,	III.	4,000 ,,	,,
,, ,,	IV.	3,500 ,,	,,
,, ,,	V.	3,000 ,,	,,
,, ,,	VI.	2,500 ,,	,,
,, ,,	VII.	2,000 ,,	,,
,, ,,	VIII.	1,500 ,,	,,
,, ,,	IX.	1,000 ,,	,,
,, ,,	X.	500 ,,	,,
,, ,,	XI.	250 ,,	,,
,, ,,	XII.	100 ,,	,,
,, ,,	XIII.	50 ,,	,,
,, ,,	XIV.	25 ,,	,,
,, ,,	XV.	10 ,,	,,
,, ,,	XVI.	5 ,,	,,
,, ,,	XVII.	2 ,,	,,

[Payable half-yearly.]

The annual sum made payable under this Section shall, if the license be taken out on or before the day of , be paid by two equal half-yearly instalments. In all other cases such sum shall be paid upon the taking out of the license.

[Collector how to determine the class under which a person shall be assessed. Punchayet.]

IX. The Collector or other Officer authorized as aforesaid shall, subject to the provisions of Section of this Act, determine under what class every person to whom a lincense is granted shall be assessed; and such determination shall be made with reference to and after consideration of the extent of the trade business or profession carried on by every such person, and the amount of the annual net profits or gains accruing therefrom; and in such manner that the sum to be paid for the license shall approximate as nearly as may be to three per cent on such annual profits or gains. The Collector or other Officer as aforesaid may appoint a punchayet to consist of three or more respectable persons of the neighbourhood to aid him in making such assessment.

[Exemption.]

X. Any person who shall satisfy the Collector or other Officer authorized as aforesaid, that the aggregate annual amount of the net profits or gains of the trade business or profession carried on by such person (estimated according to the provisions of the last preceding Section) is less than a sum which so estimated would render him liable to assessment under Class 17 of Section VIII., shall be exempted from taking out a license under this Act.

[Appointment of Chowdries.]

XI. In order to assist in giving effect to the provisions of this Act, it shall be lawful for persons

১ প্রথম শ্রেণীতে হইলে বৎসরে ৫,০০০৲ টাকা।
২ দ্বিতীয় ঐ ঐ ঐ ৪,৫০০৲
৩ তৃতীয় ঐ ঐ ঐ ৪,০০০৲
৪ চতুর্থ ঐ ঐ ঐ ৩,৫০০৲
৫ পঞ্চম ঐ ঐ ঐ ৩,০০০৲
৬ ষষ্ঠ ঐ ঐ ঐ ২৫০০৲
৭ সপ্তম ঐ ঐ ঐ ২,০০০৲
৮ অষ্টম ঐ ঐ ঐ ১,৫০০৲
৯ নবম ঐ ঐ ঐ ১,০০০৲
১০ দশম ঐ ঐ ঐ ৫০০৲
১১ একাদশ ঐ ঐ ঐ ২৫০৲
১২ দ্বাদশ ঐ ঐ ঐ ১০০৲
১৩ ত্রয়োদশ ঐ ঐ ঐ ৫০৲
১৪ চতুর্দ্দশ ঐ ঐ ঐ ২৫৲
১৫ পঞ্চদশ ঐ ঐ ঐ ১০৲
১৬ ষোড়শ ঐ ঐ ঐ ৫৲
১৭ সপ্তদশ ঐ ঐ ঐ ২৲

ঐ অনুমতিপত্র যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে লওয়া যায়, তবে এই ধারামতে বৎসরের যত টাকা দিতে হয়, তাহা দুই সমান ভাগ করিয়া ছয়২ মাসে দিতে হইবেক। অন্য স্থলে ঐ অনুমতিপত্র লইবার সময়েতে সেই টাকা দিতে হইবেক ইতি।

[যে লোককে যে শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে হইবেক ইহা কালেক্টর সাহেব যে প্রকারে নির্ণয় করিবেন তাহার কথা। ও পঞ্চায়তের কথা।]

৯ ধারা। যে লোককে অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহাকে যে শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে হইবেক, এই কথা কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব এই আইনের অমুক ধারার বিধানমতে নির্দ্ধার্য্য করিবেন। অর্থাৎ যে জন যত বাণিজ্য কি কর্ম্ম কি ব্যবসায় করে, ও তাহাতে বৎসরে২ তাহার খরচ বাদে যত লভ্য কি প্রাপ্তি হয়, তাহা বুঝিয়া ও বিবেচনা করিয়া এমন নির্দ্ধার্য্য করিবেন, যে সেই অনুমতিপত্রের নিমিত্তে তাহার সেই বার্ষিক লভ্যের কি প্রাপ্তির উপর সাধ্যমতে কমবেশ শতকরা তিন টাকার হিসাবে টাক্স লাগে। সেই শ্রেণী নির্দ্ধার্য্য করিবার কর্ম্মেতে আপনার সাহায্য করিবার জন্যে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ লোকের প্রতিবাসি তিন জন কি তাহার অধিক সম্ভ্রান্ত লোককে লইয়া পঞ্চায়ত করিতে পারিবেন ইতি।

[যাহারদিগকে ইহার মধ্যে ধরা যাইবেক না তাহারদের কথা।]

১০ ধারা। কোন লোক যে বাণিজ্য কি কর্ম্ম কি ব্যবসায় চালায় তাহার খরচখরচাবাদে বৎসরে যত লভ্য কি প্রাপ্তি হয় তাহা ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধানমতে হিসাব করিলে অতিঅল্প হয়, ও সেই হিসাবমতে নিরূপণ করিয়া যত টাকা হইলে ৮ ধারার ১৭ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয় তাহার কমও হয়, এই কথা যদি সেই লোক কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবের খাতিরজমামতে দেখাইতে পারে, তবে এই আইনমতে তাহার অনুমতিপত্র লইবার প্রয়োজন হইবেক না ইতি।

[চৌধুরীদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।]

১১ ধারা। যে২ বাণিজ্য কর্ম্মে পূর্ব্বে চৌধুরীরা নিযুক্ত থাকিত, কি এইক্ষণে থাকে, কিম্বা এই ধারার বিধান-

carrying on trades in which Chowdries were formerly maintained, or may now exist, or may hereafter be appointed under the provisions of this Section, to nominate and appoint, within a time to be fixed by the Collector or other Officer authorized as aforesaid, fit persons to be Chowdries of such trades In default of such nomination the Collector or other Officer as aforesaid may appoint Chowdries of trades.

[Schedules.]

XII. In order to enable the Collector or other Officer authorized as aforesaid to determine under what classes persons requiring to be licensed shall be assessed, and what sums shall be paid in respect of licenses granted under this Act, he may cause to be sent to any person supposed to be liable to the payment of the tax hereby imposed, a Schedule to be filled up with such information respecting the trade business or profession carried on by such person, and the amount of the annual profits or gains accruing therefrom, the number and names of persons holding any office or employment under him and their salaries fees and wages, as the Collector or other Officer authorized as aforesaid may judge necessary for the purpose of such assessment. The Schedule shall be filled up in writing and dated, and shall contain a declaration signed by such person that to the best of his belief the Schedule is a true return of the matters therein contained. Such return shall be delivered to the office of the Collector or other Officer as aforesaid by every person to whom it is sent whether or not liable to the payment of such tax; and whoever refuses, neglects, or omits duly to fill up and return such Schedule within twenty-one days from the receipt thereof, shall be liable to a penalty not exceeding five hundred Rupees; or if he be a person liable to be assessed, the Collector or other Officer as aforesaid may assess him under any of the classes mentioned in Section VIII. of this Act; and no appeal shall lie from such assessment on the ground that such person had been assessed under too high a class with reference to the provisions of Section IX. of this Act; or if such person knowingly gives therein any incorrect or false return, he shall be liable to the penalties provided for perjury.

[Power to summon persons to give necessary information.]

XIII. The Collector or other Officer authorized as aforesaid may summon any person whom he shall think able to give evidence for the purpose of enabling him to determine under which of the classes mentioned in Section VIII. of this Act any person should be assessed and may examine such person as to any such matter. The Collector or other Officer as aforesaid may also require the person summoned to produce any books or documents in his possession or power relating to the trade business or

মতে পরে নিযুক্ত হইতে পারিবেক, এমত কর্ম্ম যাহারা চালায়, তাহারা এই আইনের বিধান সফল হইবার সাহায্যের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ বাণিজ্যের চৌধুরী কর্ম্মেতে উপযুক্ত লোকদিগকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিতে পারিবেক। তাহারা মনোনীত না করিলে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব বাণিজ্যের চৌধুরীদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

[তফসীলের কথা।]

১২ ধারা। যে লোকেরদিগকে অনুমতিপত্র দিতে হইবেক তাহারদিগকে যে শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিতে হইবেক, ও এই আইনমতের দেওয়া অনুমতিপত্রের সম্পর্কে তাহারদের যত টাকা দিতে হইবেক, ইহা কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব নির্দ্ধার্য্য করিতে পারেন এই নিমিত্তে, যাহাকে এই আইনমতের টাক্স দিবার যোগ্য বোধ করেন, এমত কোন লোকের নিকটে তিনি তফসীল পাঠাইতে পারিবেন, ও সেই লোক যে বাণিজ্য কি কর্ম্ম কি ব্যবসায় করে, ও তাহাতে বৎসরে২ যত লাভ কি প্রাপ্তি হয়, ও সেই লোকের তাবে যাহারা কর্ম্ম পায় কি কর্ম্ম করে, তাহারদের সংখ্যা ও নাম ও বেতন ও রসুম ও মেহনতানাপ্রভৃতি যে সকল কথা কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ টাক্স ধার্য্য করিবার জন্যে জ্ঞাতহওয়া আবশ্যক বোধ করেন, তাহা তাহার লিখিয়া ঐ তফসীল ভরিয়া দিতে হইবেক। সেই তফসীল লিখিয়া ভরিয়া দেওয়া গেলে পর, তাহাতে তারিখ দেওয়া যাইবেক, ও তাহাতে এই প্রতিজ্ঞা লেখা থাকিবেক, যে আমার বিশ্বাসমতে এই তফসীলে যে সকল কথা লেখা আছে তাহার যথার্থ রিপোর্ট এই তফসীলে হইয়াছে, ও সেই কথায় ঐ লোক দস্তখৎ করিবেক। সেই তফসীল যাহার নিকটে পাঠান যায় সেই জন ঐ প্রকারের টাক্স দিবার যোগ্য হইলে কি না হইলেও, তাহার সেই তফসীল কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের দফ্তরখানায় দাখিল করিতে হইবেক। ও যে কেহ সেই প্রকারের তফসীল পাইলে পর একুণ দিনের মধ্যে তাহা উপযুক্তমতে ভরিয়া ফিরিয়া দিতে স্বীকার না করে, কি কসুর কি ত্রুটি করে, তাহার পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক। ও যদি সেই লোক টাক্স দিবার যোগ্য লোক হয়, তবে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব তাহাকে এই আইনের ৮ ধারার লিখিত কোন শ্রেণীর মধ্যে ভর্ত্তি করিতে পারিবেন, ও এই আইনের ২ ধারার বিধান বুঝিয়া তাহাকে অতিউচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ধরা গিয়াছে বলিয়া তাহার উপর কোন আপীল হইতে পারিবেক না। কিম্বা যদি সেই লোক কোন অযথার্থ কি অসত্য রিটর্ণ জানিয়াশুনিয়া লেখে, তবে মিথ্যা শপথের যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

[আবশ্যক সম্বাদ দিবার জন্যে লোকেরদিগকে সমন করিবার কথা।]

১৩ ধারা। এই আইনের ৮ ধারার লিখিত যে শ্রেণীর মধ্যে কোন লোককে ভর্ত্তি করিতে হয় ইহা নির্ণয় করিতে পারিবার জন্যে, কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যাহাকে প্রমাণ দিবার পারক জ্ঞান করেন এমত কোন লোককে সমন করিয়া সেই বিষয়ে তাহার জোবানবন্দী লইতে পারিবেন। আরো টাক্স দিবার যোগ্য যাহাকে বোধ হয় তাহার, কিম্বা যে টাক্স ধার্য্য হইল তাহার উপর যে কেহ আপীল করে তাহার বাণিজ্যের কি কর্ম্মের কি ব্যবসায়ের বিষয়ে, কিম্বা ঐ বাণিজ্য কি কর্ম্ম কি ব্যবসায়হইতে

profession of any person supposed to be liable to assessment, or of any person who has appealed against such assessment, or to the amount of the annual profits or gains accruing from such trade business or profession. If the person summoned shall refuse to answer any lawful question of the Collector or other Officer as aforesaid, or shall knowingly give an incorrect answer, or shall refuse to produce any such books or documents as aforesaid, he shall be liable to a penalty not exceeding five hundred Rupees; or if he be a person liable to be assessed, the Collector or other Officer as aforesaid may assess him under any of the classes mentioned in Section VIII. of this Act, and no appeal shall lie from such assessment on the ground that such person had been assessed under too high a class with reference to the provisions of Section IX. of this Act.

[List to be prepared and published. Objections.]

XIV. On or before the day of in every year, the Collector or other Officer authorized as aforesaid shall prepare a list of the persons requiring to be licensed under this Act, which list shall state the trade or profession of each of the persons therein named, the class under which he shall be assessed, and the tax payable in respect of his license. When such list has been prepared the Collector or other Officer shall give a Public Notification thereof and of the place or places where the said list may be inspected. Copies of such Notification shall be exhibited conspicuously at the Collector's Cutcherry, and at the Tehseldaree Cutcherries, and at the Cutwallie or the Thanna in which the parties named in the list severally reside. Any person named in the list shall be at liberty, within fifteen days from the date of such Notification, to state in writing any objection against the assessment to the Collector or Officer, who shall, after hearing the complaint, pass such order thereupon as to him shall seem fit.

[Inspection of list.]

XV. Any person in whose custody such list may be, shall permit all persons liable to assessment and the authorized agents of such persons to inspect the list and to make extracts therefrom without payment of any fee; and whoever wilfully neglects or refuses to permit the same, shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a penalty not exceeding one hundred Rupees.

[Appeal to Commissioner.]

XVI. Any person dissatisfied with the order of the Collector or other Officer authorized as aforesaid, shall be at liberty to prefer, within fifteen days from the date of such order, an appeal in writing to the Commissioner of Revenue of the Division, and the decision of the Commissioner upon such appeal shall be final.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮২৯। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

বৎসরে২ যত লাভ কি প্রাপ্তি হয় তাহার বিষয়ে, ঐ তলবকরা লোকের নিকটে কি তাহার ক্ষমতার মধ্যে যে কোন বহী কি দলীল থাকে, তাহাও তাহাকে উপস্থিত করিতে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যাহাকে সমন করা যায় সে যদি কালেক্টর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কোন উপযুক্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে স্বীকার না করে, কিম্বা জানিয়াশুনিয়া অশুদ্ধ উত্তর দেয়, কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের কোন বহী কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করে, তবে তাহার পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক। কিম্বা যদি সে টাক্স দিবার যোগ্য লোক হয়, তবে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব তাহাকে এই আইনের ৮ ধারার লিখিত কোন শ্রেণীর মধ্যে ধরিবেন, ও এই আইনের ৯ ধারার বিধান বুঝিয়া তাহাকে অতিউচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ধরা গিয়াছে বলিয়া যে টাক্স ধার্য্য হইল তাহার উপর তাহার আপীল হইতে পারিবেক না ইতি।

[ফর্দ্দ প্রস্তুত হইয়া প্রকাশ হইবার কথা ও আপত্তির কথা।]

১৪ ধারা। এই আইনমতে যাহারদিগকে অনুমতিপত্র দিতে হইবেক তাহারদের নামের এক ফর্দ্দ কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব প্রতিবৎসরে অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে প্রস্তুত করিবেন, তাহাতে ঐ ফর্দ্দের লিখিত প্রত্যেক জনের বাণিজ্য কি ব্যবসায় লেখা থাকিবেক, ও যে জন যে শ্রেণীর মধ্যে ধরা গিয়াছে, ও তাহার অনুমতিপত্রের নিমিত্তে তাহার যত টাক্স দিতে হইবেক, এই সকল কথা লেখা থাকিবেক। সেই ফর্দ্দ যখন প্রস্তুত হয় তখন কালেক্টর সাহেব কি ঐ অন্য কার্য্যকারক সাহেব তাহার প্রস্তুত হইবার ইশ্তিহার প্রকাশ করিবেন, ও যে স্থানে কি যে২ স্থানে ঐ ফর্দ্দ দেখা যাইতে পারে তাহারও ইশ্তিহার দিবেন। সেই ইশ্তিহারের এক২ কেতা নকল কালেক্টর সাহেবের কাছারীর ও তহসীলদারী কাছারীর প্রকাশ স্থানে, ও ঐ ফর্দ্দের লিখিত লোকেরা যে২ কোতওয়ালীর কি থানার এলাকায় বাস করে সেই২ কোতওয়ালীতে কি থানায় প্রকাশ হইবেক। ঐ ফর্দ্দের লিখিত কোন লোকের যে টাক্স ধার্য্য হয় তাহাতে যদি তাহার আপত্তি থাকে, তবে ঐ ইশ্তিহার প্রকাশ হইবার তারিখঅবধি পনের দিনের মধ্যে সে ঐ আপত্তি লিখিয়া কালেক্টর সাহেবকে কি ঐ কার্য্যকারক সাহেবকে জানাইবেক, ও তিনি সে নালিশ শুনিলে পর যে হুকুম উপযুক্ত বোধ করেন তাহা করিবেন ইতি।

[ঐ ফর্দ্দ দৃষ্টি করিবার কথা।]

১৫ ধারা। সেই ফর্দ্দ যাহার জিম্মায় থাকে সেই লোক ঐ টাক্স দিবার যোগ্য কোন লোকের ও তাহারদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারদিগের স্থানে কিছু রসুম না লইয়া তাহারদিগকে সেই ফর্দ্দ দৃষ্টি করিতে ও তাহার কোন কথা নকল করিতে অনুমতি দিবেন। ও যে কেহ ইচ্ছামতে সেই অনুমতি দিতে শৈথিল্য করে কি স্বীকার না করে, তাহার দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল করিবার কথা।]

১৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে হুকুম করেন তাহাতে যদি কোন লোক সন্তুষ্ট না হয়, তবে সে ঐ হুকুমের তারিখঅবধি পনের দিনের মধ্যে এলাকার রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে লিখিয়া আপীল করিতে পারিবেক, ও সেই আপীলের উপর কমিস্যনর সাহেবের যে হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

[Complaint to be on Stamped paper.]

XVII. Complaints made to Collectors or other Officers authorized as aforesaid, and appeals preferred to Commissioners under the preceding Sections, shall be written upon Stamp paper of the value of eight Annas and one Rupee, respectively.

[Revised list.]

XVIII. The Collector or other Officer authorized as aforesaid shall prepare a revised list containing any corrections in the list prepared under Section XIV. of this Act which he may have made of his own authority, or which may have been introduced by order of the Commissioner. When such revised list has been prepared, Notification shall be given in the manner required by Section XIV. of this Act, and a copy of the revised list shall be sent to the Commissioner of the Division.

[Powers vested in Commissioners may in certain cases be exercised by other Officers.]

XIX. The powers vested by this Act in the Commissioner shall be exercised, in Districts or places where there are no Commissioners of Revenue, by such Officer or Officers as the Executive Government may appoint. Copies of revised lists required to be sent to the Commissioner shall be sent to such Officer or Officers.

[Penalty for not taking out a license.]

XX. After the said day of , if any person shall carry on his trade or exercise his profession without having taken out a license as required by this Act, he shall be liable on conviction before a Magistrate to a penalty not exceeding five times the amount which in the judgment of the Magistrate would have been payable by such person in respect of a license duly taken out as aforesaid.

[Persons who have not taken out a license shall not recover in suits for trade debts &c.]

XXI. No person required by this Act to take out a license shall be allowed to recover in any judicial suit or proceeding any money, debt, or charge claimed by him in respect of the trade business or profession carried on by him after the passing of this Act, unless such person shall prove to the satisfaction of the Judge or Officer presiding at the trial, that at the time when the contract was entered into he had duly obtained a license in conformity with this Act.

[License to be produced on demand.]

XXII. Any person required by this Act to take out a license, who shall without reasonable excuse neglect or refuse to produce and show his license when required so to do by an Officer duly empowered to make such requisition by the Collector or other Officer authorized as aforesaid, shall on conviction

[নালিশ ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার কথা।]

১৭ ধারা। পূর্ব্বলিখিত ধারামতে কালেক্টর সাহেবেরদের কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে যে নালিশ করা যায়, তাহা, আট আনার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক, ও কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে যে আপীল হয় তাহা ১৲ টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক ইতি।

[সংশোধিত ফর্দ্দের কথা।]

১৮ ধারা। কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেব এই আইনের ১৪ ধারামতে যে ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন, তাহাতে কোন কথা আপনার ক্ষমতামতে শুধরাইলে, কিম্বা কমিস্যনর সাহেবের হুকুমমতে শুধরাণ গেলে, তিনি তদ্রূপের সংশোধিত ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন। সেই সংশোধিত ফর্দ্দ যখন প্রস্তুত হয় তখন তাহার ইশ্তিহার এই আইনের ১৪ ধারার লিখিতমতে প্রকাশ করিতে হইবেক, ও সংশোধিত ফর্দ্দের এক কেতা নকল এলাকার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

[কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতা অন্য২ কার্য্যকারক সাহেবেরদের প্রতি অর্পিত হইবার কথা।]

১৯ ধারা। কোন জিলাতে কি স্থানে রাজস্বের কোন কমিস্যনর সাহেব যদি না থাকেন, তবে এই আইনমতে কমিস্যনর সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতামতে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক সাহেবকে কি সাহেবদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিবেন। তাহা হইলে সংশোধিত ফর্দ্দের যে নকল কমিস্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার আদেশ হইয়াছে, তাহা সেই কার্য্যকারক সাহেবের কি সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

[অনুমতিপত্র না লইবার দণ্ডের কথা।]

২০ ধারা। অমুক সালের অমুক মাসের উক্ত অমুক তারিখের পর যদি কোন লোক এই আইনের আজ্ঞামতের অনুমতিপত্র না লইয়া আপনার বাণিজ্য কি ব্যবসায় চালায়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে, পূর্ব্বোক্তমতের অনুমতিপত্র উপযুক্তরূপে লইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে তাহার যত টাকা দিতে হইত তাহার পাঁচগুণ টাকাপর্য্যন্ত তাহার জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[যাহারা অনুমতিপত্র না লয় তাহারদের বাণিজ্য সম্পর্কে পাওনা টাকাপ্রভৃতির মোকদ্দমায় সেই টাকা না পাইবার কথা।]

২১ ধারা। এই আইনমতে যাহার অনুমতিপত্র লইবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই লোক এই আইন জারী হইবার পরে যে বাণিজ্য কি ব্যবসায় চালায় তাহার সম্পর্কীয় কোন টাকা কি পাওনা টাকা কি খরচ দাওয়া করিয়া যদি আদালতে মোকদ্দমা করে কি মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য করে, তবে ঐ টাকার খৎ করিবার সময়ে তাহার এই আইনঅনুসারে উপযুক্তমতে প্রাপ্ত অনুমতিপত্র থাকার প্রমাণ যদি জজ সাহেবের কিম্বা সেই মোকদ্দমায় যিনি বিচারপতি হন তাঁহার খাতিরজমামতে করিতে না পারে, তবে সে ঐ মোকদ্দমাপ্রভৃতিতে ঐ টাকা পাইতে পারিবেক না ইতি।

[অনুমতিপত্র দেখাইবার হুকুম হইলে তাহা দেখাইবার কথা।]

২২ ধারা। এই আইনমতে যাহাকে অনুমতিপত্র লইবার আজ্ঞা হয়, এমত কোন লোককে যদি কোন আমলা, কালেক্টর সাহেবের স্থানে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবের স্থানে উচিতমতে ক্ষমতা পাইয়া, সেই অনুমতিপত্র উপস্থিত করিতে ও দেখাইতে আজ্ঞা করে, ও যদি সেই লোক উপযুক্ত

before a Magistrate be liable to a penalty not exceeding one hundred Rupees.

[Persons holding Office or employment not under Government to be deemed persons carrying on trade. Proviso.]

XXIII. Persons holding any offices or employments of profit, other than offices or employments mentioned in Sections XXIV. and XXV. of this Act, shall be deemed to be, in respect of the salary, fees, wages, perquisites, and profits of such offices or employments, persons carrying on trade or exercising a profession within the meaning of this Act and shall be assessed (with reference to the provisions of Section IX. of this Act) upon an estimate of the annual salary, fees, wages, perquisites, and profits of such offices or employments. Provided that if any person holding any such office or employment shall satisfy the Collector or other Officer authorized as aforesaid, that the salary, fees, wages, perquisites, and profits of his office or employment do not exceed one hundred Rupees per mensem, such person shall not be required to take out a license under this Act.

[Civil Officers and Military Officers in Civil employ.]

XXIV. Every Civil Officer and every Military Officer in Civil employ shall pay at the rate of three per cent. per annum upon the amount of his salary, and the same may be deducted by Government from such salary; provided that if the salary of such Officer do not exceed one hundred Rupees, he shall not be taxed.

[Staff Officers.]

XXV. Every Military Officer on the General, Divisional, Brigade, and Personal Staff shall pay a tax at the rate of three per cent per annum on the amount of his pay and allowances, and the amount may be deducted by the Government from his pay and allowances.

[Adjudication of offences and recovery of penalties.]

XXVI. All offences under this Act made punishable by any penalty may be prosecuted summarily before a Magistrate or any person exercising the powers of a Magistrate. The provisions of Act XIII. of 1856 relating to the adjudication of fines and penalties and the enforcing payment thereof, shall apply to penalties imposed under this Act in the Towns of Calcutta, Madras, and Bombay.

[Act not to apply to persons whose salaries are fixed by Act of Parliament.]

XXVII. The provisions of this Act shall not apply to any person who shall hold any office, employment, or commission under Her Majesty, or under the Government of India, the salary of which office or employment has been fixed by Act of Parliament.

ওজর না থাকিতেও সেই অনুমতিপত্র দেখাইতে স্বীকার না করে কি শৈথিল্য করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[গবর্ণমেণ্টের তাবে না হইয়া যাহারা কোন পদে কি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তাহারদিগকে বাণিজ্যকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

২৩ ধারা। এই আইনের ২৪ ও ২৫ ধারাতে যে২ পদের কি কর্ম্মের কথা লেখা আছে, তাহাছাড়া লস্করের অন্য কোন পদে কি কর্ম্মে যাহারা থাকে, তাহারা সেই পদের বেতন ও রসুম ও মেহনতানা ও উপরি টাকা ও লাভের সম্পর্কে এই আইনের অর্থমতে বাণিজ্যকারি কি ব্যবসায়ি বলিয়া জ্ঞান হইবেক, ও এই আইনের ৯ ধারার বিধানমতে ঐ পদের কি কর্ম্মের বার্ষিক বেতনের ও রসুমের ও মেহনতানার ও উপরি টাকার ও লাভের হিসাব ধরিয়া তাহার টাক্স ধার্য্য হইবেক। পরন্তু সেই পদ কি কর্ম্মে যে জন নিযুক্ত থাকে সে যদি কালেক্টর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্তমতের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবের খাতিরজমামতে দেখাইতে পারে যে সেই পদের কি কর্ম্মের বেতন ও রসুম ও মেহনতানা ও উপরি টাকা ও লাভ মাসে এক শত টাকার অধিক নয়, তবে সেই লোকের এই আইনমতে অনুমতিপত্র লইবার প্রয়োজন হইবেক না ইতি।

[দেওয়ানী কার্য্যকারকেরদের ও দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত সৈন্যসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরদের কথা।]

২৪ ধারা। দেওয়ানীর কার্য্যকারক প্রত্যেক জন, ও সেনাপতি যে সাহেবেরা দেওয়ানীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারদের প্রত্যেক জন, আপন২ বেতনের উপর বৎসরে শতকরা তিন টাকার হিসাবে দিবেন। তাহা তাঁহারদের বেতনহইতে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বাদ দেওয়া যাইতে পারিবেক। কিন্তু যদি কোন কার্য্যকারকের বেতন এক শত টাকার অধিক না হয়, তবে তাহার টাক্স লাগিবেক না ইতি।

[ইষ্টাফ কর্ম্মে নিযুক্ত সেনাপতি সাহেবেরদের কথা।]

২৫ ধারা। জেনরল ও ডিবিজ্যনল ও ব্রিগেড ও পরসনাল ইষ্টাফ কর্ম্মে নিযুক্ত প্রত্যেক সেনাপতি সাহেব আপনার বেতনের ও উপরি টাকার উপর বৎসরে শতকরা তিন টাকার হিসাবে টাক্স দিবেন। ও সেই টাকা তাঁহার বেতন ও উপরি টাকাহইতে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বাদ দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

[অপরাধের বিচার ও জরীমানার টাকা আদায় করিবার কথা।]

২৬ ধারা। যে সকল অপরাধের দণ্ডএই আইনমতে জরীমানার দ্বারা হইতে পারে, তাহার সরাসরী নালিশ ও বিচার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে হইতে পারিবেক। জরীমানার ও অর্থদণ্ডের হুকুম করিবার ও তাহার টাকা আদায় করিবার যে সকল বিধান ১৮৫৬ সালের ১৩ আইনেতে হইয়াছে তাহা কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের মধ্যে এই আইনমতের হুকুমকরা জরীমানার উপর খাটিবেক ইতি।

[যাঁহারদের বেতন আক্ট পারলিমেণ্টে নির্দ্ধার্য্য হয় তাঁহারদের উপর এই আইন না খাটিবার কথা।]

২৭। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধীন কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অধীন যে কোন পদের কি কর্ম্মের বেতন আক্ট পারলিমেণ্টে নির্দ্ধার্য্য হয়, এমত কোন পদ কি কর্ম্ম কি কমিস্যন যাঁহারা পান তাঁহারদের উপর এই আইনের বিধান খাটিবেক না ইতি।

[Act not to apply to workmen for hire, &c.]

XXVIII. Nothing in this Act shall be deemed to apply to any artificer or workman for hire, or to any laborer, or to any ryot or cultivator of land in respect of the produce of such land.

[মজুরী লইয়া যাহারা খাটে এমত লোকপ্রভৃতির উপর এই আইন না খাটিবার কথা।]

২৮ ধারা। মজুরী লইয়া যে কারিগর কি অন্য লোক খাটে এমত লোকের উপর, কিম্বা কোন মজুরের উপর, কিম্বা জমীর উৎপন্নের বিষয়ে কোন রায়তের কি কৃষাণের উপর এই আইনের কোন কথা খাটে এমত জানিতে হইবেক না ইতি।

[Saving of other Laws relating to licenses.]

XXIX. Nothing in this Act shall be construed to alter or affect the provisions of any other Law or Regulation relating to licenses.

[অনুমতিপত্র বিষয়ের অন্যং আইন বহাল থাকিবার কথা।]

২৯ ধারা। এই আইনেতে অনুমতিপত্র বিষয়ের অন্য কোন আইনের বিধানের পরিবর্ত্তন কি ক্ষতিবৃদ্ধি যাহাতে হয়, এই আইনের এমত অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।

[Act not to apply to Straits' Settlement.]

XXX. This Act shall not take effect or have operation within the Settlement of Prince of Wales' Island, Singapore, and Malacca.

[এই আইন মোহনার বসতি স্থানে না খাটিবার কথা।]

৩০ ধারা। এই আইন পুলু পিনাঙ্গ কি সিংহপুর কি মলাকার বসতি স্থানে খাটিবেক না ও প্রবল করা যাইবেক না ইতি।

[Government empowered to make rules.]

XXXI. It shall be lawful for the Governor General of India in Council from time to time to make rules for the guidance of Officers in matters connected with the enforcement of this Act, provided such rules are not inconsistent with any of the provisions herein contained.

[গবর্ণমেণ্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।]

৩১ ধারা। হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুতগবর্ণর জেনরল বাহাদুর এই আইন প্রবল করিবার সম্পর্কীয় কার্য্যেতে কার্য্যকারকেরদের কর্ম্ম করিবার বিধি সময়েং করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই বিধি এই আইনের কোন বিধানেতে অসঙ্গত না হয় ইতি।

W. Morgan,
Clerk of the Council.

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

John Robinson, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE ACCOUNTANT GENERAL.

আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের সরক্যুলর অর্ডর।

No. 1013.

To the Collectors of Land Revenue, Lower Provinces.

With reference to Circular from the Board of Revenue, Lower Provinces, No. 22, dated 1st July 1859, conveying under sanction of Government instructions for setting apart from the net Collections of Government Estates, a sum not exceeding 3 per Cent. for the improvement of those Estates, I have the honor to request, that in the event of the percentage in question being authorized by the Commissioner of your Division to be deducted from the Collections of Government Estates in your District, you will credit the deductions to a new head styled "Fund for the Improvement of Government Estates," and debit the Disbursements therefrom to the same head on bills countersigned by the Commissioner. A plus and minus Memorandum in the usual form should be appended to your Treasury Accounts.

(Signed) R. P. Harrison,
Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William,
Office of Acctt. to the Govt. of Bengal,
The 12th August, 1859.

১০১৩ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর ১৮৫৯ সালের ১ জুলাই তারিখের ২২ নম্বরের সরক্যুলর অর্ডরেতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এই আদেশ হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্টের খাসমহালহইতে যে সকল টাকা আদায় হয় তাহার খরচ বাদে যত থাকে, তাহাহইতে শতকরা ৩৲ টাকার হিসাবে ঐ মহালের সৌষ্ঠব করিবার জন্যে পৃথক্ রাখা যায়। তদুপলক্ষে তোমাকে এই আদেশ করিতেছি। তোমার জিলার অন্তঃপাতি গবর্ণমেণ্টের খাসমহালহইতে যে টাকা আদায় হয়, তাহাহইতে যদি তোমার এলাকার কমিস্যনর সাহেব উক্ত হিসাবে টাকা বাদ দিয়া রাখিবার অনুমতি দেন, তবে "সরকারের খাসমহালের সৌষ্ঠবের জন্যে টাকা" বলিয়া ঐ বাদ দেওয়া টাকা তোমার খাতায় জমা করিয়া, তাহাহইতে যাহা খরচ হয় তাহাও কমিস্যনর সাহেবের দস্তখৎকরা বিলমতে সেই হিসাবে খরচ লেখ। তোমার খাজানাখানার হিসাবে যেমন করিয়া থাক তেমনি সেই হিসাবের তলভাগে জমা খরচের খোলাসা লেখ।

No. 182.

To the Magistrate of

With the sanction of the Government of Bengal I have the honor to request your attention to the following instructions. :—

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের
আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।
১৮৫৯ সাল ১২ আগষ্ট।

১৮২ নম্বরের সরক্যুলর।

অমুক জিলার শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বরাবরেষু।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে তোমাকে এই২ উপদেশেতে মনোযোগ করিতে আদেশ করি।

2. No bills are in future to be submitted for the audit of the Civil Auditor on account of Ferry Fund Works except for such works as have actually been completed, and then only upon the countersignature of the Commissioner of the Division.

২। ফেরি ফণ্ডের যে২ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের বিল ইহার পরে আডিট হইবার জন্যে আডিটর সাহেবের নিকটে দাখিল করিতে হইবেক না। তখনও এলাকার কমিস্যনর সাহেবের দস্তখৎ না থাকিলে দাখিল করিতে হইবেক না।

3. Advances which may be required for carrying on works, the estimates for which have been passed by the Commissioner, must be taken from time to time from the Collector who will hold such advances at the debit of the Magistrate or Officer obtaining them, until the works are completed, when a bill of expenditure must be prepared and submitted to the Commissioner, and, when passed by him, for the audit of the Civil Auditor.

৩। কোন কার্য্য করিবার খরচের ইষ্টিমেট যখন কমিস্যনর সাহেব পাস করিয়াছেন, তখন তাহার নিমিত্তে যে আগাম টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা সময়ে২ কালেক্টর সাহেবের স্থানে লইতে হইবেক। ও সেই কার্য্য যত কাল সমাপ্ত না হয় তত কাল তিনি সেই আগাম দেওয়া টাকা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব তাহা লন তাঁহার নামে খরচ লিখিয়া রাখিবেন। পরে সেই কার্য্য সমাপ্ত হইলে খরচের বিল প্রস্তুত করিয়া কমিস্যনর সাহেবকে দেখাইতে হইবেক, ও তিনি তাহা পাস করিলে তাহা আডিট হইবার জন্যে সিবিল আডিটর সাহেবকে দেখাইতে হইবেক।

4. Bills for establishments employed by Ferry Fund Committees and for their Office contingencies must be submitted to the Commissioner and with his countersignature for the audit of the Civil Auditor.

৪। ফেরি ফণ্ড কমিটির যে আমলারা নিযুক্ত হয় তাহারদের বেতনের বিল ও ঐ কমিটির দফ্তরখানার বাজে খরচের বিল কমিস্যনর সাহেবকে দেখাইতে হইবেক, ও তিনি তাহাতে দস্তখৎ করিলে তাহা আডিট হইবার জন্যে সিবিল আডিটর সাহেবকে দেখাইতে হইবেক।

5. The practice of obtaining the audit of the Civil Auditor upon a bill for the whole sum allotted by the Government for the year, and then holding the amount in deposit, which has been followed in one or two Districts, is strictly prohibited.

৫। গবর্ণমেণ্ট বৎসরের নিমিত্তে যত টাকা দেন সেই সমুদয় টাকার বিল সিবিল আডিটর সাহেবের দ্বারা আডিট করাইয়া তাহা আমানৎস্বরূপে রাখিবার যে রীতি দুই এক জিলাতে চলন হইতেছে, তাহার অতিদৃঢ় মতে নিষেধ হইতেছে।

(Signed) R. P. HARRISON,
Acctt. to the Govt. of Bengal.

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আকৌণ্টেণ্ট।

Fort William,
Office of Acctt. to the Govt. of Bengal,
The 16th August, 1859.

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আকৌণ্টেণ্ট সাহেবের দফ্তরখানা।
১৮৫৯ সাল ১৬ আগষ্ট।

No. 1014.

১০১৪ নম্বর।

Forwarded to the Collectors of Land Revenue, Lower Provinces.

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরদের নিকটে পাঠান গেল।

(Signed) R. P. HARRISON,
Acctt. to the Govt. of Bengal.

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আকৌণ্টেণ্ট।

The 19th August, 1859.

১৯ আগষ্ট।

No. 1015.

১০১৫ নম্বর।

To the Collector of Land Revenue, Lower Provinces.

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

Under the sanction of the Government of Bengal I have the honor to inform you that you are authorized to advance Officers Commanding Police Battalions or Detachments thereof on occasions of emergency sums to the extent of one month's Pay upon their receipts. Officers obtaining such advances should be required as a general rule, to furnish you with Bills audited by the Civil Auditor before applying for fresh advances. The audited Bills when received should be debited under "Charges General of the General Department," in your Treasury Ac-

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে তোমাকে এই কথা জানাইতেছি। পোলিসপল্টনের কি তাহার কোন ভাগের অধ্যক্ষ সেনাপতি সাহেবেরা অতি আবশ্যক স্থলে তোমাকে রসীদ দিলে, তুমি এক মাসের বেতনপর্য্যন্ত আগাম দিতে পারিবা। সেই প্রকারের আগাম টাকা যে সেনাপতিরা পাইয়াছেন তাঁহারা যদি পুনরায় আগাম টাকা চাহেন, তবে তাহা চাহিবার পূর্ব্বে সিবিল আডিটর সাহেবের আডিটকরা বিল তোমাকে দিতে তাঁহারদিগকে আজ্ঞা করিতে হইবেক, এই সাধারণ বিধি। ঐ আডিটকরা বিল পাওয়া গেলে তাহার টাকা তোমার খাজানাখানার হিসাবে "জেনরল ডিপার্টমেণ্টের সাধারণ খরচের খাতায়" খরচ লিখিতে হইবেক, ও বিবিধ

count and the corresponding items expunged from the head of Miscellaneous Advances as usual.

(Signed) R. P. HARRISON,
Accts. to the Govt. of Bengal.

Fort William,
Office of Accts. to the Govt. of Bengal,
The 25th August, 1859.

ORDER BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

LEAVE OF ABSENCE.

The 3rd September, 1859.

Moulvie Mahomed Monaim, Moonsiff of Dhurmpore, Zillah Jessore, for four months, on Medical Certificate.

A. W. RUSSELL, *Register.*

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের হুকুম।

১৮২ নম্বর।
নিয়োগ।
১৮৫৯ সাল ৩০ আগষ্ট।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জি সি চাপম্যান সাহেব (Mr. G. C. Chapman,) নাটোর এলাকাখণ্ডের ভারপ্রাপ্ত হইয়া রাজশাহিতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত এ আণ্ডরসন সাহেব (Mr. A. Anderson,) ফতেপুরের আফীনের সব-ডেপুটী এজেণ্ট হইবেন।

ছুটী।
১৮৫৯ সাল ২৯ আগষ্ট।

নদীয়ার সদর আমীন ও সদর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বেণীনাথ বসু অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আগামি দশহরার বন্দে ছুটী পাইয়াছেন।

রাজশাহির কমিস্যনর শ্রীযুত এফ গোল্‌সবরি সাহেব (Mr. F. Gouldsbury,) আপন সিরিশ্‌তার কর্ম্মের ভার স্বহস্তে রাখিয়া ছুটীর নূতন সংশোধিত বিধির ১২ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বঙ্গ দেশের অষ্টম সংখ্যক পোলীস পল্টনের আজুটাণ্ট শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট ডি ডবলিউ ডণ্ডাস সাহেব (Lieutenant D. W. Dundas,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে আগামি নবেম্বর মাসের ১ তারিখঅবধি দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বেহারের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ ডেবিস সাহেব (Mr. H. Davies,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।
১৮৫৯ সাল ২৯ আগষ্ট।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর রায় গত মাসের ৩০ তারিখে মহরমের কার্য্যের নিমিত্তে আগাম দেওয়া টাকার খাতাহইতে সেই২ দফা রীতিমতে উঠাইয়া দিতে হইবেক।

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের
আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।
১৮৫৯ সাল ২৫ আগষ্ট।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

ছুটী।
১৮৫৯ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।

জিলা যশোহরের ধর্ম্মপুরের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ মৌআইম চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে চারি মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

বন্দের নিমিত্তে যে ছুটী পান তাহা তাঁহার প্রার্থনামতে রহিত হইয়াছে।

ই এচ লশিংটন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

৫৪৬১ নম্বর।
নিয়োগ।
১৮৫৯ সাল ১ সেপ্টেম্বর।

আসিষ্টাণ্ট তত্ত্বাবধারক সারজেণ্ট শ্রীযুত এ সি গালব্রেথ সাহেব (Serjeant A. C. Galbraith,) কলিকাতার খালের কর্ম্মহইতে সরকারী রাস্তাবন্দীপ্রভৃতির কার্য্যে চাণক এলাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

প্রবেসানরি আসিষ্টাণ্ট তত্ত্বাবধারক প্রাইবেট শ্রীযুত জে রায়ন সাহেব (Private J. Ryan,) সরকারী রাস্তাবন্দীপ্রভৃতির কার্য্যের চাণকের এলাকাহইতে স্থানান্তরিত হইয়া কলিকাতার খালে নিযুক্ত হইয়াছেন

১৮৫৯ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত সি জে জাকসন সাহেব (Mr. C. J. Jackson,) সারণের সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ছুটী।
১৮৫৯ সাল ২ সেপ্টেম্বর।

রাজশাহির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু পঞ্চানন বাঁড়ুয্যা অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আগামি দশহরার বন্দে ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

রাজমহালের আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর শ্রীযুত ব্রৌন উড সাহেব (Mr. Browne Wood,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। উড সাহেবের অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত দেবগড়ের আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর শ্রীযুত জে স্কট সাহেব (Mr. J. Scott,) তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

রিবর্স তামসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

SALT.

নিমক।

মাহকাবারী হিসাব মৌজুদ নেমক মায় ৪ পরসেণ্ট গোলাশুক্তি বাবৎ লাগাদ ৩১ আগষ্ট সন ১৮৫৯ সাল প্রত্যেক এজেন্সীর ও শালিখার গোলাজাতের

এজেন্সীর নাম	সন ১২৬০ সাল মোতাবক ইঙ্গরেজী ১৮৫৩। ৫৪ সাল এবং পূর্ব্ব সনহায়ের	সন ১২৬১ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৪। ৫৫ সাল	সন ১২৬২ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৫। ৫৬ সাল	সন ১২৬৩ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৬। ৫৭ সাল	সন ১২৬৪ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৭। ৫৮ সাল	সন ১২৬৫ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৮। ৫৯ সাল	মৌজুদ নেমকের একুন
হিজলী							
পাঙ্গা নেমক ঘাট রসুলপুর	.	.	.	.	১,১০৩/৩৭	১,১১,৪৯৪/৩৭	১,১২,৫৯৭/৭॥
ঐ কৃষ্ণনগর,	.	.	.	.	৯১,০৭১॥৬॥	২,১২,৯০৪॥০	৩,০৩,৯৭৬/৬॥
ঐ রামনগর	.	.	.	১,১৪,৭৫০॥৫	১,৮২,৫৫৩৭৯	১,৫৬,১০৭।৬	৪,৫৩,৪১২/
ঐ উত্তর কালানগর	.	.	.	.	৬,৪৯৩৭৮	১,৯৪,০৮৫॥২	২,০০,৫৭৯॥
ঐ পুরীঘাট	.	.	.	.	১৩,৩২৪/	১,০৭,৫৪৬॥৬	১,২০,৮৭০॥৬
একুন	.	.	.	১,১৪,৭৫০॥৫	২,৯৪,৫৪৬॥৭।	৭,৮২,১৩৫/৭৭	১১,৯১,৪৩৫॥
তমলুক							
পাঙ্গা নেমক ঘাট নারায়ণপুর	.	.	.	.	.	২৪,৮৬৩।১॥	২৪,৮৬৩।১॥
একুন	.	.	.	.	.	২৪,৮৬৩।১॥	২৪,৮৬৩।১॥

		বক ইংরেজী ১৮৫৩ ৫৪ সাল এবং পূর্ব্ব সনহায়ের	মোতাবক ইং ১৮৫৪ । ৫৫ সাল	মোতাবক ইং ১৮৫৫ । ৫৬ সাল	মোতাবক ইং ১৮৫৬ । ৫৭ সাল	মোতাবক ইং ১৮৫৭ । ৫৮ সাল	মোতাবক ইং ১৮৫৮ । ৫৯ সাল	একুন
চট্টগ্রাম ।								
পাঙ্গা নেমক বাগখালী ঘাট ।		.	.	.	.	৯,৭৯৮॥৫	৪৬,৯৬২/৫	৫৬,৭৬০৸০
পাঙ্গা নেমক সদর ঘাট এজেন্সী ।		.	.	.	.	৪,৯৬২॥০	৪,০৬,৪২৮৸৩॥	৪,১১,৩৯১।৩॥
ঐ আরাকিন ।		.	.	.	.	.	.	.
করকচ মান্দ্রাজ ।		.	.	.	৭,৬০৮৸৮	২,১২,০৫৫॥৫৸	৮৭,২১৯॥০	৩,০৬,৮৮৪/৩৸
	একুন ।	.	.	.	৭,৬০৮৸৮	২,২৬,৮১৬৸০৸	৫,৪০,৬১০।৮॥	৭,৭৫,০৩৬/৭।
শালিখা ।								
পাঙ্গা নেমক কটক ।		.	.	.	.	৬৬৮/৫	.	৬৬৮/৫
ঐ বালেশ্বর ।		.	.	.	.	.	.	.
ঐ খোরদা ।		.	.	.	১২।০	.	.	১২।০
ঐ চিলকা ।		.	.	.	.	৮০/	.	৮০/
ঐ ২৪ পরগনা দেশী ।		.	.	৩২০/	৬৩১/	.	.	৯৫১/
ঐ ঐ নারায়ণপুর ।		১,৯৯,৩৯৭॥০	.	.	.	.	.	১,৯৯,৩৯৭॥০
ঐ ঐ বাগুন্ডী ।		.	.	৩৪৬/	৫৬৬৮॥০	.	.	৬,০১৪॥০
ঐ ঐ ধোসা ।		.	.	১৬০/	৩,১০৮/	.	.	৩,২৬৮/
করকচ মান্দ্রাজ পরমিট ।		.	২,৫৯,২৩২৸০	৬,৯১,৮৮৬/	.	.	.	৯,৫১,১১৮৸০
ঐ চিলকা ।		.	.	১,৭০৫/	৩,৫৮,১১৬।০	১৭৮,২০০/	.	৫,৩৮,০২১।০
ঐ সিন্দ		.	.	.	.	.	৯৭,৭৬০॥০	৯৭,৭৬০॥০
মিশ্রিত করকচ		.	.	.	.	.	২,২২৬/	২,২২৬/
পাঙ্গা নেমক পুরী ঘাট ।		.	.	.	.	.	.	.
ঐ রামনগর ।		.	.	.	৭৮॥৫	.	.	৭৮॥৫
	একুন ।	১,৯৯,৩৯৭॥০	২,৫৯,২৩২৸০	৬,৯৪,৪১৭/	৩,৬৭,৬১৪॥৫	১,৭৮৯৪৮/৫	৯৯,৯৮৬॥০	১৭,৯৯,৫৯৬॥০
আরাকিন ।								
পাঙ্গা নেমক ঘাট কৈকফু ।		.	.	.	.	১১,৭৮৭॥০	৯০,৯০০/	১,০২,৬৮৭॥০
	একুন ।	.	.	.	.	১১,৭৮৭॥০	৯০,৯০০/	১,০২,৬৮৭॥০
	মোট একুন ।	১,৯৯,৩৯৭॥০	২,৫৯,২৩২৸০	৬,৯৪,৪১৭/	৪,৮৯,২৭৪/৮	৭,১২,০৯৯/৩	১৫,৩৮,৪৯৮।৭৸	৩৮,৯৩,৬১৮৸৮৸

ই টি ট্রেবর । সেক্রেটারী ।

এতদ্দ্বারা ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ইংরেজির ৩০। ৩১ ডিসেম্বর ও ৬০ ইংরেজির জানুআরি মাসের ১। ২। ৩ তারিখ মোতাবেক ১২৬৬ বাঙ্গলার ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০ পৌষ তারিখে জিলা কাছাড়ে বাৎসরিক মেলা ঐ জিলার সীলচার মোকামে হইবেক গত মেলার মত উত্তম২ গো মহিষ ইত্যাদি আনার জন্যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহা এ মেলাতেও দেওয়ান যাইবেক।

ব্যবসায়ি লোকদিগের ব্যবহার জন্যে দোকান ঘর সকল প্রস্তুত থাকিবেক মেলাতে ঘোড় দৌড় ও বাজি ইত্যাদি তামাসা হইবেক।

আর জানান আবশ্যক যে গত মেলাতে অনেক ঘোড়া ও গাড়ি মহিষের পাল ও নানাবিধ দ্রব্যাদি জড় হইয়াছিল ও সমূহ লোক আগত হইয়াছিল ইতি।

আর ষ্টুয়ার্ট। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশ্‌তিহার।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১০ আইন ও ১১ আইন এবং ১৪ আইন ইঙ্গরেজী বাঙ্গলাসহ শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা নীচের লিখিত মূল্য প্রেরণ করিলেই পাইবেন এবং ডাকে পাঠাইতে হইলে তাহার মাসুল আলাহিদা দিতে হইবেক ইতি।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন মূল্য	৫৷৷০ টাকা
১৮৫৯ সালের ১০ আইন ঐ	২৷৷০
১৮৫৯ সালের ১১ আইন ঐ	১৲
১৮৫৯ সালের ১৪ আইন ঐ	৷৷০
এককালীন সমুদয় আইন লইলে তাহার মূল্য	৯৲

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

CALCUTTA PUBLIC LIBRARY

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ২০ সেপ্টেম্বর।

CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 23.

To the Civil Authorities in the Lower Provinces, and the Deputy Commissioner of Hazareebagh.

In order to prevent as far as possible any diversity of practice in carrying out the provisions of Act VIII. of 1859, the Court are pleased to direct your attention to the following points.

2. As all suits are in future to be instituted in the Court of the lowest grade competent to try them,* it follows that they can rarely, if ever, be instituted in the Courts of the Judges or Additional Judges.

* Section 6.

3. These Courts, however, continue to possess the power of withdrawing suits instituted in the subordinate Courts, and trying them in their own, whenever they may see sufficient cause for doing so. This power affords them opportunities of instructing the lower Courts practically in the procedure of the new code which the Courts expect that they will not neglect.

Section 6.

4. The institution of a second suit in another Court for the same cause of action during the pendency of the first suit is you will observe no longer punishable by dismissal of the second suit, as was the case under Section 12 Regulation III. of 1793; but, under Section 6 of the code, the superior Courts have the power of transferring such second suit to the Court in which the first suit is being tried.

5. The misjoinder of two or more causes of action also no longer subjects the Plaintiff to a nonsuit. Under Section 9 of the code, the Court will, in such cases, direct that those causes of action

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

২৩ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত দেওয়ানীর কার্য্যকারক সাহেব ও হাজারীবাগের শ্রীযুত ডেপুটী কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনমতে নানা আদালতের কার্য্যের কোন বৈলক্ষণ্য সাধ্যমতে নিবারণ হয়, এই নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা তোমাকে এই২ কথায় মনোযোগ করাইতেছেন।

২। ইহার পরে যখন কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয় তখন ৬ ধারামতে অতিনীচ শ্রেণীর যে আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবেক। অতএব জজ সাহেবের কি অতিরিক্ত জজ সাহেবের আদালতে কোন মোকদ্দমা প্রথমে প্রায় উপস্থিত হইতে পারিবেক না।

৩। কিন্তু অধঃস্থ কোন আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা সেই আদালতহইতে উঠাইয়া লইবার উপযুক্ত কারণ জানিলে, জজ সাহেবেরদের তাহা উঠাইয়া লইয়া আপনারদের আদালতে বিচার করিবার ক্ষমতা এখনও ৬ ধারামতে আছে। এই ক্ষমতা থাকাতে তাঁহারা অধঃস্থ আদালতের বিচারপতিদিগকে নূতন আইনমতে কার্য্য করিবার নিয়মের উপদেশ দিতে সুযোগ পাইবেন, ও তাঁহারা তদ্রূপ উপদেশ দিতে ত্রুটি করিবেন না, সদর আদালতের সাহেবেরদের এই অপেক্ষা।

৪। কোন মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে, নালিশের সেই হেতুমূলক অন্য মোকদ্দমা যদি অন্য আদালতে উপস্থিত করা যায়, তবে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারামতে ঐ দ্বিতীয় মোকদ্দমা ডিসমিস হইত। এইক্ষণে সেই নিয়ম চলিবেক না। নূতন আইনের ৬ ধারামতে, প্রথম মোকদ্দমার বিচার যে আদালতে হইতেছে সেই আদালতে ঐ দ্বিতীয় মোকদ্দমা অর্পণ করিতে উপরিস্থ আদালতের ক্ষমতা আছে।

৫। আরো, দুই কি ততোধিক নালিশের হেতু একি মোকদ্দমায় ধরিলেও, ফরিয়াদীকে এখন ননসুট করিতে হইবেক না। নূতন আইনের ৯ ধারামতে আদালত এমন স্থলে হুকুম করিবেন যে, নালিশের যে২

which cannot conveniently be tried together shall be tried as separate suits. It will be necessary to take care in these cases, however, that the original institution fee is sufficient to cover all the different causes of action in the plaint.

6. Upon a plaint being presented, the Judge or other presiding officer should note or cause to be noted on the back the date of presentation, and whether it has been presented by the Plaintiff in person, or by his authorised agent or pleader.

7. He should then examine the plaint carefully, to see that it contains the particulars specified in Section 26; that it is not unnecessarily prolix; and that it is verified in the manner directed in Section 27.

8. The personal attendance of the Plaintiff in Court for the purpose of verification is unnecessary. He may make the verification and sign the plaint where he pleases. He must present it, however, in Court, either in person, or through a duly appointed pleader, unless he is not within the Jurisdiction of the Court, in which case alone he is authorised under Section 16 to appear by a recognised agent. The pleader must sign the plaint but is not required to verify it. In all these cases the Plaintiff, however, is responsible for the statements contained in his plaint.

9. Under Section 28 the Court, in the event of Plaintiff's absence, or for other good cause, may allow the verification to be made by any person they consider competent. Care must be taken, however, that this provision is not abused. Good cause must always be shown for non-verification of the plaint by the Plaintiff himself, and no person should be considered competent to verify who is not *personally* acquainted with the facts of the case.

10. The attention of the Courts is particularly directed to the specimens of plaints contained in Section 26; and to the necessity of great firmness at first in order to check the tendency to prolixity which the Mookhtears and others, who have hitherto been in the habit of drawing up plaints, will doubtless evince. When the plaint contains any argument or anything beyond a concise statement of the points enumerated in clauses 1, 2, and 3 of Section 26, it should invariably be returned for amendment, or, in extreme cases, rejected.

11. The presiding officer should next consider whether the plaint is inadmissible on any of the grounds indicated in Sections 8, 9, 30, 31, 32 or 33.

12. If he finds it necessary to reject the plaint, he must record a judicial order to that effect in his own vernacular with his reasons for such order, either on the back of the plaint or on a separate

হেতুর বিচার একত্রে অল্পেশে হইতে না পারে, তাহার স্বতন্ত্র মোকদ্দমার মতে বিচার হয়। পরন্তু এমন স্থলে প্রয়োজন যে, মোকদ্দমা প্রথমে উপস্থিত করিবার সময়ে যে রসুম দেওয়া যায়, তাহা নালিশের আরজীর মধ্যে যত হেতু ধরা গিয়াছে সেই সকলের উপযুক্ত রসুম হয়।

৬। নালিশের আরজী যখন দাখিল করা যায়, তখন যে তারিখে দাখিল করা যায়, ও ফরিয়াদী আপনি তাহা দাখিল করিয়াছে কিম্বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা কি উকীলের দ্বারা দাখিল করিয়াছে, এই সকল কথা জজ সাহেব কি অন্য বিচারপতি ঐ আরজীর পৃষ্ঠে লিখিবেন কি লেখাইবেন।

৭। পরে তিনি ঐ নালিশের আরজীতে মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া, তাহাতে ২৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট বেওরা লেখা হইয়াছে, ও তাহা অনাবশ্যকমতে বিস্তারিত নহে, ও ২৭ ধারার আজ্ঞামতে তাহা সত্যহওয়ার কথা লেখা হইয়া দস্তখৎ হইয়াছে, এই সকল দেখিবেন।

৮। সত্যহওয়ার কথায় দস্তখৎ করিবার জন্যে ফরিয়াদীর নিজে আদালতে উপস্থিত হওয়ার আবশ্যক নাই। যেখানে চাহে সেইখানে ঐ সত্যহওয়ার কথা লিখিয়া দিতে ও আরজীতে দস্তখৎ করিতে পারিবেক। কিন্তু নিজে কিম্বা উচিতমতের নিযুক্ত উকীলের দ্বারা তাহার সেই আরজী দাখিল করিতে হইবেক। কেবল যদি আপনি আদালতের এলাকার মধ্যে না থাকে, তবে ১৬ ধারামতে তাহার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা হাজির হইবার ক্ষমতা আছে। সেই আরজীতে উকীলের দস্তখৎ করিতে হইবেক, কিন্তু সত্যহওয়ার কথা লিখিতে তাহার প্রতি হুকুম নাই। পরন্তু এই সকল স্থলে, আরজীতে যে সকল কথা লেখা আছে তাহার নিমিত্তে ফরিয়াদী দায়ী আছে।

৯। যদি ফরিয়াদী হাজির না থাকে, কিম্বা মাতবর অন্য কারণ থাকে, তবে আদালত যে কোন লোককে উপযুক্ত বোধ করেন তাহার দ্বারা ২৮ ধারামতে ঐ আরজীর কথা সত্য এই কথা লেখাইতে পারিবেন। কিন্তু এই বিধানমতে কোন অনুপযুক্ত কর্ম্ম না হয় এই বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। আরজীর কথা সত্য এই কথা ফরিয়াদী নিজে না লিখিলে তাহার না লিখিবার উপযুক্ত কারণ সর্ব্বদা দেখাইতে হইবেক। আর যাহারা নিজে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানে, তাহারা-ভিন্ন অন্য কেহ সেই সত্যহওয়ার কথা লিখিবার যোগ্য জ্ঞান হইবেক না।

১০। ২৬ ধারাতে নালিশের আরজী লিখিবার যে ধারা আছে, তাহাতে সকল আদালতের বিশেষমতে মনোযোগ করিতে আদেশ হইতেছে। ও মোক্তারেরা ও অন্য যে লোকেরা এত কাল নালিশের আরজী লিখিয়া থাকে, তাহারা সেই আরজী অতি বিস্তারিতভাবে লিখিতে উদ্যত হইয়া থাকিবেক, তাহাও নিবারণ করিতে মনোযোগ করিবার আদেশ হইতেছে। আরজীতে যদি কিছু তর্কবিতর্ক লেখা থাকে, কিম্বা ২৬ ধারার ১ ও ২ ও ৩ প্রকরণে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সংক্ষেপ কথা ভিন্ন অধিক কিছু যদি লেখা থাকে, তবে সেই আরজী শুধরাইবার জন্যে ফিরিয়া দিতে হয়, কিম্বা অতি বাহুল্য যদি লেখা থাকে তবে অগ্রাহ্য করিতে হয়।

১১। তৎপরে ৮ কি ৯ কি ৩০ কি ৩১ কি ৩২ কি ৩৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন হেতুতে ঐ আরজী অগ্রাহ্য হয় কি না, বিচারপতির এই কথা বিবেচনা করিতে হয়।

১২। যদি সেই আরজী অগ্রাহ্য করা আবশ্যক বুঝেন, তবে হয় সেই আরজীর পিঠে, না হয় অন্য এক ফর্দ্দ কাগজে, তিনি বিচারপতিস্বরূপে নিজভাষাতে সেই মর্ম্মের হুকুম লিখিবেন, ও যে কারণে সেই হুকুম করেন

paper: and the plaint, with the judgment and any deposition of the plaintiff or his pleader or authorized agent which may have been taken, will then be deposited in the record-room of the Court in the usual manner.

13. If a plaint is returned to the party presenting it for amendment, the date of its presentation and return, the name of the party presenting it, and a concise reason for its return, such as "too prolix," or "argumentative," "no jurisdiction in this Court," &c. shall be endorsed upon it, before it is returned, and signed and sealed by the presiding officer.

14. A Register shall be kept of all returned and another of all rejected, plaints in the following form.

তাহাও লিখিবেন। ও সেই আরজী, ও তাঁহার সেই হুকুম ও ফরিয়াদীর কি তাহার উকীলের কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তারের যে কোন জোবানবন্দী লওয়া গিয়া থাকে তাহা, রীতিমতে আদালতের মহাফেজখানায় রাখিতে হইবেক।

১৩। আরজী যদি শুধরাইবার জন্যে দাখিল করণিয়কে ফিরিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা যে তারিখে দাখিল হয় ও যে তারিখে ফিরিয়া দেওয়া যায়, ও যে জন দাখিল করে তাহার নাম, ও যে কারণে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহার সংক্ষেপ কথা, যথা "অতিবিস্তারিত" অথবা "তর্কবিতর্ক আছে" অথবা "এই আদালতের এলাকার মধ্যে নয়" ইত্যাদি কথা, তাহা ফিরিয়া দিবার আগে আরজীর পিঠে লিখিয়া দিতে হইবেক, ও বিচারপতি তাহাতে দস্তখৎ করিয়া মোহর করিবেন।

১৪। যে সকল আরজী ফিরিয়া দেওয়া যায়, ও যে সকল অগ্রাহ্য হয়, তাহার এক রেজিষ্টর এই পাঠে লিখিয়া রাখিতে হইবেক।

1	2	3	4	5
Date of presentation.	By whom presented.	Ground of { Return / Rejection } concisely stated.	Date of { Return / Rejection }	Signature of Judicial Officer.

১	২	৩	৪	৫
যে তারিখে দাখিল হয়	যে জন দাখিল করে তাহার নাম	যে কারণে { ফিরিয়া দেওয়া যায় কি অগ্রাহ্য হয় } সংপেক্ষরূপে লিখিতে হইবেক।	যে তারিখে { ফিরিয়া দেওয়া যায় কি অগ্রাহ্য হয়। }	বিচারপতির দস্তখৎ।

15. These Registers should be bound, the pages numbered, and each page stamped with the Court's seal. They should be filled up on the bench by the serishtadar, or other head Officer present, when the order is passed; and the Amlah should not be permitted to fill them up afterwards or in a separate room from the presiding Officer.

১৫। ঐ সকল রেজিষ্টর জেল্‌দ করিয়া বাঁধিতে হইবেক, ও প্রত্যেক পেজে আঁক দিতে হইবেক ও এক২ পেজে আদালতের মোহর করিতে হইবেক। হুকুম যে সময়ে করা যায়, সেই সময়েতে সেই রেজিষ্টরের কথা বিচারের স্থানে, সিরিশ্‌তাদারের কিম্বা অন্য যে আমলা উপস্থিত থাকে তাহার লিখিতে হইবেক, ও পরে কোন আমলা তাহা লিখিতে না পায়, কিম্বা বিচারপতি যে ঘরে আছেন তাহাছাড়া অন্য ঘরে তাহা লেখা নায় য়।

16. If the plaint is unobjectionable, the Court in which it is presented must next consider, whether it is necessary to take security from the plaintiff under Section 34 or 35, or to apply to the Zillah or Sudder Court, under Sections 11, 12, or 13, for authority to proceed with the trial of the suit.

১৬। পরে আরজীতে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে যে আদালতে তাহা উপস্থিত করা যায়, সেই আদালতের এই২ কথা বিবেচনা করিতে হইবেক, অর্থাৎ ৩৪ কি ৩৫ ধারামতে ফরিয়াদীর স্থানে জামিন লইতে হইবেক কি না। কিম্বা ১১ কি ১২ কি ১৩ ধারামতে মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা জিলার আদালতে কি সদর আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবেক কি না, এই কথা বিবেচনা করিবেন।

17. If the Court considers the plaint admissible at once, an order must be recorded for its entry in Register A; and a memorandum should also be endorsed on it, at the same time, of the documents which the plaintiff has filed along with it, together

১৭। আরজী একেবারে গ্রাহ্য করা উচিত, আদালত যদি এমত বোধ করেন, তবে তাহা A চিহ্নিত রেজিষ্টরে লেখা যায় এই হুকুম রিকার্ড করিতে হইবেক। ও আরজীর সঙ্গে ফরিয়াদী যে সকল দলীল দাখিল করে তাহার, ও যে লোকেরা তাহা দাখিল করে তাহারদের

with the names of the persons presenting them. This is of great importance as documents not filed with the plaint are inadmissible afterwards, except on cause shown.

নামের খোলাসা সেই সময়ে ঐ আরজীর পিঠে লিখিতে হইবেক। এই গুরুতর বিষয় বটে, যেহেতুক আরজীর সঙ্গে যে২ দলীল দাখিল না করা যায়, তাহা পরে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না, কেবল উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

18. When parties claim to appear as pleaders, or authorized agents, their Vakalutnamas or powers of attorney should, where practicable, be filed, in original, with the plaint; where the power of attorney is a general one, a copy should be filed, and the original presented for verification.

১৮। যদি কোন লোক উকীল কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তার-স্বরূপে হাজির হইবার দাওয়া করে, তবে তাহারদের আসল ওকালৎনামা কি মোখ্তারনামা আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে পারিলে, করিতেহইবেক। আম-মোখ্তারনামা যদি হয়, তবে তাহার নকল দাখিল করিতে হইবেক, ও মোকাবিলা করিবার জন্যে আসল কাগজ দেখাইতে হইবেক।

19. When copies of documents are filed under Section 39, the serishtadar or head Officer of the Court will, as a general rule, compare them with the originals, and certify on the face of them that he has done so, and that they correspond. Copies of important documents, such as wills and deeds, on which suits are founded, should, however, be verified by the presiding Officer himself.

১৯। যদি দলীলের নকল ৩৯ ধারামতে দাখিল করা যায়, তবে সিরিশ্তাদার কিম্বা আদালতের প্রধান আমলা সেই দলীল আসলের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া, "মোকাবিলা করিলাম ও আসলের সঙ্গে মিলে" এই কথা সেই২ দলীলে লিখিবেক, এই সাধারণ বিধি। কিন্তু উইল ও দানপত্রপ্রভৃতি গুরুতর কোন দলীল মোকদ্দমার মূল হইলে, বিচারপতির নিজে তাহার মোকাবিলা করা উচিত।

20. When the order is passed for registering the plaint, the Plaintiff must next deposit with the Nazir, the fees necessary for the summons of the defendant or defendants, according to the table of fees suspended in the Court room, and no process will issue until he does so.*

২০। নালিশের আরজী রেজিষ্টরী করিবার হুকুম হইলে পর, আদালতঘরে রসুমের যে ফর্দ্দ টাঙ্গান থাকে তদনুসারে আসামীকে কি আসামীরদিগকে সমন করিবার জন্যে যত রসুমের প্রয়োজন হয় ফরিয়াদীর তত রসুম নাজিরের কাছে দাখিল করিতে হইবেক, ও তাহা যাবৎ না করে তাবৎ ২৩ ধারামতে কোন পরওয়ানা বাহির হইবেক না।

* Section 23.

21. If the plaintiff wishes the defendant to be required to produce any document, it will be observed that he must file a description of it with his plaint, in order that the summons may be framed accordingly. Under the provisions of Section 107, however, he is not precluded from serving the defendant with a notice for this purpose at a later period.

Section 40.

২১। আসামীকে কোন দলীল দাখিল করিবার হুকুম হয় ফরিয়াদীর যদি এই ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা সমনে নির্ণয় করিয়া লেখা যাইতে পারে এই নিমিত্তে তাহার আরজীর সঙ্গে ঐ দলীলের বেওরাও লিখিতে হইবেক (৪০ ধারা)। কিন্তু ১০৭ ধারামতে আসামীকে দলীল দাখিল করিবার এত্তেলা তাহার পরেও দিবার আটক নাই।

22. There does not appear to be any penalty under Act VIII. of 1859, for delay in proceeding with a suit. The Plaintiff therefore cannot be required to take out a summons within any fixed period.

২২। মোকদ্দমা চালাইবার বিলম্ব করিলে তাহার কিছু দণ্ড ১৮৫৯ সালের ৮ আইনেতে দেখা যায় না। অতএব নিরূপিত কোন সময়ের মধ্যে ফরিয়াদীর সমন বাহির করিতে হইবেক, এমত হুকুম হইতে পারিবেক না।

23. On the Nazir reporting that the fees have been deposited, the Court should fix a day without loss of time for the appearance of the Defendant. This is a matter which will require considerable care and attention, especially if the parties are to appear in person, for it is verydesirable that postponements should take place as seldom as possible; and that, as a general rule, causes should always be heard upon the day fixed. The date specified in the summons also ought in all cases to be so far distant, as to afford the Defendant ample time to prepare his defence. No general rule can be laid down on this subject; but the Court, issuing the summons ought particularly to take into consideration the nature of the case, whether simple or complicated, slight or important, and the state of its own files, together with the particulars noted in Section 45.

Sections 41 & 45.

২৩। রসুম দাখিল হইয়াছে, নাজিরের যখন এমত রিপোর্ট হয়, তখন আসামীর হাজির হইবার জন্যে আদালতের অগোচরে সময় নিরূপণ করিতে হইবেক (৪১ ও ৪৫ ধারা।) এই কর্ম্মের নিমিত্তে, ও বিশেষমতে উভয় পক্ষের স্বয়ৎ হাজির হইবার প্রয়োজন হইলে, এই কর্ম্মেতে অত্যন্ত বিবেচনার ও মনোযোগের প্রয়োজন। যেহেতুক মোকদ্দমা সাধ্যমতে মুলতবী না রাখাই ভাল। ও সাধারণমতে যে দিন নিরূপণ হয় সর্ব্বদা সেই দিনেই মোকদ্দমার বিচার করা উচিত। আরো আসামী আপনার জওয়াব লিখিবার যথেষ্ট সময় পায়, এমত উপযুক্ত কাল বুঝিয়া তাহার হাজির হইবার তারিখ নির্ণয় করিতে হইবেক। ইহার কোন সাধারণ বিধি করা যাইতে পারে না। কিন্তু যে আদালতহইতে সমন বাহির হয়, সেই আদালতের ঐ মোকদ্দমার ভার বুঝিয়া, অর্থাৎ সোজা কি পাকপাড়া কি হালকা কি ভারী, ও নথীতে যত মোকদ্দমা আছে, ও ৪৫ ধারাতে যে সকল কথা লেখা আছে ইহা সমুদয় বিশেষমতে বিবেচনা করিয়া ঐ সময় নির্ণয় করিতে হইবেক।

24. A memorandum book with columns for each Court day in the year, showing the cause set

২৪। একখান ইয়াদদাস্ত বহী রাখিলে, অর্থাৎ, বৎসরে আদালতে যত দিন বৈঠক হইবেক তত ঘর করিয়া, যে

down for trial on each date, will greatly facilitate a decision on this point, and should invariably be kept. A cause list setting forth the day fixed for the hearing of each cause ought also to be suspended in the Court room for the information of parties and their pleaders.

25. In determining whether the summons shall be for the settlement of issues only, or for the final disposal of the case,* the Court, must of course be guided entirely by the nature of the suit, and the probability or otherwise of the facts stated in the plaint being disputed by the defendant on grounds which will require the production of much evidence, or will involve much forensic contention. Where the case appears simple, and it seems probable that a correct judgment can be formed at the first hearing from the examinations of the parties, or their agents, and such evidence oral or documentary as they can bring with them, the summons will of course be for a final disposal of the case at the first hearing.

* Section 41.

26. Much discretion will be required in the exercise of the powers vested in the Courts by Section 42 of compelling the personal attendance of the plaintiff or defendant. On the one hand, it is important that this power should not be used so as unnecessarily to harass suitors. On the other it is one which, if exercised judiciously, will tend to curtail litigation, and will enable the Court to arrive at more satisfactory conclusions than would otherwise be possible. The best general rule which can be laid down on this subject probably is, that parties should only be summoned in those cases where it seems certain that they must have a better personal knowledge of the facts than any one else, and where facts are disputed, the correct determination of which is essential to the formation of a satisfactory judgment. To summon a Zemindar in many of the disputes which arise between himself and his ryots would generally be a vexatious proceeding, because, men of this class usually conduct their affairs through the agency of others, and would therefore be unable to give direct testimony; but in cases where the question is whether the defendant personally executed a certain deed, or made the contract which the suit seeks to enforce, the interests of justice clearly require that the party himself should be brought into Court

27. A wide discretion, however, is left to Judicial Officers in this matter; and the Court, would impress strongly upon the Zillah Judges the importance of watching carefully the manner in which it is exercised by the lower Courts.

28. The provisions in the new code regarding the service of summons should be carefully explain-

তারিখে যে মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাহা লিখিয়া রাখিলে, ঐ কার্য্যের অত্যন্ত উপকার হয়। সেই প্রকারের বহী সর্ব্বদাই রাখিতে হয়। আরো যে মোকদ্দমা শুনিবার যে দিন নিরূপণ হইল তাহা উভয় পক্ষের ও তাহারদের উকীলেরদের জানিবার জন্যে, মোকদ্দমার ফর্দ্দ বলিয়া এক ফর্দ্দ আদালতঘরে লট্‌কাইয়া রাখিতে হইবেক।

২৫। সমন কেবল ইসুনির্ণয় করিবার নিমিত্তে, কিম্বা মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তির নিমিত্তে জারী করিতে হইবেক ইহা (৪১ ধারামতে) নিশ্চয় করিবার জন্যে, আদালত মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ও আরজীতে যে সকল বৃত্তান্ত লেখা থাকে তাহার উপর আসামী যে সকল হেতুতে আপত্তি করিতে পারিবেক, তাহার অনেক প্রমাণ উপস্থিত করা আবশ্যক কি না, ও উকীলেরদের অনেক তর্কবিতর্ক করার সম্ভাবনা হয় কি না ইহা বুঝিয়া কার্য্য করিবেন। মোকদ্দমা যদি সোজা দেখায়, ও উভয় পক্ষের কি তাহারদের মোক্তারেরদের জোবানবন্দী প্রথমবার শুনিলে, ও তাহারা বাচনিক যে প্রমাণ কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে পারে তাহা বিবেচনা করিলে যথার্থ বিচার অগ্রেতে হওয়া যদি সম্ভাবনা বোধ হয়, তবে সুতরাং প্রথম শুনিবার দিনেতে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হইবেক বলিয়া সমন জারী হইবেক।

২৬। নিজ ফরিয়াদীকে কি আসামীকে হাজির করাইবার ক্ষমতা ৪২ ধারামতে আদালতকে দেওয়া গেল। সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে অত্যন্ত সদ্বিবেচনার প্রয়োজন। ফলতঃ সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিলে বাদিপ্রতিবাদিরদের অনাবশ্যকমতে ক্লেশ না হয়, ইহা গুরুতর বিষয় বটে। পর পক্ষে, সেই ক্ষমতাক্রমে যদি বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করা যায়, তবে তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্যের অত্যন্ত লাঘব হইবেক, ও অন্য প্রকারে কর্ম্ম করিলে আদালতের যেরূপ নিষ্পত্তি হইতে পারে তদপেক্ষা এই প্রকারে খাতিরজমামতে নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। এই বিষয়ের এই সাধারণ বিধি অতি উত্তম বোধহয়, অর্থাৎ অন্য লোকঅপেক্ষা বাদিপ্রতিবাদির অবশ্য মোকদ্দমার বৃত্তান্তের উত্তম জ্ঞান থাকিবেক ইহা যদি নিশ্চয় বোধ হয়, তবে এমত মোকদ্দমাতে, কিম্বা বৃত্তান্ত ধরিয়া আপত্তি হইলে যদি সন্দেহজনক নিষ্পত্তি করিবার জন্যে ঐ বৃত্তান্তের সত্যতা নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, তবে কেবল এমত মোকদ্দমার উভয় পক্ষকেই তলব করিতে হয়। যথা, রাইয়তেরদের সঙ্গে জমীদারেরদের যে২ বিবাদ হয়, তাহার মধ্যে অনেক বিবাদেতে সেই জমীদারদিগকে তলব করা কেবল ক্লেশজনক হইতে পারে, যেহেতুক জমীদারেরা প্রায়ই অন্য লোকেরদের দ্বারা আপনারদের কার্য্য চালায়, সুতরাং নিজ জ্ঞানমতে সাক্ষ্য দিতে অপারক হয়। কিন্তু কোন দলীল কি চুক্তিপত্রমতে কার্য্য করাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা হইলে সেই দলীল কি সেই চুক্তি আসামী আপনি করিয়াছে কি না এই কথা যদি নিশ্চয় করিতে হয়, তবে যথার্থ বিচার হইবার জন্যে সেই আসামীকেই আদালতে উপস্থিত করাণ স্পষ্টরূপেই প্রয়োজন।

২৭। পরন্তু এই বিষয়ে বিচারপতিরদের যে২ বিবেচনামতে কার্য্য করিবার অতি বিস্তারিতভাবে অনুমতি হইয়াছে। অতএব অধঃস্থ আদালতের বিচারপতিরা সেই ক্ষমতাক্রমে যেরূপে কার্য্য করেন এই বিষয়ে মনোযোগপূর্ব্বক সতর্ক থাকা জিলার জজ সাহেবেরদের গুরুতর কর্ম্ম, এই কথা সদর আদালতের সাহেবেরা অতি দৃঢ়মতে জানাইতেছেন।

২৮। নূতন আইনেতে সমন জারী করিবার যে বিধান আছে তাহা আদালতের নাজিরকে ও তাহার অধীন আমলারদিগকে মনোযোগ করিয়া বুঝাইয়া

ed to the Nazir of the Court, and his subordinates. They differ in many respects from the old law.

29. The form of injunction under Section 92 will be as follows :

Court of the Principal Sudder Ameen, Zillah 24-Pergunnahs.

No. 220 of 1859.

RADHAMOHUN BANERJEE, ... *Plaintiff,*

versus

KHETTERMOHUN SHA, ... *Defendant.*

Suit for possession of 10 Bs. 2 c. of land with houses and trees in Mouzah Rampore, Pergunnah Myda.

Khettermohun Sha of Mouzah Rampore, Purgunnah Myda take notice.

Whereas it has been shown to the satisfaction of the Court, in this suit, that the property in dispute is in danger of being alienated by you, *or* (that you are about to damage the property in dispute by *cutting down the trees*) or (*removing the houses*). Now therefore, you are hereby commanded to refrain from (*doing the act complained of*): herein fail not.

Given under the seal and signature of the Court, this 21st day of August, 1859.

Seal
of
Court.

Principal Sudder Ameen.

30. The heading of the injunction under Section 93 will be the same as the foregoing; but the preamble will be as follows.

Whereas application has been made to this Court, by Radhamohun Bannerjee, Plaintiff, in the suit above mentioned for an order to restrain you from [*the injury or breach complained of*] Now therefore, you are hereby commanded on penalty of imprisonment to refrain from repeating, *or continuing* the act complained of *or* [from committing any further breach of contract] *or* [injury] arising out of the contract now being litigated in the suit above-mentioned *or* [with reference to the property or right] now under litigation in the above suit : you are also hereby commanded to keep true accounts for the Court's inspection of all sums, receipts and disbursements in connection with the { contract / property / business } aforesaid and you are warned that this injunction will continue

দিতে হইবেক। পুরাতন বিধিতে অনেক অংশে বিশেষ আছে।

২৯। ৯২ ধারামতে যে নিষেধের আজ্ঞা লিখিতে হইবেক তাহার পাঠ এই।

জিলা চব্বিশপরগনার প্রধান সদর আমীনের আদালত।

১৮৫৯ সালের ২২০ নম্বর।

রাধামোহন বাঁড়ুয্যা ফরিয়াদী

বনাম

ক্ষেত্রমোহন শা আসামী।

পরগনে ময়দার মৌজা রামপুরে ঘর ও বৃক্ষ সমেত ১০ বিঘা ৵ ছটাক জমীর দখল পাইবার বাবৎ মোকদ্দমা।

পরগনে ময়দা মৌজা রামপুরনিবাসি ক্ষেত্রমোহন শা এই এত্তেলা গ্রহণ কর।

এই মোকদ্দমাতে যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় তাহা তোমার দ্বারা হস্তান্তর করা যাইবার আশঙ্কা আছে (কিম্বা তুমি গাছ কাটিয়া কি ঘর ভাঙ্গিয়া সেই বিবাদের সম্পত্তির হানি করিতে উদ্যত হইয়াছ) এই কথা আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রকাশ করা গিয়াছে। এই কারণে তোমাকে আজ্ঞা হইতেছে যে তুমি (যে কর্ম্মের নালিশ হইয়াছে সেই কর্ম্ম) না কর। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

১৮৫৯ সালের আগষ্ট মাসের এই ২১ তারিখে আদালতের মোহর ও দস্তখৎক্রমে দেওয়া গেল।

আদালতের
মোহর

শ্রী অমুক।
প্রধান সদর আমীন।

৩০। ৯৩ ধারামতের নিষেধের শিরোভাগের কথা সেই পাঠে লিখিতে হইবেক। কিন্তু হেতুবাদ লিখিবার পাঠ এই।

উপরোক্ত মোকদ্দমার ফরিয়াদী রাধামোহন বাঁড়ুয্যা এই আদালতে প্রার্থনা করিয়াছে যে, নালিশমতে তুমি যে হানি কি চুক্তিভঙ্গ করিয়াছ তাহা করিতে তোমাকে নিষেধ করিবার আজ্ঞা হয়। এই হেতুতে তোমাকে ইহাতে আজ্ঞা হইতেছে যে, তোমার যে কার্য্যের নালিশ হইয়াছে সেই কার্য্য (কিম্বা চুক্তিভঙ্গ) আর না কর (কিম্বা করিতে না থাক) কিম্বা, উপরোক্ত মোকদ্দমাতে যে চুক্তি লইয়া এখন মোকদ্দমা হইতেছে সেই চুক্তিঘটিত কোন (হানি) কিম্বা, উপরোক্ত মোকদ্দমাতে যে সম্পত্তি কি স্বত্ত্ব লইয়া বিবাদ হইতেছে তাহার সম্পর্কে কোন (হানি) না কর, করিলে তোমাকে কয়েদ করা যাইবেক। আরো তোমাকে এই আজ্ঞা হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত { চুক্তি কি / সম্পত্তি কি / কার্য্যের } সম্পর্কে যত টাকা জমা ও খরচ হয় তাহার যথার্থ হিসাব আদালতের দেখিবার জন্যে রাখ। আরো তোমাকে জানান যাইতেছে যে, এই নিষেধ বাং ১২৬৭ সালের ২০ আশ্বিন তারিখঅবধি (১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসঅবধি) ১২৬৭

in force from the 20th day of Assin, 1267, [September, 1859,] to the 1st of Maugh, 1267, [January, 1859.]

Given under the seal and signature of the Court, this 21st day of August, 1859.

Seal of Court.

Principal Sudder Ameen.

সালের ১ মাঘপর্য্যন্ত (১৮৫৯ সালের জানুআরি মাস পর্য্যন্ত) প্রবল থাকিবেক।

১৮৫৯ সালের আগষ্ট মাসের এই ২১ তারিখে আদালতের মোহর ও দস্তখৎক্রমে দেওয়া গেল।

আদালতের মোহর

শ্রী অমুক।

প্রধান সদর আমীন।

31. These forms must of course be varied to suit particular cases; but the general character of the forms should in all cases be preserved, and care should be taken that whatever the defendant is enjoined to refrain from doing should be expressed in clear and precise terms, so as not to admit of any doubt.

৩১। এই২ নিষেধ লিখিবার ধারার অবশ্য মোকদ্দমা বুঝিয়া কিছু বিশেষ করিতে হইবেক। কিন্তু তাহা লিখিবার উক্ত সাধারণ ধারা সর্ব্বদা মানিতে হইবেক। ও আসামীর যে কর্ম্ম করিতে নিষেধ হয়, তাহা অতিস্পষ্ট ও প্রকৃত অর্থের শব্দ লিখিয়া জানান যায় ও তাহাতে কিছু সন্দেহ না হয়, এই বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবেক।

32. It will be observed that no specific penalty is attached to disobedience of an injunction under Section 92. In all cases, however, either of actual or threatened disobedience to the order of the Court, it can, if it think it necessary for the preservation or better management or custody of the property, appoint a receiver or give such other orders of a like character for the prevention of waste or alienation as it may consider advisable.

৩২। ৯২ ধারামতে যে নিষেধ হয় তাহা অমান্য করিবার কোন দণ্ড স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই ইহা দুষ্ট হইবেক। কিন্তু যদি আদালতের হুকুম অমান্য হয়, কিম্বা অমান্য করিবার উদ্যোগ হয়, তবে আদালত আবশ্যক বুঝিলে ঐ সম্পত্তির রক্ষা হইবার কিম্বা তাহার আরো উত্তমরূপে সরবরাহ হইবার কি তাহা জিম্মায় লইবার নিমিত্তে এক জন গ্রাহককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিম্বা অপচয় কি হস্তান্তর না হইবার জন্যে তদ্রূপের অন্য যে হুকুম করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন।

33. It will be observed that the chapter on the death, marriage, and bankruptcy of parties (Sec. 99 and following Sections) introduces a very important change into the procedure of our Courts. Hitherto when a plaintiff or defendant died during the pendency of a suit, the suit itself was placed in abeyance, and it was necessary for the Judge to issue notices calling on the legal representatives of the deceased to appear. Under the new code there need not, in the majority of cases, be any interruption to the suit, and it is left to the parties themselves to move the Court to substitute the name of the heir or representative for that of the deceased. There is no doubt that these provisions will prevent much of the delay which has hitherto occurred in the disposal of civil suits.

৩৩। বাদির কি প্রতিবাদির মরণ কি বিবাহ হইলে কি সে দেউলিয়া কি যোত্রহীন হইলে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার যে বিধি ৯৯ ধারাতে ও তাহার পর কএক ধারাতে আছে, তাহাতে অতিগুরুতর ভাবে আদালতের কার্য্য চলিবার নিয়মের পরিবর্ত্তন হইল, দুষ্ট হইবেক। ইহার পূর্ব্বে, মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে যদি ফরিয়াদীর কি আসামীর মরণ হইত, তবে মোকদ্দমা স্থগিত থাকিত, ও মৃত ব্যক্তির আইনমতের স্থলাভিষিক্ত লোকেরদের নামে হাজির হইবার এত্তেলা জারী করা বিচারপতির আবশ্যক ছিল। নূতন আইনমতে অধিকতর স্থলে, মোকদ্দমার কিছুই নিবৃত্তির প্রয়োজন নাই। ও মৃত ব্যক্তির স্থানে তাহার উত্তরাধিকারির কি স্থলাভিষিক্তের নাম দেওয়া যায়, আদালতের নিকটে এই প্রার্থনা করিবার ভার বাদিপ্রতিবাদির উপর থাকে। দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ইহার পূর্ব্বে যত বিলম্ব হইত তাহার অনেক বিলম্ব ইহাতে নিবারণ হইবেক সন্দেহ নাই।

34. Under Sections 111 and 112, it will be seen that cases cannot be decided exparte until the Court is satisfied either by the evidence of the parties serving the process, or other proof, that the summons has been duly served on the defendant according to some one of the modes of service specified in the chapter on service of summons.

৩৪। সমন জারী করিবার অধ্যায়েতে, সমন জারী করিবার যে২ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন এক নিয়মমতে আসামীর উপর সমন উপযুক্তমতে জারী হইয়াছে এই কথা যে পক্ষের দ্বারা সমন বাহির হয় তাহার সাক্ষ্যদ্বারা কি অন্য প্রমাণে আদালতের খাতিরজমামতে প্রকাশ না হইলে, ১১১ ও ১১২ ধারামতে মোকদ্দমার একতরফা নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক না। ইহা দুষ্ট হইবেক।

35. It will be understood that even although the defendant does not appear, the plaintiff must prove his case to the satisfaction of the Court before he can obtain a decree. The defendant also, it will be observed, may apply for an order to set aside the exparte judgment at any period between the

৩৫। আরো এই কথা জানিতে হইবেক, আসামী যদিও হাজির না হয়, তথাপি ফরিয়াদী আদালতের খাতিরজমামতে আপন দাওয়ার প্রমাণ না করিলে ডিক্রী পাইতে পারিবেক না। আরো ডিক্রী যে তারিখে হয় সেই তারিখঅবধি, ঐ ডিক্রী জারী করিবার পরওয়ানা যে তারিখে বাহির হয় তাহার পর ত্রিশ দিন-

date of the judgment and the 30th day after process has been taken out for its enforcement.

36. The provision in Section 115, which admits of one plaintiff or one defendant appearing and acting for other plaintiffs and defendants, on filing a written authority in Court, is a new one and should be noted.

37. The only case in which a defendant is compelled to put in a written statement without the order of the Court is, where he desires to set off a claim of his own against the debt claimed by the plaintiff. In other cases, it is discretionary with him to file a written reply or not, as he thinks proper.

38. The Court has the power of calling for written statements in all cases, where it may consider it necessary to do so.

39. But this power should only be exercised, as a general rule, where the case is complicated, or defendant is not present in person.

40. It should be carefully borne in mind that all written statements must be subscribed and verified by the parties themselves or the competent persons referred to in paragraph 9, and that any wilful falsehood contained in these statements subjects the subscriber to a prosecution for perjury.

41. With regard to the examination of the parties at the first hearing of the suit, it is only necessary to point out that (except in cases which are to be finally disposed of at the first hearing) the examination should be limited to obtaining from each party a clear statement of the facts on which he relies, and ascertaining from him the exact points on which he and his adversary are at issue. If either of the parties has put in a written statement, it will only be necessary to question him regarding any allegations in that statement, which appear obscure, or any facts alleged by his adversary which he has not fully noticed. Where the parties are represented by pleaders or agents who havenot put in a written statement, it will probably be most convenient to allow them to make a concise statement of the facts of their client's case in the first place, questioning them afterwards on those points of difference between their adversaries and themselves on which they do not appear to have been sufficiently explicit.

42. Cross-examination by the pleaders on either side ought not to be permitted at this stage of the proceedings. The examination is to be wholly by the Court.

43. The power vested in the Courts by Section 127 of summoning the parties to answer particular questions is only to be exercised where the question is material to one of the issues in the case, where the Pleader has been unable or has refused to answer it, and where the Court has reason to believe that the party himself, if present, could answer

পর্য্যন্ত কোন সময়ে, আসামী ঐ একতরফা ডিক্রী অন্যথা হইবার হুকুম প্রার্থনা করিতে পারিবেক

৩৬। ১১৫ ধারার এই বিধি, এক জন ফরিয়াদী কি আসামী আদালতে লিখিত অনুমতিপত্র দাখিল করিলে অন্য ফরিয়াদীদের ও আসামীদের নিমিত্তে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেক। এই নূতন বিধি, ও ইহাতে মনোযোগ করিতে হয়।

৩৭। ফরিয়াদী যে টাকা দাওয়া করে তাহা কাটিবার জন্যে যদি আসামী আপনার কোন দাওয়া প্রকাশ করিতে চাহে তবে আদালতের হুকুম না পাইয়াও আসামীর এক লিখিত বর্ণনাপত্র দাখিল করিতে হইবেক। নতুবা অন্য স্থলে, আসামী আপনার বিবেচনামতে লিখিত জওয়াব দাখিল করিতে পারে, কিম্বা না চাহিলে করিবেক না।

৩৮। আদালত যে২ স্থলে লিখিত বর্ণনাপত্র তলব করা আবশ্যক বোধ করেন সেই২ স্থলে তাহা দাখিল করিবার হুকুম করিতে পারিবেন।

৩৯। কিন্তু সাধারণমতে যদি মোকদ্দমা পাকপাড়া হয় কিম্বা আসামী যদি নিজে হাজির না হয়, তবে আদালতের সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করা উচিত, নতুবা নয়

৪০। লিখিত সকল বর্ণনাপত্র যাহারা লেখে তাহারদের, কিম্বা ৯ ধারায় লিখিত মতের উপযুক্ত ব্যক্তিরদের তাহাতে দস্তখৎ করিতে হইবেক, ও সেই বর্ণনা সত্য এই কথা তাহারদের লিখিতে হইবেক। ও সেই বর্ণনাপত্রে জানিয়াশুনিয়া কোন মিথ্যা কথা লেখা থাকিলে, যে জন তাহাতে দস্তখৎ করে তাহার নামে মিথ্যা শপথ করিবার নালিশ হইতে পারে, এই কথা মনোযোগপূর্ব্বক মনে রাখিতে হয়।

৪১। মোকদ্দমা প্রথমবার শুনিবার সময়ে উভয় পক্ষের যে জোবানন্দী লইতে হইবেক তদ্বিষয়ের কেবল এই কথা লেখা আবশ্যক, অর্থাৎ, (যে মোকদ্দমার প্রথমবার শুনিবার সময়ে একেবারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক তাহাছাড়া অন্য সকল মোকদ্দমাতে,) উভয় পক্ষ যে বৃত্তান্তের প্রতি নির্ভর করে তাহারদের স্থানে সেই বৃত্তান্তের স্পষ্ট বেওরা পাইবার অভিপ্রায়ে, ও বিশেষ যে বিষয় লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ হয় তাহা নিশ্চয়রূপে জানিবার অভিপ্রায়ে, তাহারদের জোবানবন্দী লইতে হইবেক। তাহারদের কোন পক্ষ যদি লিখিত বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়া থাকে, তবে সেই বর্ণনাপত্রের যে কোন কথা সপষ্ট বোধ না হয় তদ্বিষয়ে, কিম্বা তাহার বিপক্ষের উক্ত যে কোন কথা ঐ বর্ণনাপত্রে সম্পূর্ণমতে ধরা যায় নাই তদ্বিষয়ে তাহার নিকটে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইবেক, অন্য কিছু নয়। উভয় পক্ষ যদি উকীলেরদের কি মোখ্তারেরদের দ্বারা হাজির হয়, ও তাহারা যদি বর্ণনাপত্র দাখিল না করিয়া থাকে, তবে তাহারদিগকে আপন২ মওক্কেলের মোকদ্দমার বৃত্তান্তের এক সংক্ষেপবর্ণনাপত্র লিখিতে অনুমতি দেওয়া উত্তম বোধ হয়। পরে তাহারদের ও বিপক্ষ ব্যক্তিরদের বিবাদের যে২ কথা তাহারা উপযুক্তমতে সপষ্টরূপে লেখে নাই, তদ্বিষয়ে তাহারদের নিকটে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিবেক।

৪২। মোকদ্দমার তদবীর হইবার সেই কালে কোন পক্ষের উকীলদিগকে জেরামওয়াল করিবার অনুমতি দিতে হইবেক না। কেবল আদালতহইতে সওয়াল হইবেক।

৪৩। বিশেষ কোন জিজ্ঞাসার উত্তর করিবার জন্যে বাদিকে কি প্রতিবাদিকে তলব করিবার যে ক্ষমতা ১২৭ ধারামতে আদালতকে দেওয়া গেল, সেই ক্ষমতামতে কেবল এই স্থলে কার্য্য হইতে পারিবেক। অর্থাৎ, যে কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক তাহা যদি মোকদ্দমার কোন এক ইসুর সম্পর্কে প্রকৃতর হয়, ও যদি উকীল সেই জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে পারেন না কি উত্তর করিতে

it of his own knowledge. The Court, therefore, in all cases where they summon parties, under this Section, will be careful to record the question or questions, the pleader's inability to answer which has induced them to summon the parties, and the grounds of their expectation that the party summoned will be able to answer them.

নারাজ হন, ও সেই বাদী কি প্রতিবাদী আপনি হাজির হইলে নিজ জ্ঞানমতে তাহার উত্তর করিতে পারে আদালতের যদি এমত বিশ্বাস হয়, তবে তাহাকে তলব করিতে পারিবেন। অতএব আদালত যখন এই ধারামতে বাদিপ্রতিবাদিকে তলব করেন, তখন যে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে উকীল অক্ষমহওয়াতে বাদিকে কি প্রতিবাদিকে আদালতের তলব করিতে হয়, সেই জিজ্ঞাসা কি সেই২ জিজ্ঞাসা আদালতের সর্ব্বদা লিখিয়া রিকার্ড করিতে হইবেক, ও যে পক্ষকে তলব করা গিয়াছে সে ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে পারিবেক, এমত বুঝিবার কারণও লিখিতে হইবেক।

44. When the issues are framed, the Court may either dispose of the case at once after hearing argument and evidence, or may fix a day for the production of evidence and for argument on the issues. In the latter case the issues and the notice to attend will be recorded in the following form.

Regular Suit No. 18. Ram Chunder, Plaintiff, *versus* Sham Chunder, Defendant. In this case, the issues are—

In bar of suit arising on the plaint [or Plaintiff's statement.]

1 ———————
2 ———————
3 ———————
4 ———————

Of Fact.

1 ———————
2 ———————
3 ———————
4 ———————

Of Law arising out of fact found.

1 ———————
2 ———————
3 ———————
4 ———————

The above issues were settled by the Court at the hearing of this case, on the——— of —— when the following persons were orally examined,———

The case stands adjourned for the final hearing under Section 172, till the ——— of ———, when both parties are required to have their witnesses in attendance at this Court, at 11 A. M.

৪৪। ইসু যখন লেখা হইয়াছে তখন আদালত, হয় একেবারে তর্কবিতর্ক ও প্রমাণ শুনিলে পর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, না হয় প্রমাণ উপস্থিত করিবার ও ইসুর বিষয়ের তর্কবিতর্ক হইবার এক দিন নিরূপণ করিবেন। যদি দিন নিরূপণ করেন, তবে ইসু ও হাজির হইবার এত্তেলা এই পাঠে লিখিতে হইবেক।

জাবেতামতের মোকদ্দমা, ১৮ নম্বর। রামচন্দ্র ফরিয়াদী বনাম শ্যামচন্দ্র আসামী। এই মোকদ্দমায় এই২ ইসু নির্ণয় হইয়াছে।

নালিশের আরজীর উপর (কি ফরিয়াদীর এজহারের উপর) মোকদ্দমা নিবারণের ইসু,

১ ———————
২ ———————
৩ ———————
৪ ———————

বৃত্তান্তঘটিত ইসু,

১ ———————
২ ———————
৩ ———————
৪ ———————

প্রকাশকরা বৃত্তান্তহইতে আইনঘটিত ইসু,

১ ———————
২ ———————
৩ ———————
৪ ———————

আদালত অমুক মাসের অমুক তারিখে এই মোকদ্দমা শুনিয়া ঐ সকল ইসু নির্ণয় করেন। তৎকালে এই২ লোকেরদের জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছিল, অর্থাৎ২——— ১৭২ ধারামতে এই মোকদ্দমা অমুক তারিখপর্য্যন্ত মুলতবী থাকিবেক, সেই তারিখে শেষবার শুনা যাইবেক, সেই দিনে বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে উভয় পক্ষের সাক্ষিরদের এই আদালতে হাজির থাকিতে হইবেক।

45. The Courts will take notice of the provisions of the Code (Sections 155 and 159) which allow service of a summons to a witness to be made on any adult male member of his family residing with him. It is not meant by this provision that service on a personal enemy of the witness would be sufficient service on the witness, merely because they occupied the same homestead. To render the service a good service, the parties must be bonâ fide living together in commensality or at least in the same house. Care will be necessary to prevent this Section being taken advantage of for purposes of fraud.

৪৫। নূতন আইনের ১৫৫ ও ১৫৯ ধারার কথাতে আদালতের মনোযোগ করিতে হইবেক। কোন সাক্ষির নামে যে সমন দেওয়া যায় তাহা তাহার সঙ্গে নিবাসি তাহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষের হাতে দিলে সমন জারী হইতে পারে, এই বিধি ঐ দুই ধারাতে হইয়াছে। কিন্তু সাক্ষির কোন বিপক্ষ লোক, তাহার সঙ্গে একি ভিটাতে থাকে বলিয়া, সেই বিপক্ষ লোককে সমন দিলে, তাহা উপযুক্তমতে জারী হইল, ঐ ধারার এমন ভাব বুঝিতে হইবেক না। দুই জন যদি নিতান্ত এক সঙ্গে আহার ব্যবহার না করিয়া থাকে, কিম্বা একি ঘরে যদি না থাকে, তবে এক জনের নামের সমনপত্র অন্য জনকে দিলেও প্রচুর হয় না। এই ধারার কথা ধরিয়া প্রতারণার কার্য্য না হয়, এই জন্যে মনোযোগ থাকা আবশ্যক।

46. Under Section 159, it will be observed that, in future, witnesses who keep out of the way so that

৪৬। ১৫৯ ধারার এই বিধি জানিবা। সমন জারী না হইবার নিমিত্তে যদি কোন সাক্ষী দেখা না দেয়, তবে

they cannot be served are not to be proceeded against without proof that their evidence is material, and their property is not to be attached, except at the instance of the party summoning them.

47. The lower Courts should pay particular attention to the rule in Section 172 which requires that all evidence shall be taken under the personal superintendence of the Judge, and that if he does not write it down himself, he shall make a memorandum of the substance, which he shall sign and file with the record, recording the reason of his inability whenever he is unable to do so. The Zillah Judges will take notice of all violations of this rule which come under their notice.

48. The authority conveyed in Sections 180 and 181 to appoint suitable persons to make local investigations, or to investigate accounts, and to charge their expenses to the party at whose instance and for whose benefit they are appointed, is a most valuable one, and it will be the fault of the Courts, henceforward, if they employ any other than well qualified and trustworthy persons to perform these duties.

49. It will be seen that there is a material difference in the mode in which the Court may deal with the reports of Commissioners appointed for local investigations under Section 180 and of those appointed to investigate accounts under Section 181. The report in the former case must be received as evidence, although the Commissionermay b e examined touching his proceedings, and the Court may, of course, attach its own weight to the evidence; but in the latter case the Court may instruct the Commissioner to submit his proceedings with or without a report, or, if dissatisfied with his proceedings, may direct further enquiry.

50. The decree (Section 189) is, it will be seen, altogether distinct from the judgment, although it also must be signed by the Judge. The form will be as follows.

Court of the Principal Sudder Ameen of the 24-Pergunnahs.

Dated 20th August, 1849.

No. 220 of 1859.

RADHAMOHUN BANERJEE, son of RAJKISSEN BANERJEE, inhabitant of

Mouzah Andool Pergunnah, Myda, *Plaintiff,*

versus

RAJKISSEN BHUTTACHARJ, son of DENONATH BHUTTACHARJ, inhabitant of

Rampore, Pergunnah Myda, *Defendant.*

Suit for (extract particulars of claim given in the Register of the suit.)

This cause coming on to be heard and debated this present day before Baboo————, Rai Bahadoor, Principal Sudder Ameen, of Zillah 24-Pergunnahs, in the presence of Baboo Gour Doss Bysackh, counsel for the Plaintiff, and Moonshee

তাহার সাক্ষ্য গুরুতর বটে ইহার প্রমাণ না হইলে তাহার বিপক্ষে কোন কার্য্য করা যাইতে পারিবেক না, ও যে পক্ষ তাহাকে সমন করায় তাহার প্রার্থনা না হইলে ঐ সাক্ষির সম্পত্তিও ক্রোক করিতে হইবেক না।

৪৭। অধস্থ সকল আদালতের ১৭২ ধারাতে বিশেষমতে মনোযোগ করিতে হয়। তাহাতে এই আজ্ঞা হইয়াছে। সকল সাক্ষ্য বিচারপতির নিজ তত্ত্বাধীনে লইতে হইবেক। ও তাহা যদি আপনি লিখিয়া লইতে না পারেন, তবে তাহার মর্ম্মের খোলাসা লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিয়া মোকদ্দমার নথীতে রাখিবেন। তাহা যদি লিখিতে না পারেন তবে যে কারণে পারিলেন না তাহা লিখিবেন। এই বিধি না মানিয়া কোন কর্ম্ম হইয়াছে জানিতে পাইলে, জিলার জজ সাহেবেরা তাহার তত্ত্ব লইবেন।

৪৮। ১৮০ ও ১৮১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহা বড় ভারী বটে। অর্থাৎ সরেজমীনে তদারক করিবার জন্যে কিম্বা হিসাব মোকাবিলা করিবার জন্যে, উপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিবার, ও যে পক্ষের প্রার্থনামতে ও যাহার উপকারের জন্যে ঐ লোককে নিযুক্ত করা যায় তাহার স্থানে ঐ লোকের খরচ লইবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। ইহার পরে যদি আদালতসকল ঐ২ কর্ম্ম করিবার জন্যে উপযুক্তমতের ক্ষমতাপন্ন ও বিশ্বাস যোগ্য লোক ছাড়া অন্য লোককে নিযুক্ত করেন তবে তাহা আদালতের দোষ হইবেক।

৪৯। সরেজমীনে তদারক করিবার জন্যে ১৮০ ধারাতে যে আমীনেরা নিযুক্ত হয়, ও হিসাব মোকাবিলা করিবার জন্যে ১৮১ ধারামতে যে আমীনেরা নিযুক্ত হয়, তাহারদের রিপোর্ট লইয়া আদালত যে নিয়মমতে কার্য্য করিতে পারেন তাহার গুরুতর বিশেষ আছে। যে আমীন সরেজমীনে তদারক করে তাহার কার্য্যবিষয়ে যদিও তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক, তথাপি তাহার রিপোর্ট প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য করিতে হইবেক, সুতরাং আদালত আপনার বিবেচনামতে সেই প্রমাণের মাতবরী নির্ণয় করিবেন। কিন্তু হিসাব মোকাবিলা করিবার আমীনকে আদালত রিপোর্ট সমেত কি রিপোর্ট বিনা আপনার কার্য্যের ফল জানাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই কার্য্যেতে সন্তুষ্ট না হইলে অধিক তদারক হইবার হুকুম করিতে পারিবেন।

৫০। ১৮৯ ধারাতে যে ডিক্রীর কথা আছে তাহা ও নিষ্পত্তি ভিন্ন। কিন্তু তাহাতেও বিচারপতির দস্তখৎ করিতে হইবেক। ডিক্রী লিখিবার পাঠ এই।

চব্বিশপরগনার প্রধান সদর আমীনের আদালত।

১৮৫৯ সাল ২০ আগষ্ট।

১৮৫৯ সালের ২২০ নম্বর।

পরগনে ময়দা মৌজা আন্দুল নিবাসি রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যার পুত্র রাধামোহন বাঁড়ুয্যা ফরিয়াদী

বনাম

পরগনে ময়দা মৌজা রামপুরনিবাসি দিননাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য আসামী।

(মোকদ্দমার রেজিষ্টরে দাওয়ার যে বেওরা লেখা হইয়াছে তাহার চুম্বক লিখিয়া) অমুক বাবতের মোকদ্দমা।

ফরিয়াদীর উকীল বাবু গৌরদাস বসাক ও আসামীর উকীল মুনশী আব্বাস আলি উপস্থিত থাকিতে, (কিম্বা বাদিপ্রতিবাদী নিজে হাজির হইলে তাহারদের নাম লিখিতে হইবেক) এই মোকদ্দমা জিলা চব্বিশপরগনার প্রধান সদর আমীন বাবু————রায় বাহাদুরের সম্মুখে অদ্য

Abbas Ali, counsel for the defendant, (or if the parties appear in person, mention their names) and the evidence, oral and documentary, produced by the Plaintiff and the defendant respectively having been heard, and due consideration having been given to what was alleged by the counsel (or by the parties) on both sides, the Court orders and decrees that (here state the decretal order in terms of the judgment, where costs are awarded, give a detail of the costs which either party is to pay, and insert the other particulars required by the 190th and following Sections of the Code).

Seal
of
Court.

Principal Sudder Ameen.

The terms of the decretal order should be carefully studied before the decree is signed, and the directions should be precise, so that there may be no ambiguity.

51. The following shall be the form of the notice which the Court is to issue under Section 216.

Court of the — ————————.
No. —— of ——————————.
—————————————— Decree holder.
—————————————— Judgment debtor.

————

To————, inhabitant of ——— take notice that an application has this day been made by ——, inhabitant of ——————, for enforcement of the decree passed against you on the ——————, in the suit noted in the margin, and that you are required to appear on or before the ——————, and show cause why execution of the said decree should not issue against you, failing which, an order for execution will forthwith issue in terms of the application.

Given under my hand and the seal of this Court.

Seal
of
Court.

Principal Sudder Ameen.

52. Resistance of process in cases of attachment or seizure of moveable property is still punishable under Section 25, Regulation IV. of 1793, which has not been repealed. No provision has been made in the code for the punishment of resistance in these cases.

53. The prohibitory orders in Sections 234, 235 and 236 may have the same heading as the notice

শুনা গেল ও তাহার উপর তর্কবিতর্ক হইল। ও ফরিয়াদী ও আসামী, জোবানী ও দলীলী যে কসল প্রমাণ উপস্থিত করে তাহা শুনা গিয়াছে, ও উভয় পক্ষের উকীলেরা (কিম্বা বাদি প্রতিবাদী) যে সকল কথা কহিল তাহার উপযুক্তমতে বিবেচনা হইয়াছে। তাহাতে আদালত এই হুকুম ও ডিক্রী করেন। (নিষ্পত্তিতে যে কথা আছে সেই কথামতে ডিক্রীর হুকুম এই স্থলে লিখিতে হইবেক, ও যদি খরচার হুকুম হয় তবে যে পক্ষের যত খরচা দিতে হইবেক তাহা, ও নূতন আইনের ১৯০ধারাতে ও তাহার পর কএক ধারাতে যে সকল কথা লিখিবার হুকুম হইয়াছে তাহাও এই স্থলে লিখিতে হইবেক।)

আদালতের
মোহর

শ্রীঅমুক।
প্রধান সদর আমীন।

ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবার পূর্ব্বে, হুকুমেতে যে সকল শব্দের ব্যবহার হয় তাহা ভালমতে বিবেচনা করিতে হইবেক, ও হুকুমের অর্থ অতিস্পষ্ট হয় ও তাহাতে কিছু সন্দেহ না জন্মে।

৫১। ২১৬ ধারামতে আদালতের যে এত্তেলা জারী করিতে হইবেক তাহা লিখিবার এই পাঠ।

————————আদালত।
————সালের————নম্বর।
——————————————ডিক্রীদার।
——————————————ডিক্রীমতের খাতক

————

অমুক স্থাননিবাসি শ্রী অমুক প্রতি আগে। তোমাকে এই এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে। হাঁশিয়াতে যে মোকদ্দমার উল্লেখ হইয়াছে সেই মোকদ্দমাতে অমুক তারিখে তোমার বিপক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছিল, অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক অদ্য সেই ডিক্রী জারী হইবার দরখাস্ত করিয়াছে। অতএব তোমাকে হুকুম হইতেছে যে, তুমি অমুক তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে হাজির হও, ও তোমার বিপক্ষে সেই ডিক্রী জারীর হুকুম বাহির না হয় ইহার কোন কারণ দর্শাও। ইহাতে ত্রুটি করিলে, উক্ত দরখাস্তমতে ডিক্রীজারীর হুকুম অব্যাজে বাহির হইবেক।

এই আদালতের মোহর ও দস্তখৎক্রমে দেওয়া গেল।

আদালতের
মোহর

শ্রী অমুক।
প্রধান সদর আমীন।

৫২। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কি ধরিয়া লইবার কিছু বাধা করা গেলে, তাহার দণ্ড এখনও ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২৫ ধারামতে হইতে পারিবেক। সেই ধারা রদ হয় নাই। এমন স্থলে বাধা করিবার দণ্ডের কোন বিধি এই আইনেতে হয় নাই।

৫৩। ২৩৪ ও ২৩৫ ও ২৩৬ ধারার লিখিত নিষেধের শিরোভাগের কথা ৫১ দফার লিখিত এত্তেলার

in para. 51. The body of the order, however, will run thus.

Whereas the decreeholder in the case abovementioned has applied for attachment of the following property, viz ———, and it appears that the aforesaid property is at present in your possession, take notice, therefore, that you are hereby prohibited from (here give the prohibition in terms as nearly as possible of the Sections referred to describing with precision the property referred to.)

Given under my hand and the seal of this Court.

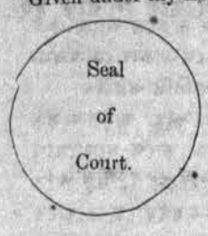

Principal Sudder Ameen.

A slight variation will adapt these forms to the notices of attachment authorized in Section 237.

54. The attention of the Courts is called to the provisions of Sections 243 and 244, which confer on them the power of postponing, at the instance of the judgment debtor, a sale in execution of decree if they are satisfied that the amount may be raised by mortgage or lease. Care must be taken that this power is not so exercised as to inflict an injury on the decreeholder.

55. Sales of land paying Revenue to Government are only to be made through the Collector under Section 248 in the event of the Government so directing. Where no special authority has been given by the Government to the Collector they will be held, as heretofore, by an officer of the Civil Court.

56. Section 260 prohibits suits for the recovery of lands sold in execution of decree when founded on the plea that they were purchased benamee.

57. Sections 270 and 271 introduce an important alteration in the principle on which sale-proceeds have hitherto been distributed.

58. The Chapters on reference to arbitration and proceedings on agreement of parties also contain much new matter which should be noted.

59. Section 333 directs that the period allowed for appeal shall be reckoned exclusive of the time requisite for obtaining a copy of the decree appealed against. In granting copies of decrees, therefore, the lower Courts will be careful to endorse on them the date of application for copies and the date when such copies were ready for delivery to the appellant. When the requisite stamps are not filed with the petition, the date of application must be considered to be that on which the stamps were filed and the Mohurirs were enabled to commence the preparation of the copies. The endorsement therefore must

শিরোভাগের মত হইতে পারিবেক, কিন্তু ঐ হুকুমের মূলপাঠ এই।

উক্ত মোকদ্দমার ডিক্রীদার এই২ সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, এমত প্রার্থনা করিয়াছে, অর্থাৎ ————— ও সেই সম্পত্তি এইক্ষণে তোমার দখলে আছে এমত দৃষ্ট হইতেছে। এই হেতুতে এই এত্তেলা গ্রহণ কর, তোমাকে এই নিষেধ করা যাইতেছে যে (এই স্থলে উক্ত তিন ধারাতে যে২ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে সাধ্যমতে সেই শব্দ লিখিতে হইবেক ও যে সম্পত্তির উল্লেখ হয় তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্ণয় করিতে হইবেক।

এই আদালতের দস্তখৎ ও মোহরক্রমে দেওয়া গেল।

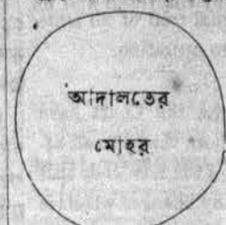

শ্রী অমুক।
প্রধান সদর আমীন।

এই পাঠের যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলে ২৩৭ ধারার লিখনমতে ক্রোক করিবার এত্তেলার উপরও খাটিবেক।

৫৪। সকল আদালতের বিচারপতিদিগকে ২৪৩ ও ২৪৪ ধারার বিধানেতে মনোযোগ করিতে আদেশ হইতেছে। তাহাতে তাঁহারদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে, সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গেলে কি তাহার পাট্টা করিয়া দেওয়া গেলে ডিক্রীর টাকা আদায় হইতে পারে, আদালত ইহা খাতিরজমামতে জানিতে পারিলে, ডিক্রীমতের খাতকের প্রার্থনামতে, ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির যে নীলাম হইত তাহা স্থগিত করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই ক্ষমতামতে কার্য্য হইলে ডিক্রীদারের কিছু হানি না হয় এই বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবেক।

৫৫। গবর্ণমেণ্ট যদি হুকুম করেন তবে সরকারের খেরাজী জমীর নীলাম ২৪৮ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা হইতে পারিবেক। কালেক্টর সাহেব যদি গবর্ণমেণ্টহইতে বিশেষ ক্ষমতা না পান, তবে পূর্ব্বাবধি যেমন হইয়া আসিতেছে তেমনি সেই নীলাম দেওয়ানী আদালতের আমলার দ্বারা হইবেক।

৫৬। জমী যদি ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইয়া থাকে, তবে সেই জমীর বেনামী খরীদ হইয়াছিল বলিয়া তাহা উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা করিতে ২৬০ ধারাতে নিষেধ হইয়াছে।

৫৭। নীলামের উৎপন্ন টাকা পূর্ব্বাবধি যে নিয়মমতে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইত সেই নিয়মের পরিবর্ত্তন ২৭০ ও ২৭১ ধারাতে গুরুতর ভাবে হইয়াছে।

৫৮। সালিসীতে অর্পণ করিবার বিধির, ও উভয় পক্ষের একরারনামা হইলে যেরূপে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার বিধির অধ্যায়েতে, অনেক নূতন বিধি হইয়াছে। তাহাতেও মনোযোগ করিতে হইবেক।

৫৯। ৩৩৩ ধারাতে এই হুকুম হইয়াছে। যে ডিক্রীর উপর আপীল হইবেক সেই ডিক্রীর নকল পাইবার জন্যে যত সময় আবশ্যক হয় তাহাছাড়া ঐ আপীলের মিয়াদ গণ্য করিতে হইবেক। অতএব অধঃস্থ আদালত যখন ডিক্রীর নকল দিবেন তখন সেই নকল পাইবার দরখাস্ত যে তারিখে হইয়াছিল তাহা, ও সেই নকল আপেলাণ্টকে দিবার জন্যে যে তারিখে তৈয়ার হয় তাহা ঐ নকলের পিঠে লিখিতে অধঃস্থ আদালতের মনোযোগ করিতে হইবেক। দরখাস্তের সঙ্গে যদি প্রয়োজনমতের ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করা না যায়, তবে ঐ ইষ্টাম্প কাগজ যে তারিখে দাখিল করা যায় ও মুহুরীরেরা সেই নকল প্রস্তুত করিবার কার্য্য আরম্ভ

always state, on what date the stamp papers were deposited. The appellate Court should be careful to notice any delay in furnishing these copies.

60. Where appeals are preferred from decisions passed before the 1st of July, and appellants would be deprived of any right in reference to the procedure of the suit by the operation of Act VIII. of 1859 the appeal must be heard under the old Law. A similar rule applies to the original trial of all suits, pending when this Act came into operation.

61. In the preceding remarks the Court have not thought it necessary to do more than to call attention to the principal features of the new code and to the most important of the many changes which it introduces in the old system of procedure. The code itself, must be thoroughly studied section by section. Its success in the different Courts depends in a peculiar degree on the judgment and discretion with which it is worked by individual Judges, and neither the one nor the other can be exercised to any purpose without a perfect familiarity with its provisions.

62. The Court request that the Zillah Judges will exert themselves to preserve uniformity in the working of the code in their respective districts and that they will communicate freely with them whenever they experience any difficulties.

63. The Court will expect a report in July, 1860, on the results of the past year's experience of the code in the several Courts of each district.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 29th July, 1859.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

APPOINTMENTS.

The 3rd September, 1859.

Baboo Chundee Churn Banerjea, Moonsiff of Pegumgunge, to be Moonsiff of Toobkibaggrah, Moulvie Mahomed Ali, Moonsiff of Ameergong, to be Moonsiff of Begumgunge, and Moulvie Abdool Khalick, Moonsiff of Toobkibaggrah, to be Moonsiff of Ameergong, Zillah Tipperah.

A. W. RUSSELL, *Register.*

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের হুকুম।

৫৪৮৮ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।

কিস্তিকাটের জন্য আসিষ্টান্ট তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত

[*Government Gazette, 20th September, 1859.*]

করিতে পারে, সেই তারিখ দরখাস্ত দিবার তারিখ বলিয়া জ্ঞান হইবেক। অতএব ইষ্টাম্প কাগজ যে তারিখে দেওয়া গিয়াছিল, সেই তারিখ ঐ নকলের পিঠে সর্ব্বদা লিখিতে হইবেক। ঐ নকল দিবার কিছু বিলম্ব হইলে, আপীল আদালত তাহার তত্ত্ব লইতে মনোযোগ করিবেন।

৬০। জুলাই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর যদি আপীল উপস্থিত করা যায়, ও ১৮৫৯ সালের ৮ আইনমতে কার্য্য হইলে যদি মোকদ্দমার কার্য্য চলনসম্পর্কে আপেলাণ্টেরদের কোন স্বত্বের হানি হয়, তবে সেই আপীল পুরাতন আইনমতে শুনিতে হইবেক। এই আইন যে সময়ে চলিতে লাগে সেই সময়েতে প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার উপরও তদ্রূপ বিধি খাটে।

৬১। পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য কথাতে সদর আদালতের সাহেবেরা নূতন আইনের প্রধান২ ভাগে মনোযোগ করাইয়াছেন, ও কার্য্য করিবার পুরাতন বিধির অতি গুরুতর অংশেতে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে মনোযোগ করাইয়াছেন, ইহার অধিক করা তাঁহারদের আবশ্যক বোধ হইল না। কিন্তু সেই নূতন আইনের এক২ ধারা লইয়া সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে হয়। এক২ জন বিচারপতি সদ্বিচার ও সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক সেই আইনমতে কার্য্য করিলে, নানা আদালতের কার্য্যের সফলতার সম্ভাবনা। ও তাহার বিধান উত্তমরূপে অভ্যাস না হইলে, সদ্বিচার কিম্বা সদ্বিবেচনামতে সফলরূপে কার্য্য হইতে পারিবেক না।

৬২। ঐ আইনমতে কার্য্য করিবার নিয়মের ঐক্য রক্ষা করিবার জন্যে জিলার জজ সাহেবেরা আপন২ জিলার মধ্যে যত্নবান হন, ও কিছু কঠিন জ্ঞান হইলে তাঁহারা অবাধিতরূপে সদর আদালতে লিখিয়া জ্ঞাত করেন, সদর আদালতের সাহেবেরদের এই আদেশ।

৬৩। প্রত্যেক জিলার নানা আদালতে সেই আইনমতে এক বৎসর কার্য্য চালাইয়া যে ফল হয় তাহার রিপোর্ট সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে পাইতে চাহেন।

এ ডবলিউ রসেল।
রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ২৯ জুলাই।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।

জিলা ত্রিপুরার বেগমগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু চণ্ডীচরণ বাঁড়ুয্যা তুবকিবাগরার মুনসেফ হইবেন। ও আমীরগাঁয়ের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আলি বেগমগঞ্জের মুনসেফ হইবেন। ও তুবকিবাগরার মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী আবদুল খালিক আমীরগাঁয়ের মুনসেফ হইবেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

টি হেজ সাহেব (Mr. T. Hayes,) নদীয়ার নদীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১০ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত কাপ্তান কম্বর সাহেব ও শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট স্কন সাহেব (Captain Comber, and Lieutenant Sconce,) যে তারিখে উক্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই তারিখঅবধি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট বি ডবলিউ ডি মর্টন

সাহেবের (Lieutenant B. W. D. Morton,) আপন কর্ম্মে ফিরিয়া না যাওনপর্য্যন্ত শ্রীযুত কাপ্তান ই পি লই সাহেব (Captain E. P. Lloyd,) আসামের কমিস্যানর সাহেবের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান আসিস্টাণ্ট হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১০ সেপ্টেম্বর।

কলিকাতার শ্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেবের স্থানে প্রাপ্ত হাজারীবাগের ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত পাদরি এচ স্মিথ সাহেবের (Revd. H. Smith,) যে ছুটী গত মাসের ২৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইয়াছিল তাহা গত মাসের ৩ তারিখঅবধি অথবা যে তারিখে তিনি ঐ ছুটী লইতে পারেন সেই তারিখঅবধি চলিবেক।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশ্‌তার শ্রীযুত সি জে মাকেঞ্জি সাহেব (Mr. C. J. Mackenzie,) কাণ্ডিয়া নামক জাহাজে গত মাসের ২৪ তারিখে ভারতবর্ষহইতে প্রস্থান করিয়াছেন এমত রিপোর্ট করেন।

রিবর্স তামসন।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

---

৩১০ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৩০ আগষ্ট।

মধীপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ সি কষ্টলি সাহেবকে (Mr. W. C. Costley,) পোলীসের কার্য্যকারকের কর্ম্মহইতে স্বতন্ত্র করা গেল ও তিনি ১৮৫৯ সালের ১০ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বি আর পেরি সাহেবকে (Mr. B. R. Perry,) পোলীসের কার্য্যকারকের কর্ম্মহইতে স্বতন্ত্র করা গেল ও তিনি ১৮৫৯ সালের ১০ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত শ্রীযুত এ টি মাক্লিন সাহেব (Mr. A. T. Maclean,) শান্তিপুর এলাকাখণ্ডের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ কাশীম কাক বাজারের এলাকাখণ্ডের কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ১৮২১ সালের ৩আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণে ও ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারাতে মাজিষ্ট্রেটের আসিস্টাণ্টের যে বিশেষ ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে চাটিগাঁয়ে কর্ম্ম করিবেন।

ভদরকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ জি ডিয়র সাহেব (Mr. W. G. Deare,) বালেশ্বরে ও কটকে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত জে ডি ওয়ার্ড সাহেব (Mr. J. D. Ward,) ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের কর্ম্ম কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত আর জে রিচার্ডসন সাহেব (Mr. R. J. Richardson,) চাটিগাঁয়ের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত শাহাবাদের সিবিল ও সেশন জজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত এ ডবলিউ রসেল সাহেব (Mr. A. W. Russell,) চাটিগাঁয়ের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিবেন।

শ্রীযুক্ত টি পি লার্কিন্স সাহেব (Mr. T. P. Larkins,) চাটিগাঁয়ের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ৩০ আগষ্ট।

শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল গত মাসের ২৫ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে আড়াই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গৌরদাস বসাক আগামি অক্টোবর মাসের ১ তারিখঅবধি কিম্বা যে তারিখে ছুটী লইবেন সেই তারিখঅবধি অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু গৌরদাস বসাককে যে ছুটী দেওয়া গেল তাহা শেষ হইবার তারিখঅবধি বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আবদুল্লা অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।

নিম্নের লিখিত কার্য্যকারকেরা অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আগামি দশহরার বন্দে ছুটী পাইয়াছেন বিশেষতঃ

দিনাজপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত জেম্‌স রাইলি সাহেব (Mr. James Reily,)

বাকরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ।

ময়মনসিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত সৈয়দ আহমদ বকস।

বাকরগঞ্জের সদর আমীন ও মুনসেফ শ্রীযুত বাবু দিগম্বর বিশ্বাস।

পশ্চিম বর্দ্ধমানের সদর আমীন ও মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আলী হয়দর।

ভাগলপুরের সদর আমীন ও মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ ওয়াজিদ খাঁ।

বগুড়ার সদর আমীন ও মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী গোলাম বতুল তামকিন।

পশ্চিম বর্দ্ধমানের ফতওয়াদায়ক শ্রীযুত মৌলবী আবদুর রহমান।

রাজশাহীর ফতওয়াদায়ক শ্রীযুত মৌলবী আমীর উদ্দীন আহম্মদ অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখঅবধি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ত্রিহুতের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত ই ডাকস্টা সাহেব (Mr. E. DaCosta,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ই এচ লশিংটন।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের এক্টিং সেক্রেটারী।

[Government Gazette, 20th September, 1859.]

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.
OPIUM

গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।
আফিম।

আফিমের ইশ্‌তিহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১৪ অক্‌টোবর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৭। ৫৮ সালের পয়দায়শী আফিমের দশম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২২৬০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের এজেন্সীর উৎপন্ন আফিম	১৯১৫
বানারসের এজেন্সীর উৎপন্ন আফিম	৩৪৫
জুমলা সিন্দুক	২২৬০

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ সরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৮ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিম্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৯ সালের ১৯ এবং ২৯ অক্‌টোবর এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারান যে সকল প্রমিস্বরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সবত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরী রসিদ অথবা কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৯ সালের ১৯ অক্‌টোবর বুধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের লাটখালাসী সববে কিম্মতের পূরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদিস্যাৎ কোন হেতুপ্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যকমতে তারিখ বদল করিবেন ইতি।

			বেহারের সিন্দুক	বানারসের সিন্দুক	জুমলা সিন্দুক
সন ১৮৫৯ সালের	৭ নবেম্বর	সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯১৫	৩৪৫	২২৬০
ঐ	৫ ডিসেম্বর	সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯৩৪	৩৭৯	২৩১৩
			৩৮৪৯	৭২৪	৪৫৭৩

বিমোজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

এতদ্দ্বারা ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ইংরেজির ৩০। ৩১ ডিসেম্বর ও ৬০ ইংরেজির জানুআরি মাসের ১। ২। ৩ তারিখ মোতাবেক ১২৬৬ বাঙ্গলার ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০ পৌষ তারিখে জিলা কাছাড়ে বাৎসরিক মেলা ঐ জিলার শীলচার মোকামে হইবেক গত মেলার মত উত্তম২ গো মহিষ ইত্যাদি আনার জন্যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহা এ মেলাতেও দেওয়ান যাইবেক।

ব্যবসায়ি লোকদিগের ব্যবহার জন্যে দোকান ঘর সকল প্রস্তুত থাকিবেক মেলাতে ঘোড় দৌড় ও বাজি ইত্যাদি তামাসা হইবেক।

আর জানান আবশ্যক যে গত মেলাতে অনেক ঘোড়া ও গাড়ি মহিষের পাল ও নানাবিধ দ্রব্যাদি জড় হইয়াছিল ও সমুহ লোক আগত হইয়াছিল ইতি।

আর ষ্টুয়ার্ট। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশ্‌তিহার।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১০ আইন ও ১১ আইন এবং ১৪ আইন ইঙ্গরেজী বাঙ্গলাসহ শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা নীচের লিখিত মুল্য প্রেরণ করিলেই পাইবেন এবং ডাকে পাঠাইতে হইলে তাহার মাসুল আলাহিদা দিতে হইবেক ইতি।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন মূল্য	...	...	...	...	...	৫ ৷৷০ টাকা
১৮৫৯ সালের ১০ আইন ঐ	...	...	...	...	...	২৷৷০
১৮৫৯ সালের ১১ আইন ঐ	...	...	...	...	...	১৲
১৮৫৯ সালের ১৪ আইন ঐ	...	...	...	...	...	৷৷০
এককালীন সমুদয় আইন লইলে তাহার মুল্য			...	...	..	৯৲

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২০ সেপ্টেম্বর।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

CALCUTTA PUBLIC LIBRARY

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ২৭ সেপ্টেম্বর।

DRAFTS OF ACTS.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 30TH AUGUST 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 27th August 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 3rd of December next:—

A Bill to prevent the over-crowding of Vessels carrying Native Passengers in the Bay of Bengal.

[Preamble.]

WHEREAS it is necessary to prevent the over-crowding of Vessels carrying Native Passengers across the Bay of Bengal from and to Ports in the Presidency of Fort Saint George, and between such Ports and Ceylon, and from and to Chittagong and other Ports in the Province of Orissa; It is enacted as follows:—

[Act repealed.]

I. Act I. of 1857 is hereby repealed.

[Number of Native Passengers to be carried in unlicensed Vessels.]

II. No Vessel shall carry Native Passengers from any Port or place under the Presidency of Fort St. George or from Chittagong or from any Port in the Province of Orissa, to any Port or place on the Eastern Coast of the Bay of Bengal or in the Straits of Malacca or in Ceylon; or from any Port or place on the Eastern Coast of the Bay of Bengal or in the Straits of Malacca, to any Port or place under the Presidency of Fort St. George, or to Chittagong, or to any Port in the Province of Orissa, in a proportion greater than one Passenger to every four tons of the burden of such Vessel, without a license.

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৩০ আগষ্ট।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ২৭ আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। আগামি ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখের পর তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

এদেশীয় লোকদিগকে বঙ্গ দেশের উপসাগর দিয়া যে জাহাজে লইয়া যায় সেই জাহাজে অত্যধিক চড়নদারকে লইয়া যাওয়া নিবারণ করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

বঙ্গ দেশের উপসাগর পার করিয়া এদেশীয় লোকদিগকে মান্দ্রাজ রাজধানীর কোন বন্দরে, ও সেই বন্দর হইতে সিংহলদ্বীপে ও চাটিগাঁয়ে ও উড়িষ্যা দেশের অন্য২ বন্দরে যে২ জাহাজে লইয়া আসা যাওয়া হয় সেই সকল জাহাজে অত্যধিক লোককে ভরিয়া লওয়া নিবারণ করা আবশ্যক। এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[যে আইন রদ হইল তাহার কথা।]

১ ধারা। ১৮৫৭ সালের ১ আইন ইহাতে রদ হইল ইতি।

[অনুমতিপত্র না হইলে এদেশীয় যত লোককে কো জাহাজে লইতে পারিবেক তাহার কথা।]

২ ধারা। কোন জাহাজের অনুমতিপত্র না হইলে সেই জাহাজে যত বোঝাই ধরে তাহার চারি টন বোঝাই প্রতি এক জনের হিসাবে, এই২ স্থানে লইয়া যাইতে পারিবেক, তাহার অধিক লইতে পারিবেক না। অর্থাৎ মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন কোন বন্দর কি স্থানহইতে কিম্বা চাটিগাঁহইতে কিম্বা উড়িষ্যা দেশের কোন বন্দর হইতে, বঙ্গ দেশের উপসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলের কি মলাকার মোহনার কি সিংহলদ্বীপের কোন বন্দরে কি স্থানে, অথবা বঙ্গ দেশের উপসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলের কি মলাকার মোহনার কোন বন্দর কি স্থানহইতে মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন কোন বন্দরে কি স্থানে, কি চাটিগাঁয়ে, কি উড়িষ্যা প্রদেশের কোন বন্দরে ইতি।

[Number of Native Passengers to be carried in licensed Vessels. Exception as to licensed Vessels sailing in ballast from certain parts of the Coast of Ceylon.]

III. No Vessel shall be licensed to carry Passengers on any such voyage as aforesaid, in a proportion greater than one Passenger to every ton of burden, nor unless the Vessel has space on a deck or platform under hatches reserved for the accommodation of the Passengers in the proportion of six superficial feet for every Passenger, with not less than five feet clear between the upper deck and the lower deck or platform; except a Vessel proceeding in ballast from any part of the Coast of the Gulf of Manar or Palk's Strait to any Port or place in Ceylon which may be licensed to carry a number of Passengers not exceeding the proportion of two and a half to every ton of her burden, provided that the whole of the space usually allotted for cargo and not occupied by ballast, be kept for the accommodation of the Passengers, and for storing the provisions and water for their use, and that the space left clear for the accommodation of the Passengers on the deck or decks of the Vessel be not less than four superficial feet for each Passenger.

[Penalty on Master of unlicensed Vessel.]

IV. The Master or Tindal of any Vessel which shall carry Native Passengers on any such voyage as aforesaid, without a license, in a proportion exceeding that laid down in Section I., shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees for each Passenger in excess of such proportion.

[Penalty on Master of licensed Vessel.]

V. The Master or Tindal of any licensed Vessel which shall carry on any such voyage a greater number of Passengers than is specified in the license, or in which the accommodation therein required shall not be afforded, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees for each Passenger in excess of such number, or for each Passenger who is not provided with accommodation agreeably to the license.

[Government to appoint Ports for shipment of Passengers, when the number of Passengers to be carried is greater than one to every four tons of burden.]

VI. Passengers in a greater number than one Passenger to every four tons of the burden of any Vessel, shall not be shipped from the territories under the Government of Fort St. George or from the Province of Orissa, for Ceylon or the Eastern Coast of the Bay of Bengal, or the Straits of Malacca; or from the Eastern Coast of the Bay of Bengal or the Straits of Malacca, for the said territories or Province or for Chittagong, except from such Ports as shall be from time to time appointed by the local Government by an Order published in the Government Gazette, and in the Straits Settlement in such manner as the Governor shall notify; and the Mas-

[অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত জাহাজে যত লোককে লইয়া যাইতে পারে, ও সিংহলদ্বীপের কোন২ স্থানহইতে যে জাহাজ নিলম লইয়া প্রস্থান করে তাহার বর্জিত কথা।]

৩ ধারা। কোন জাহাজের পূর্ব্বোক্ত কোন স্থানে যাইবার কি আসিবার সময়ে বোঝাই প্রত্যেক টনের উপর এক জনের হিসাবে লইবার অনুমতিপত্র পাওয়া যাইতে পারে, তাহার অধিক নহে। আরো সেই লোকেরদের থাকিবার জন্যে ফলকাযুক্ত তুতকে কি পরাঞ্চাতে জায়গা না থাকিলে, অর্থাৎ এক জনের নিমিত্তে আড়ে দীর্ঘে ছয় ফুটের হিসাবে জায়গা না থাকিলে, ও সেই তুতক কি পরাঞ্চাঅবধি উপরের তুতকপর্য্যন্ত পাঁচ ফুট ফাক না থাকিলে, লোকদিগকে লইয়া যাইতে পারিবেক না। কিন্তু বোঝাইয়ের এক২ টনপ্রতি আড়াই জনের হিসাবে লোকদিগকে লইবার অনুমতিপত্র পাইয়া যে জাহাজ নিলম বোঝাই লইয়া মানারের খাড়ির কি পাকের মোহনার কিনারার কোন দেশহইতে সিংহল উপদ্বীপের কোন বন্দরে কি স্থানে যাইতেছে এমত জাহাজের প্রতি ঐ বিধি খাটিবেক না। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে বোঝাই দ্রব্যের যে সকল জায়গাতে নিলম না থাকে, সেই সকল জায়গা চড়নদারেরদের থাকিবার জন্যে ও তাহারদের আহারীয় দ্রব্যের ও জলের নিমিত্তে দেওয়া যায়, ও জাহাজের তুতকে লোকেরদের থাকিবার জন্যে যে জায়গা খালী থাকে তাহাতে এক২ জনের নিমিত্তে আড়ে দীর্ঘে চারি ফুট জায়গা থাকে ইতি।

[যে জাহাজের অনুমতিপত্র নাই তাহার কাপ্তানের দণ্ডের কথা।]

৪ ধারা। কোন জাহাজ পূর্ব্বোক্তমতের অনুমতিপত্র না পাইয়া, ১ ধারাতে যে হিসাবে এদেশীয় লোকদিগকে লইতে পারে তাহার অধিক লোককে লইয়া যদি উক্ত কোন বন্দরে কি স্থানে যায়, তবে ঐ হিসাবের অধিক যত জন চড়নদার থাকে তাহারদের প্রত্যেক জনের নিমিত্তে ঐ জাহাজের কাপ্তানের কি তণ্ডেলের বিশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[যে জাহাজের অনুমতিপত্র হইয়াছে তাহার কাপ্তানের দণ্ডের কথা।]

৫ ধারা। কোন জাহাজের যদি অনুমতিপত্র হইয়া থাকে, ও সেই পত্রেতে যত জন চড়নদার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক লোককে যদি উক্ত কোন বন্দরে লইয়া যায়, কিম্বা এক২ জনের থাকিবার যত জায়গার হুকুম হইয়াছে তত জায়গা যদি না দেওয়া যায়, তবে যত জন লইবার অনুমতি হইয়াছে তাহার অধিক যত জনকে লয়, কিম্বা যত জনের সেই অনুমতিপত্রের মতে জায়গা না থাকে, তাহারদের এক২ জনের নিমিত্তে ঐ জাহাজের কাপ্তানের কি তণ্ডেলের বিশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[জাহাজের বোঝাইর চারি টনপ্রতি এক জনের অধিক লইতে হইলে জাহাজে তাহারদের চড়িবার বন্দর গবর্ণমেণ্টহইতে নিরূপণ হইবার কথা।]

৬ ধারা। কোন জাহাজের বোঝাইর চারি টনপ্রতি এক২ জনের অধিক চড়নদারকে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশহইতে কিম্বা উড়িষ্যা দেশহইতে সিংহলদ্বীপে কি বঙ্গ দেশের উপসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলে কি মলাকার মোহনায় জাহাজে লইয়া যাইতে পারিবেক না। ও স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ও মোহনার ধারের বাস স্থানে তথাকার গবরনর সাহেব যেরূপে হুকুম প্রকাশ করিয়া সময়ে২ যে২ বন্দর নিরূপণ করেন, সেই২ বন্দরহইতে না হইলে, বঙ্গ দেশের উপসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলহইতে কি মলাকার মোহনাহইতে উক্ত দেশে কি প্রদেশে কি চাটিগাঁয়ে লইয়া যাইতে পারিবেক না। ও বোঝাই বুঝিয়া যে হিসাবে লোককে লইবার কথা উপরে লেখা হইয়াছে তাহার অধিক লোককে যদি অন্য কোন বন্দর

ter or Tindal of any Vessel who shall take on board Passengers for such voyage from any other Port or place in a greater proportion to the burden of the Vessel than is above-mentioned, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees for each Passenger embarked.

[Grant of licenses to Vessels.]

VII. It shall be at the discretion of the Collectors of Sea Customs for the Ports appointed for shipping Native Passengers, or such other persons as the local Government may from time to time appoint for the purpose, to grant licenses to Vessels under this Act. Provided that such licenses shall not be granted, except for Vessels within the exception in Section II., till the Vessels have been surveyed according to such directions as shall be given from time to time by such local Government. The license shall describe the Vessel, her tonnage, and rig; the number of her boats, anchors, and cables; and what instruments for the purpose of navigation she is supplied with; also the name of the owner and of the Master or Tindal, and the number and composition of the crew; and shall specify the number of Passengers she may carry, and the space to be assigned for their accommodation.

[Certain licensed Passenger Vessels to carry provisions according to appointed scale.]

VIII. The Master or Tindal of any Vessel licensed to carry Passengers from any Port in the territories under the Government of Fort St. George or from Chittagong or from any Port in the Province of Orissa, to any Port or place on the Eastern Coast of the Bay of Bengal or the Straits of Malacca; or from any Port on the Eastern Coast of the Bay of Bengal or the Straits of Malacca, to any Port or place in the territories under the Government of Fort St. George, or to Chittagong, or to any Port in the Province of Orissa, which shall proceed on such voyage not being furnished with provisions and water according to such scale as shall be laid down from time to time by an order of the local Government published in the Government Gazette, and in the Straits Settlement in such manner as the Governor shall notify, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees for each Passenger in excess of the number fully supplied with provisions and water according to such scale.

[Penalty for omitting to supply Passengers with prescribed allowance of food and water.

IX. The Master or Tindal of any Vessel licensed to carry Passengers as aforesaid, who shall wilfully and without satisfactory excuse omit to supply to every Passenger the prescribed allowance of food and water, shall be liable for such omission to a fine which may extend to twenty Rupees for every Passenger who has suffered privation thereby.

[Supply of provisions on board Passenger Ships plying to and from Ceylon.]

X. The Master or Tindal of any Vessel licensed to carry Passengers from any Port under the Go-

কি স্থানহইতে উক্ত স্থানে কোন জাহাজে লইয়া যায়, তবে জাহাজ লওয়া সেই প্রত্যেক জনের নিমিত্তে সেই জাহাজের কাপ্তানের কি তণ্ডেলের বিশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[জাহাজের অনুমতিপত্র দিবার কথা।]

৭ ধারা। যে২ বন্দরে এদেশীয় লোকদিগকে জাহাজে লইবার অনুমতি হয়, সেই২ বন্দরে সমুদ্রের হাসিলের যিনি কালেক্টর হন তিনি, কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কোন লোককে সময়ে২ সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তিনি আপন বিবেচনামতে এই আইনমতের অনুমতিপত্র জাহাজে দিতে পারিবেন। কিন্তু স্থানবিশেষের সেই গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে বিধি করেন সেই বিধিমতে, কেবল ২ ধারার লিখিত বর্জ্জিত জাহাজ ছাড়া অন্য জাহাজের তত্তাদি না লওয়া গেলে, সেই অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবেক না। ঐ অনুমতিপত্রে এই২ কথা লিখিতে হইবেক। জাহাজ যে প্রকারের হয় ও তাহাতে কত বোঝাই ধরে ও তাহার যে প্রকারের রিজিন হয়, ও যত নৌকা ও লঙ্গর ও হামার থাকে, ও জাহাজ চালাইবার নিমিত্তে যে২ যন্ত্র থাকে, ও জাহাজের স্বামির ও কাপ্তানের কি তণ্ডেলের নাম, ও যত জন নাবিক ও তাহারা যে২ দেশাদির লোক হয়, ও সেই জাহাজে যত জনকে নিবার অনুমতি হয়, ও তাহারদের থাকিবার যত স্থান দিতে হইবেক, এই সকল কথা লিখিতে হইবেক ইতি।

[চড়নদারদিগকে লইবার অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন২ জাহাজের নিরূপিত হারানুসারে আহারাদি লইবার কথা।]

৮ ধারা। মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের কোন বন্দরহইতে কিম্বা চাটিগাঁহইতে কিম্বা উড়িষ্যা দেশের কোন বন্দরহইতে বঙ্গ দেশের উপসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলের কিম্বা মলাকার মোহনার ধারের কোন বন্দরে কি স্থানে, কিম্বা বঙ্গ দেশের উপসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলের কি মলাকার মোহনার ধারের কোন বন্দর কি স্থানহইতে, মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের কোন বন্দরে কি স্থানে কিম্বা চাটিগাঁয়ে কিম্বা উড়িষ্যা দেশের কোন বন্দরে লোকদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র যে জাহাজের হইয়াছে এমত কোন জাহাজে, স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ছাপাইয়া, ও মোহনার ধারের বসতি স্থানে তথাকার গবর্নর সাহেব যেরূপে প্রকাশ করেন সেইরূপে সময়ে২ হুকুম করিয়া যে হারমতে আহারাদি লইবার নিয়ম করেন সেই হারমতে যদি না লওয়া যায়, তবে সেই হারমতে যত জনের অন্নজল পূরামতে দেওয়া যায় তাহার অধিক প্রত্যেক জনের নিমিত্তে ঐ জাহাজের কাপ্তানের কি তণ্ডেলের বিশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[যত আহার ও জল দিবার হুকুম হয় তত না দিবার দণ্ড।]

৯ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে লোকদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন জাহাজের কাপ্তান কি তণ্ডেল চড়নদারেরদের এক২ জনের যত আহারের দ্রব্য ও জল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত যদি ইচ্ছা করিয়া ও খাতিরজমামতের ওজর না থাকিতেও না দেয়, তবে তাহাতে যত জনের অকুলান হইয়াছে তাহারদের এক২ জনের নিমিত্তে বিশ টাকাপর্য্যন্ত ঐ কাপ্তানের কি তণ্ডেলের জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[সিংহলদ্বীপে চড়নদারেরদের যে জাহাজের যাওয়া আসা হয় তাহার আহারাদির নিয়মের কথা।]

১০ ধারা। মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন বন্দরে সমুদ্রের হাসিলের কালেক্টর সাহেব, কিম্বা মা-

vernment of Fort St. George to Ceylon, who shall proceed on such voyage without having laid in a supply of water and provisions for the Passengers according to a scale to be fixed by the Collector of Sea Customs for such Port, or such other person as the Government of Fort St. George may from time to time appoint for the purpose, which shall be hung up at the Custom House of the Port, shall be liable to a fine not exceeding one hundred Rupees.

[List of Passengers to be signed by Master. Additional Passengers.]

XI. The Master or Tindal of any Vessel licensed to carry Passengers as hereinbefore provided, shall sign and deliver in duplicate to the principal Officer of Customs at the place of embarkation, or such other person as the local Government may from time to time appoint for the purpose, a list, according to the form annexed to this Act, of all Passengers to be conveyed in such Vessel; and such Officer, after satisfying himself of the correctness of the same, and that the number of Passengers authorized is not exceeded, shall countersign and return one such list to the Master or Tindal, to be produced to the proper Officer at the Port to which the Vessel is bound; and should any additional Passengers engage to proceed by such Vessel after such list has been so countersigned, the Master or Tindal may insert their names in the original list, obtaining the signature of the controlling Officer as before. The Officer in charge of the Customs may withhold the Port Clearance till this rule is complied with.

[Penalty for bringing Native Passengers into any Port on the Eastern Coast of the Bay of Bengal from any Foreign European Settlement, in excess of authorized proportion.]

XII. If any Vessel, bringing Native Passengers into any Port or place whatsoever on the Eastern Coast of the Bay of Bengal or in the Straits of Malacca, from any Foreign European Settlement situate on the line of coast within the limits of the Presidency of Fort St. George, shall have on board a greater number of Passengers than in the proportion prescribed in Section I. of this Act, the Master or Tindal of such Vessel shall be liable to a penalty of twenty Rupees for each Passenger in excess of such proportion.

[Penalty for impeding entry or inspection.]

XIII. The principal Officer in charge of the Customs at the Port of embarkation or of destination, or any person authorized by him, shall be at liberty at all times to enter and inspect any Passenger Vessel, and the fittings, provisions, and stores therein; and whoever impedes such entry or in-

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮২৯। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ অন্য যে ব্যক্তিকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তি, চড়নদারেরদের নিমিত্ত জলের ও আহারের দ্রব্যের যে হার নিরূপণ করেন, ঐ বন্দর হইতে চড়নদারদিগকে সিংহলদ্বীপে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন জাহাজের কাপ্তান কি তণ্ডেল যদি সেই হারানুসারে জল ও আহারের দ্রব্য জাহাজে না লয় তবে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক। যে হারানুসারে জল ও আহারের দ্রব্য লইতে হইবেক তাহার ফর্দ্দ ঐ বন্দরের কষ্টম হৌসে টাঙ্গান থাকিবেক ইতি।

[চড়নদারেরদের নামের ফর্দ্দে কাপ্তানের দস্তখৎ করিবারকথা ও অধিক চড়নদারকে লইবার কথা।]

১১ ধারা। ইহার পূর্ব্বের লিখিত বিধানমতে চড়নদারদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন জাহাজে যত জন চড়নদারকে লইতে হইবেক তাহারদের নামের দোকর ফর্দ্দ ঐ জাহাজের কাপ্তান কি তণ্ডেল এই আইনের শেষ ভাগের লিখিত পাঠানুসারে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিয়া, ঐ চড়নদারের জাহাজে উঠিবার স্থানে হামিলের প্রধান কার্য্যকারক যিনি হন তাঁহাকে কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিকে সময়ে২ সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে দিবেক। ও সেই ফর্দ্দ ঠিক আর ও যত জন চড়নদারকে লইবার অনুমতি হইয়াছে তাহার অধিক লওয়া যায় নাই ইহা খাতিরজমামতে জানিলে সেই কার্য্যকারক সাহেব ঐ দুই ফর্দ্দেতে দস্তখৎ করিয়া, এক ফর্দ্দ ঐ কাপ্তানকে কি তণ্ডেলকে ফিরিয়া দিবেন। ও জাহাজ যে বন্দরে যাইবেক সেই বন্দরে পঁহুছিলে, উপযুক্ত কার্য্যকারক সাহেবকে ঐ কাপ্তান কি তণ্ডেল ঐ ফর্দ্দ দিবেক। ঐ ফর্দ্দেতে উক্ত প্রকারে দস্তখৎ হইলে পর যদি অধিক কোন লোক সেই জাহাজে যাইতে করার করে, তবে কাপ্তান কি তণ্ডেল তাহারদের নাম সেই আসল ফর্দ্দে লিখিতে পারিবেক, ও তাহাতে পূর্ব্বোক্তমতে তত্ত্বাবধারক সাহেবের দস্তখৎ করাইবেক। এই বিধিমতে যাবৎ কর্ম্ম না হয়, তাবৎ হামিলের কর্ম্মের ভার যে সাহেবের প্রতি থাকে তিনি ঐ জাহাজের চলিয়া যাইবার অনুমতিপত্র না দিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি

[যত জনকে লইবার অনুমতি হয় তাহার অধিক এদেশীয় লোককে ইউরোপীয় কোন বিদেশীয় লোকেরদের বসতি স্থানহইতে বঙ্গ দেশের উপসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলের কোন বন্দরে আনিবার দণ্ডের কথা।]

১২ ধারা। মাদ্রাজ রাজধানীর সীমানার মধ্যে সমুদ্রের ধারে ইউরোপীয় যে কোন বিদেশীয় লোকেরদের বসতি স্থান থাকে সেই স্থানহইতে যদি কোন জাহাজে এদেশীয় কোন লোককে বঙ্গ দেশের উপসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলের কি মলাকার মোহনার ধারের কোন বন্দরে কি স্থানে আনা যায়, ও এই আইনের ১ ধারামতে যে হিসাবে লোকদিগকে লইবার অনুমতি আছে তাহার অধিক লোক যদি সেই জাহাজে থাকে, তবে সেই অধিক এক২ জনের নিমিত্তে ঐ জাহাজের কাপ্তানের কি তণ্ডেলের বিশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[জাহাজে উঠিবার কি দেখিয়া লইবার বাধা দিবার দণ্ডের কথা।]

১৩ ধারা। যে বন্দরে লোকেরা জাহাজে উঠে যে বন্দরে পঁহুছে সেই২ বন্দরে, হামিলের কর্ম্মের ভার প্রধান যে কার্য্যকারক সাহেবের হাতে থাকে তিনি, কিম্বা তাঁহাহইতে ক্ষমতাপন্ন কোন লোক সর্ব্বদাই চড়নদারের কোন জাহাজে উঠিয়া, সেই জাহাজ ও তাঁহাতে লোকেরদের থাকিবার স্থানের নিয়ম ও আহারাদি ও সরঞ্জাম দেখিয়া লইতে পারিবেন। ও যে কেহ তাঁহারদের জাহাজে উঠিবার কি তাহা দেখিয়া লইবার বাধা করে, কি জাহাজে উঠিতে কি তাহা দেখিয়া লইতে না

spection, or refuses to allow of the same, shall be liable to a fine not exceeding fifty Rupees.

[Penalty on landing Passenger at a place other than that at which he has contracted to land.]

XIV. If any Native Passenger in any Ship shall be landed at any Port or place other than the Port or place at which he may have contracted to land, unless with his previous consent, or unless such landing is made necessary by perils of the sea or other unavoidable accident, the Master shall for each offence be liable to a penalty not exceeding two hundred Rupees.

[Passenger's right of action preserved.]

XV. Nothing in this Act contained shall take away or abridge any right of action which may accrue to any Native Passenger, or to any other person, in respect of the breach or non-performance of any contract made with the Master or Owner of the Ship or his Agent.

[Adjudication of offences and recovery of penalties. Sum ordered to be paid leviable by distress on ship.]

XVI. All offences against this Act shall be punishable in a summary manner by a Magistrate. If the person directed to pay any penalty is the Master or Owner of a Ship, and the same is not paid at the time and in the manner prescribed by the order of payment, the Magistrate may, in addition to the means prescribed by law for enforcing payment, direct by warrant the amount remaining unpaid to be levied by distress and sale of the said Ship, her tackle, furniture, and apparel.

[Jurisdiction.]

XVII. For the purpose of the adjudication of penalties under this Act, any offence shall be deemed to have been committed within the limits of the jurisdiction of the Magistrate of the place where the offender is found.

[Application of penalties.]

XVIII. Any Magistrate imposing any penalties under this Act may, if he thinks fit, direct the whole or any part thereof to be applied in compensating any person for any wrong or damage which he may have sustained by the act or default in respect of which such penalty is imposed, or in or towards payment of the expenses of the proceedings.

[Interpretation. "Magistrate."]

XIX The word "Magistrate" in this Act shall include a Magistrate of Police appointed under Act XIII. of 1856, a Joint Magistrate, and any person lawfully exercising the powers of a Magistrate.

["Local Government."]

The words "Local Government" shall mean the person or persons for the time being immediately

দেয়, তাহার পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানাহইবেক ইতি।

[চড়নদার যে স্থানে উত্তরিবার করার করে তাহাছাড়া অন্য স্থানে উত্তরাইয়া দিবার দণ্ডের কথা।]

১৪ ধারা। কোন জাহাজের এদেশীয় কোন চড়নদার যে বন্দরে কি স্থানে উত্তরিবার করার করে, তাহাছাড়া যদি তাহাকে অন্য কোন বন্দরে কি স্থানে উত্তরাইয়া দেওয়া যায়, তবে তদ্রূপ একং অপরাধের জন্যে কাপ্তানের দুই শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক। কিন্তু যদি সেই চড়নদারের নিজ সম্মতিতে তাহাকে উত্তরাইয়া দেওয়া যায়, কিম্বা যদি সমুদ্রের কোন বিঘ্নপ্রযুক্ত কি অনিবার্য্য অন্য দুর্ঘটনাপ্রযুক্ত তাহাকে উত্তরাইয়া দেওয়া আবশ্যক হয় তবে সেই জরীমানা লাগিবেক না ইতি।

[চড়নদারেরদের নালিশ করিবার ক্ষমতা রক্ষা হইবার কথা।]

১৫ ধারা। জাহাজের কাপ্তানের কি স্বামির কি তাহার এজেণ্টের সঙ্গে যে কোন করার করা যায় তাহা লঙ্ঘন হইলে কি তাহার মতে কর্ম্ম না হইলে, এদেশীয় কোন চড়নদারের কি অন্য কোন লোকের নালিশ করিবার যে কোন ক্ষমতা থাকে তাহা এই আইনের কোন কথাতে লুপ্ত কি খর্ব্ব হইবেক না ইতি।

[অপরাধ নির্ণয় করিবার ও জরীমানার টাকা আদায় করিবার কথা। জাহাজ ক্রোক করিয়া ঐ টাকা আদায় হইবার কথা।]

১৬ ধারা। এই আইন না মানিয়া যে সকল অপরাধ করা যায় তাহার দণ্ড মাজিষ্ট্রেট সাহেব সরাসরীমতে করিতে পারিবেন। যাহার কিছু জরীমানা দিবার হুকুম হয় সে জন যদি জাহাজের কাপ্তান কি স্বামী হয়, ও সেই জরীমানার হুকুমেতে যে সময় ও যে নিয়ম নিরূপণ হইল সেইস ময়েতে ও সেই নিয়মমতে যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া যায়, তবে আইনমতে ঐ টাকা আদায় করিবার অন্য যে কোন বিধি থাকে, তদ্ভিন্ন মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা জারী করিয়া ঐ জাহাজ ও তাহার রশি কাচি সর-ঞ্জামপ্রভৃতি ক্রোক ও নীলাম করিয়া অবশিষ্ট টাকা আদায় হইবার হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

[এলাকার কথা।]

১৭ ধারা। এই আইনমতের দণ্ডের হুকুম হইবার জন্যে অপরাধিকে যে কোন স্থানে পাওয়া যায়, সেই স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ হইয়াছে জ্ঞান হইবেক ইতি।

[জরীমানার টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।]

১৮ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন এই আইনমতে কোন জরীমানার হুকুম করেন, তখন তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে, যে কার্য্যের কি যে কসুরের নিমিত্তে ঐ জরীমানার হুকুম করেন সেই কার্য্যেতে কি সেই কসুরে যে লোকের কিছু হানি কি ক্ষতি হয়, তাহার সেই ক্ষতির পরিশোধে, কিম্বা মোকদ্দমার খরচার পরিশোধে, ঐ টাকার কোন ভাগ কিম্বা সমুদয় টাকা দিবার হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট ও স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট এই দুই শব্দের অর্থ।]

১৯ ধারা। এই আইনের মধ্যে মাজিষ্ট্রেট এই শব্দেতে ১৮৫৬ সালের ১৩ আইনমতের নিযুক্ত পোলীসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে তিনি আইনমতে কার্য্য করেন তাঁহাকেও বুঝায়।

"স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট" এই শব্দেতে পূর্ব্বোক্ত দেশের যে অংশেতে লক্ষিত বন্দর কি স্থান থাকে, সেই

administering the Executive Government of that portion of the said territories where the Port or place in question is situate.

SCHEDULE.

Form.

1	2	3	4	5	6	7
Name of Vessel.	Name of Master.	Tons per Register.	Port of Embarkation.	Number and names of Passengers.	Port at which Passengers have contracted to be landed.	Date of Departure.

(Signed) ———,

Master

(Countersigned) ———,

Principal Officer of Customs.

Note.—In the case of vessels carrying Passengers to Ceylon, it will be sufficient to insert the number, and not the names, of Passengers in Column 5.

W. MORGAN,

Clerk of the Council.

THE 6TH SEPTEMBER 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 6th September 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 10th of December next :—

A Bill to enable Joint Stock Banking Companies to be formed on the principle of Limited Liability.

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to enable Joint Stock Banking Companies to be formed on the principle of Limited Liability ; It is enacted as follows :—

[Laws repealed.]

I. So much of Section II of Act XIX. of 1857 *(for the incorporation and regulation of Joint Stock Companies and other Associations either with or without Limited Liability of the Members thereof)* as provides that nothing in that Act shall authorize any persons to form themselves into a Joint Stock Company or Association with Limited Liability for the purpose of Banking. And so much of Section XCIX. of the said Act as provides that no Company established for the purpose of Banking shall be registered under that Act as a Limited Company, are

অংশে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা যে সময়ে কর্তৃত্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাকে কি তাঁহারদিগকে বুঝায়।

তফসীল।

পাঠ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জাহাজের নাম	কাপ্তানের নাম	রেজিষ্টরমতে যত টন বোঝাই হইবে।	যে বন্দরে চড়নদারেরা জাহাজে উঠিল তাহার নাম	যত জন চড়নদার ও তাহারদের নাম	চড়নদারেরা যে বন্দরে উত্তীর্ণ হইবার করিয়াছে	প্রস্থান করিবার তারিখ

দস্তখৎ।———

কাপ্তান।

পুনশ্চ দস্তখৎ ———

হাসিলেরপ্রধান কার্য্যকারক।

মন্তব্য কথা। কোন জাহাজ চড়নদারদিগকে সিংহল দ্বীপে লইয়া গেলে, ৫ ঘরে চড়নদারেরদের নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই কেবল সংখ্যা লিখিলে হয়।

ডবলিউ মর্গান।

কৌন্সেলের ক্লার্ক।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল, তাঁহারা আগামি ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখের পর সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

জাইণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের কোম্পানিকে সীমাযুক্ত দায়ের নিয়মে বদ্ধ হইবার বিধান করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

জাইণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের কোম্পানি সীমাযুক্ত দায়ের নিয়মে বদ্ধ হইতে পারা বিহিত এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[যে২ আইন রদ হয় তাহার কথা।]

১ ধারা। ১৮৫৭ সালের ১৯ আইনের, অর্থাৎ জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানির ও অন্য২ সমাজের অন্তঃপাতি লোকেরদের দায় সীমাযুক্ত করিয়া কি না করিয়া ঐ২ কোম্পানিকে ও সমাজকে চার্টর দিবার ও তাহারদের বিধান করিবার আইনের, ২ ধারার যে কথাতে এই বিধান আছে যে, ব্যাঙ্কের কর্ম্ম করিবার জন্যে সীমাযুক্ত দায়ক্রমে কোন ব্যক্তিরদের জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানি কি সমাজ হইবার অনুমতি ঐ আইনের কোন কথাতে হইবেক না, সেই কথা রদ হইল। ও সেই আইনের ৯৯ ধারার যে কথাতে এই বিধি হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কের কর্ম্ম করিবার জন্যে স্থাপিত কোন কোম্পানি এই আইনমতে সীমাযুক্ত

hereby repealed, subject to the following Proviso, that no Banking Company claiming to issue notes in India shall be entitled to Limited Liability in respect of such issue, but shall continue subject to unlimited Liability in respect thereof, and that, if necessary, the assets shall be marshalled for the benefit of the general creditors, and the Shareholders shall be liable for the whole amount of the issue in addition to the sum for which they would be liable as Shareholders of a Limited Company.

কোম্পানি বলিয়া রেজিষ্টরী করা যাইতে পারিবেক না সেই কথাও রদ হইল, কিন্তু ইহাতে এই বিধিও মানিতে হইবেক, অর্থাৎ, যদি ব্যাঙ্কের কর্ম্মকারি কোন কোম্পানি ভারতবর্ষে নোট চালাইতে দাওয়া করে, তবে সেই নোটের চলনসম্পর্কে দায় সীমাযুক্ত হইবার দাওয়া থাকিতে পারিবেক না। কিন্তু তৎসম্পর্কে ঐ কোম্পানির দায় অসীমাযুক্ত থাকিবেক। আরো যদি আবশ্যক হয় তবে সাধারণ মহাজনেরদের হিতের নিমিত্তে ঐ কোম্পানির সকল ফণ্ডের টাকা সুনিয়মমতে সাজান হইবেক, ও অংশিরা সীমাযুক্ত কোম্পানির অংশি বলিয়া যত টাকার নিমিত্তে দায়ী হইত তদতিরিক্ত যত টাকার নোট চালান হয় তত টাকার নিমিত্তেও দায়ী হইবেক ইতি।

[Existing Company before obtaining registration under this Act to give notice to Customers.]

[এইক্ষণে যে কোম্পানি থাকে তাহার এই আইনমতে রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে যে লোকেরদের লেনাদেনা চলে তাহারদিগকে সম্বাদ দিতে হইবার কথা।

II. Every existing Banking Company which shall register itself as a Limited Banking Company, shall at least thirty days previous to obtaining a certificate of Registration with Limited Liability, give notice that it is intended so to register the same, to every person and partnership firm who shall have a Banking Account with the Company, and such notice shall be given either by delivering the same to such person or firm, or leaving the same or putting the same into the Post in a registered letter addressed to him or them at such address as shall have been last communicated or otherwise become known as his or their address to or by the Company; and in case the Company shall omit to give any such notice as is hereinbefore required to be given, then as between the Company and the person or persons only who are for the time being interested in the account in respect of which such notice ought to have been given, and so far as respects such account and all variations thereof down to the time at which such notice shall be given, but not further, or otherwise, the certificate of registration with Limited Liability shall have no operation.

২ ধারা। এইক্ষণে ব্যাঙ্কের কর্ম্মকারি যেং কোম্পানি থাকে তাহা যদি সীমাযুক্ত ব্যাঙ্কের কোম্পানিস্বরূপে রেজিষ্টরী হইতে চাহে, তবে ঐ কোম্পানির সঙ্গে ব্যাঙ্কস্বরূপে যে লোকেরদের ও যৌতার কর্ম্মকারি যে কুঠীর লেনাদেনার হিসাব চলে, তাহারদিগকে ঐ কোম্পানির সীমাযুক্ত দায়ের কোম্পানি বলিয়া রেজিষ্টরী হইবার সর্টিফিকট পাইবার পূর্ব্বে ত্রিশ দিন থাকিতে তাহার সেই প্রকারে রেজিষ্টরী হইবার মানসের এত্তেলা দিবেক, অর্থাৎ, হয় সেই ব্যক্তিকে কি সেই কুঠীতে ঐ কথার সম্বাদ দিয়া ঐ এত্তেলা দেওয়া যাইবেক, না হয়, সেই ব্যক্তির কিম্বা সেই কুঠীর কোন পত্রদ্বারা কি অন্য প্রকারে তাহার কি তাহারদের ঠিকানা বলিয়া কোম্পানি যে ঠিকানা জানে সেই ঠিকানা পত্রের শিরনামায় লিখিয়া, তাহাতে ঐ সম্বাদ দিয়া, সেই ঠিকানায় রাখিয়া কিম্বা রেজিষ্টরীকরা পত্র ডাকযোগে সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া, ঐ এত্তেলা দেওয়া যাইতে পারিবেক। উক্ত যে এত্তেলা দিবার হুকুম হইয়াছে তাহা যদি সেই কোম্পানি দিতে ত্রুটি করে, তবে যে হিসাবের সম্পর্কে ঐ এত্তেলা দেওয়া উচিত ছিল সেই হিসাবেতে যে লোকের কি যে লোকেরদের সম্পর্ক থাকে, কেবল তাহারদের সঙ্গে ঐ কোম্পানির সম্পর্ক বুঝিয়া, ও সেই এত্তেলা যত কাল না দেওয়া যায় তত কালপর্য্যন্ত সেই হিসাবের সম্পর্কে ও তাহার যে কিছু পরিবর্ত্তন হয় তৎসম্পর্কে সীমাযুক্ত দায়ের কোম্পানিস্বরূপে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার সর্টিফিকট নিষ্ফল হইবেক কিন্তু তৎপরের কোন সময়ের নিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ সর্টিফিকট নিষ্ফল হইবেক না ইতি।

[Limited Banking Company to furnish a Statement.]

[ব্যাঙ্কের কর্ম্মকারি সীমাযুক্ত কোম্পানির কৈফিয়ৎ দাখিল করিবার কথা।]

III. Every Limited Joint Stock Banking Company shall, before it commences business, or, if a Banking Company at the time carrying on business with unlimited Liability, before it avails itself of the provisions of this Act, and also on the 1st day of February and 1st day of August in every year during which it carries on business, make a statement in the form contained in the Schedule hereto annexed, or as near thereto as circumstances will admit; such statement shall be in addition to the balance sheet required by the said Act to be made out and filed with the Registrar of Joint Stock Companies: a copy of such statement shall be put up in a conspicuous place in the Registered Office of the Company, and in every branch Office or place where the

৩ ধারা। ব্যাঙ্কের কর্ম্মের সীমাযুক্ত জাইণ্ট ষ্টক প্রত্যেক কোম্পানি কর্ম্ম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, কিম্বা ব্যাঙ্কের কর্ম্মকারি কোন কোম্পানি যদি অসীমাযুক্ত দায়ের কোম্পানিস্বরূপে তৎকালে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে এই আইনের লিখিত বিধির অধীন হইবার পূর্ব্বে, ও যত বৎসর কর্ম্ম চালায় তাহার প্রতিবৎসরের ফেব্রুআরি মাসের ১ তারিখে ও আগষ্ট মাসের ১ তারিখে, এই আইনের শেষ ভাগের লিখিত তফসীলের পাঠে, কিম্বা বিষয় বুঝিয়া সেই পাঠানুসারে যে পর্য্যন্ত হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত ঐ পাঠে এক কৈফিয়ৎ লিখিবেক। উক্ত আইনমতে জমাওয়াসিল বাকীর যে ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানির রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিতে হইবেক, তাহার অতিরিক্ত ঐ কৈফিয়ৎ দিতে হইবেক। ঐ কৈফিয়তের এক কেতা নকল ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরীকরা দপ্তরখানার প্রকাশ্য

Banking business of the Company is carried on, and if default is made in due compliance with the provision of this Section, each Director shall be liable to a penalty not exceeding for every day during which such default continues, and such penalties shall be recovered in a summary manner.

স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়া যাইবেক, ও যে শাখা দফ্‌তর খানায় কি স্থানে ঐ কোম্পানির ব্যাঙ্কের কার্য্য চালান হয়, সেই প্রত্যেক স্থানে ঐ কৈফিয়তের এক২ কেত নকল লট্‌কাইয়া দেওয়া যাইবেক। ও এই ধারার বিধানমতে কার্য্য উপযুক্তরূপে হইবার ত্রুটি হইলে, যত দিন সেই বিধানমতে কার্য্য না হয়, তত দিনপর্য্যন্ত প্রত্যেক জন ডৈরেক্‌টরের দিনপ্রতি এত টাকা জরীমানা হইবেক, ও সেই জরীমানার টাকা সরাসরীমতে আদায় হইবেক ইতি।

[Trust property.]

IV. All such estate or interest in moveable and immoveable property, and all such deeds, bonds, obligations, and rights as may belong to, or be vested in, any person or persons in trust for any Banking Company at the date of its Registration under this Act or in trust for any other Company at the date of its Registration under the said Act XIX. of 1857, shall immediately on Registration vest in such Banking or other Company, but no Merger shall take place of any estates by reason of their uniting in the Company under this Section, without the express consent of the Company, certified by some instrument under their common seal.

[আমানৎকরা সম্পত্তির কথা।]

৪ ধারা। এই আইনমতে ব্যাঙ্কের কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার তারিখে, সেই কোম্পানির নিমিত্তে, কিম্বা ১৮৫৭ সালের উক্ত ১৯ আইনমতে অন্য কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার তারিখে ঐ কোম্পানির নিমিত্তে, আমানৎস্বরূপে কোন লোকের কি লোকেরদের কিছু সম্পত্তি থাকিলে, কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তিতে কোন সম্পর্ক থাকিলে, ও কোন দলীল ও খৎ ও প্রতিজ্ঞাপত্র ও স্বত্ব থাকিলে, কিম্বা সেই লোকের কি লোকেরদের প্রতি বর্ত্তিলে, ঐ রেজিষ্টরী হইবামাত্রে সেই সকল সম্পত্তিপ্রভৃতি সেই ব্যাঙ্কের কোম্পানিতে কি অন্য কোম্পানিতে বর্ত্তিবেক। কিন্তু ঐ কোম্পানির সাধারণ মোহরযুক্ত কোন দলীলেতে সর্টিফিকট লিখিয়া ঐ কোম্পানির স্পষ্ট সম্মতি প্রকাশ না হইলে, এই ধারামতে কোন সম্পত্তি কোম্পানিতে সংযুক্ত হওয়াতে তাহাতে মজ্জন হইবেক না ইতি।

[Existing Banking Companies may register under this Act.]

V. Any Banking Company consisting of seven or more persons having a capital of fixed amount, and divided into shares also of fixed amount, legally carrying on the business of Banking previously to the passing of this Act may, at any time hereafter, with the assent of a majority of such of its Shareholders as may have been present in person, or in cases where proxies are allowed by the regulations of the Company by proxy at some General Meeting summoned for the purpose, register itself as a Company under this Act, and when so registered all such provisions contained in any Letters Patent or Deed of Settlement constituting or regulating the Company as are inconsistent with the said Act XIX. of 1857 or with this Act, shall no longer apply to the Company so registered, but such Registration shall not take away or affect any powers previously enjoyed by such Company of Banking, issuing notes payable on demand, or of doing any other thing.

[এইক্ষণে ব্যাঙ্কে কর্ম্মের যে কোম্পানি আছে তাহার এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইবার কথা।]

৫ ধারা। ব্যাঙ্কের কর্ম্মের কোন কোম্পানিতে যদি সাত জন কি তাহার অধিক থাকে, ও সেই কোম্পানির নির্দ্ধারিত কোন মূলধন থাকে ও সেই মূলধন যদি নির্দ্ধারিত কত টাকার শ্যারে বিভক্ত হয়, ও তাঁহারা যদি এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে আইনমতে ব্যাঙ্কের কর্ম্ম চালাইয়া থাকেন, তবে সেই কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার কথা বিবেচনা করিবার নিমিত্তে সাধারণ বৈঠক করিয়া, ঐ বৈঠকে যত জন অংশী হাজির থাকেন তাঁহারদের অধিকাংশ লোক সম্মত হইলে, কিম্বা ঐ কোম্পানির বিধানমতে যদি অনুপস্থিত অংশিরদের নিমিত্তে উপস্থিত অংশিরা মত প্রকাশ করিতে পারেন, তবে সেইরূপে অধিকাংশ লোকের সম্মতি হইলে, সেই কোম্পানি এই আইন জারী হইবার পর কোন সময়ে, এই আইনমতে কোম্পানিস্বরূপে রেজিষ্টর হইতে পারিবেক। ও সেই প্রকারে রেজিষ্টরী হইলে পর, যে কোন পাটেণ্টপত্র কি নিরূপণপত্রক্রমে ঐ কোম্পানি সংস্থাপন হয় কি ঐ কোম্পানির বিধান হয়, সেই২ পত্রের লিখিত যে সকল বিধি ১৮৫৭ সালের ১৯ আইনেতে কি এই আইনেতে অসঙ্গত হয় তাহা তদ্রূপের রেজিষ্টরীকরা কোম্পানিতে আর খাটিবেক না। কিন্তু ব্যাঙ্কের কর্ম্ম করিবার, কিম্বা দাওয়ামাত্র যে নোটের টাকা দেওয়া যাইতে পারে এমত নোট চালাইবার, কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম করিবার যে ক্ষমতা সেই কোম্পানির পূর্ব্বে ছিল, তাহা ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছে বলিয়া লুপ্ত হইবেক না কি খর্ব্ব হইবেক না ইতি।

[Registration under this Act not to affect obligations incurred previously to registration.]

VI. The Registration under this Act of any Banking Company existing at the time of the passing of this Act, and hereby authorized to be registered, shall not affect or prejudice the liability of such Company to have enforced against it or its right to enforce any debt or obligation incurred, or any contract entered into, by, to, with, or on ac-

[রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে যে কোন দায় ছিল তাহা এই আইনমতে রেজিষ্টরীহওয়াপ্রযুক্ত খর্ব্ব না হইবার কথা।]

৬ ধারা। এই আইন জারী হইবার সময়ে, ব্যাঙ্কের কর্ম্মের যে কোন কোম্পানি বর্ত্তমান থাকে, ও যাহার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা এই আইনমতে হইয়াছে তাহা যদিও এই আইনমতে রেজিষ্টরী হয়, তথাপি সেই রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে ঐ কোম্পানির যে কোন কর্জ্জ কি দায় থাকে তাহা ঐ কোম্পানির স্থানে আদায় করিবার কি তাহার দ্বারা প্রবল করিবার যে ক্ষমতা, কিম্বা ঐ কো-

count of such Company previously to such Registration, and all such debts, obligations, and contracts shall be binding on the Company when so registered, and the other parties thereto, to the same extent as if such Registration had not taken place.

[Saving of liabilities of persons holding shares before Registration under Act.]

VII. Every person who at or previously to the date of the Registration under this Act of any Banking Company hereby authorized to be registered, may have held shares in such Company shall, in the event of the same being wound up by the Court or voluntarily, be liable to contribute to the assets of the Company the same amount that he would, if this Act had not been passed, have been liable to pay to the Company, for, or on account of any debt of the Company in pursuance of any action, suit, judgment, or other legal proceeding that might, if this Act had not been passed, have been instituted or enforced against himself or the Company.

[Continuation of existing actions and suits.]

VIII. All such actions, suits, and other legal proceedings as may at the time of the Registration under this Act of any Company hereby authorized to be registered, have been commenced by or against such Company or the Public Officer thereof, may be continued in the same manner as if such Registration had not taken place; nevertheless execution shall not issue against the effects of any individual Shareholder in, or member of, such Company, upon any judgment decree, or order obtained against such Company in any action, suit, or proceeding so commenced as aforesaid; but in the event of the property and effects of the Company being insufficient to satisfy such judgment, decree, or order, an order may be obtained for winding-up the Company in manner directed by the said Act XIX. of 1857.

[Winding-up.]

IX. All Companies registered under this Act shall be wound-up in the manner directed by the said Act XIX. of 1857.

[Act not to apply to Banks of Bengal, Madras, or Bombay.]

X. Nothing in this Act shall affect Act VI. of 1839 (*incorporating the Bank of Bengal,*) Act III. of 1840 (*for the incorporation of a Bank at Bombay*), or Act IX. of 1843 (*for the incorporation of a Bank at Madras*), or shall be deemed to apply to the several Banks of Bengal, Madras, and Bombay incorporated by the said Acts respectively.

[Construction of Act.]

XI. This Act shall be deemed to be incorporat-

কম্পানির পাওনা টাকা কি দায় আদায় করিবার কি প্রবল করিবার যে ক্ষমতা থাকে, কিম্বা সেই কোম্পানির কি তাহার সঙ্গে কি তাহার পক্ষে কি নিমিত্তে যে কোন করার হইয়া থাকে তাহা বলবৎ করিবার যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতা ঐ রেজিষ্টরীহওয়াপ্রযুক্ত খাটো হইবেক না, ও সেই ক্ষমতার হানি হইবেক না। ও তদ্রূপে রেজিষ্টরী হইলে পর সেই সকল কর্জ্জেতে ও দায়েতে ও করারেতে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী না হইবার মতে সমান ভাবে ঐ কোম্পানি ও তৎসম্পর্কীয় অন্য লোকেরা বদ্ধ থাকিবেক ইতি।

[এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে অংশিরদের যে দায় ছিল তাহা রক্ষা করিবার কথা।]

৭ ধারা। ব্যাঙ্কের কর্ম্মের যে কোন কোম্পানির এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইবার অনুমতি হয় এমত কোন কোম্পানির এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইবার তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে কোন লোকের সেই কোম্পানিতে শ্যার থাকিলে, যদি সেই কোম্পানির কর্ম্ম স্বেচ্ছামতে কি আদালতের আজ্ঞামতে বন্দ হয়, তবে এই আইন জারী না হইলে সেই লোকের কি সেই কোম্পানির নামে যে কোন নালিশ কি মোকদ্দমা কি ডিক্রী কি আইনমতের অন্য কার্য্য উপস্থিত করা যাইতে কি জারী হইতে পারে তদনুসারে ঐ কোম্পানির নিমিত্তে কিম্বা তাহার কোন কর্জ্জের নিমিত্তে এই আইন জারী না হইলে তাঁহার যত টাকা দিতে হইত তত টাকা ঐ কোম্পানির জায়দাদে দিতে হইবেক ইতি।

[যে নালিশ ও মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহা রহিত না হইবার কথা।]

৮ ধারা। এই আইনমতে যে কোন কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার অনুমতি হয়, তাহার এই আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার সময়ে তাহার নামে কি দ্বারা কিম্বা তাহার প্রধান কার্য্যকারকের নামে কি তাঁহার দ্বারা যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা ও আদালতের অন্য কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা সেই রেজিষ্টরী না হইবার মতে চলিতে থাকিবেক। কিন্তু উক্ত প্রকারে যে কোন নালিশ কি মোকদ্দমা কি আদালতের কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে তাহাতে ঐ কোম্পানির বিপক্ষে যে কোন নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুম হয়, তাহা ঐ কোম্পানির কোন এক জন অংশির কি কোন মেম্বরের সম্পত্তির উপর জারী হইবার পরওয়ানা বাহির হইবেক না। যদি সেই নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুমের টাকা শোধ করিবার জন্যে ঐ কোম্পানির সম্পত্তি ও জায়দাদ না কুলায়, তবে ১৮৫৭ সালের উক্ত ১৯ আইনেতে যেমন হুকুম হইয়াছে তেমনি ঐ কোম্পানির কর্ম্ম বন্দ করিবার হুকুম পাওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

[বন্দ করিবার কথা।]

৯ ধারা। এই আইনমতে যে সকল কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যায় তাহার কার্য্য ১৮৫৭ সালের উক্ত ১৯ আইনমতে বন্দ করা যাইতে পারিবেক ইতি।

[বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই ব্যাঙ্কের উপর এই আইন না খাটিবার কথা।]

১০ ধারা। ১৮৩৯ সালের ৬ আইনের অর্থাৎ বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের চার্টর দিবার আইনের ও ১৮৪০ সালের ৩ আইনের অর্থাৎ বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কের চার্টর দিবার আইনের ও ১৮৪৩ সালের ৯ আইনের অর্থাৎ মান্দ্রাজের ব্যাঙ্কের চার্টর দিবার আইনের ক্ষতিবৃদ্ধি এই আইনের কোন কথাতে হইবেক না। ও সেই২ আইনমতে বাঙ্গাল ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের যে সকল ব্যাঙ্ক চার্টরপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার উপর এই আইনের কোন কথা খাটে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

[আইনের অর্থ করিবার ধারা।]

১১ ধারা। এই আইন ১৮৫৭ সালের উক্ত ১৯ আই-

ed with and to form part of the said Act XIX. of 1857.

SCHEDULE.

FORM OF STATEMENT TO BE PUBLISHED BY A LIMITED JOINT STOCK BANKING COMPANY.

The Liability of the Shareholders is limited.

The Capital of the Company is divided into Shares Rupees each,

The number of Shares issued is

Calls to the amount of per Share have been made, under which the sum of Rupees has been received.

The liabilities of the Company on the first day of January (or July) were—

	Rs. As. P.
Notes issued, ...	
Deposits not bearing Interest,	
Deposits bearing Interest, ...	
Seven Day and other Bills, ...	
Total,	

The Assets of the Company on that day were—

Government Securities,	
Bills of Exchange, ...	
Loans on Mortgage, ...	
Other Loans, ...	
Bank Premises, ...	
Other Securities, exclusive of unpaid Calls on Shares, ...	
Total,	

Dated the first day of or one thousand eight hundred and

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 24.

To the Civil Authorities in the Lower Provinces.

It having been brought to the Court's notice that, in order to profit as much as possible by the allowance of the usual discount of 4 per cent. on sale of Stamp Paper up to 50 Rs. value, parties carrying on suits, are in the habit in concert with the vendors of Stamps, under the authority of the Circular Order 99, dated August 28th, 1840, of filing several blank stamps of small value, (50 Rs. and under) to make up the aggregate of the institution fee instead of engrossing their plaints on one Stamp of the proper value, the Court, in order to put a stop to this practice in the several courts subordinate to them, are pleased to point out to you that the intention and object of the above circular was merely

নেতে ভুক্ত হইয়া তাহার একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবেক ইতি।

তফসীল।

ব্যাঙ্কের কর্ম্মের জাইণ্ট স্টক সীমাযুক্ত কোম্পানির যে কৈফিয়ৎ প্রকাশ করিতে হইবেক তাহার এই পাঠ।

অংশিরদের দায় সীমাযুক্ত আছে।

কোম্পানির এই মূলধন এত শ্যারে বিভক্ত হইয়াছে। এক২ শ্যারের মূল্য এত টাকা।

এত শ্যার লওয়া গিয়াছে।

এক২ শ্যারপ্রতি এত টাকা তলব হইয়াছে তাহাতে এত টাকা পাওয়া গিয়াছে।

জানুআরি (কি জুলাই) মাসের ১ তারিখে কোম্পানির দেনা টাকার ফর্দ্দ এই।

যে নোট চালান গিয়াছে তাহার মূল্য ...	০০০৲
যাহার সুদ নাই এমত আমানৎ ...	০০০৲
যাহার সুদ চলে এমত আমানৎ ...	০০০৲
সাত দিন মিয়াদের ও অন্য২ হুণ্ডীর ...	০০০৲
মোট	০০০০৲

সেই দিনে কোম্পানির জায়দাদের এই ফর্দ্দ।

গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র	০০০৲
হুণ্ডী	০০০৲
বন্ধকক্রমে দেওয়া কর্জ্জ	০০০৲
অন্য২ কর্জ্জ	০০০৲
ব্যাঙ্কের ঘরবাড়ী	০০০৲
শ্যারের যে টাকা তলব হইলেও দেওয়া যায় নাই তাহাছাড়া অন্য২ নিদর্শন ...	০০০৲
মোট	০০০০৲

অমুক সালের অমুক মাসের প্রথম তারিখ।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

২৪ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

যে২ ইষ্টাম্প কাগজের ৫০৲ টাকাপর্য্যন্ত মূল্য হয় তাহা বিক্রয় হইলে রীতিমতে শতকরা ৪৲ টাকার হিসাবে ডিসকোণ্ট ধরিয়া দেওয়া যায়, তাহাতে যাহারা মোকদ্দমা চালায় তাহারা ইষ্টাম্প বিক্রেতারদের সঙ্গে যোগ করিয়া, ঐ নিয়মেতে সাধ্যমতে লাভ পাইবার জন্যে, উপযুক্ত মূল্যের একি ইষ্টাম্প কাগজে নালিশের অরজী না লিখিয়া, ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখে ৯৯ নম্বরের সরক্যুলর অর্ডরেতে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল, তদনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার রসুমের সমুদয় টাকা পূরা করিবার নিমত্তে, ৫০৲ টাকার ও তাহার কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ কিনিয়া অনেক শাদা কাগজ দাখিল করিয়া থাকে। সদর আদালতের সাহেবেরা ইহা অবগত হইয়া আপনারদের অধীন সকল আদালতে সেই রীতি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে তোমাকে এই

to permit suitors to engross their plaints, &c. on more than one stamp, when the length of the matter to be recorded, rendered it impossible to engross it upon one.

2. The Court observe that the stamp law enjoins that plaints, &c. should be *engrossed on* a paper of the full value required by law. You are requested yourself to act in strict accordance with the law on this point, and to direct the lower courts to do the same. Plaints engrossed on stamp paper of a lower value, should only be received when they are accompanied by a certificate of the Collector, stating that he has no paper of the required value in store.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 12th August, 1859.

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER NIZAMUT ADAWLUT.

No. 8.

To the Criminal Authorities in the Lower Provinces.

The Court, in compliance with a request made by the Inspector General of Jails, Lower Provinces, and in order to remedy some inconveniences experienced from the practice of including several prisoners in one and the same warrant for execution of sentence, which the provisions of the Circular Orders marginally* noted do not sufficiently meet, are pleased to order as follows.

2. (1) In every instance, where more than one prisoner is sentenced by one and the same order of the Nizamut Adawlut or Sessions Judge to transportation, or to banishment, there shall be a separate warrant delivered on account of each prisoner to the Jail Darogah of the district Jail, to be forwarded to the Magistrate of the district to which a prisoner may be ordered by Government to be sent, or to the Superintendent of the Allipore Jail, as the case may be.

(2) A copy of his warrant shall be delivered to each prisoner.

(3.) In the transit of a prisoner from the custody of one Magistrate to that of another, the original warrant and the said copy of warrant shall be carefully transmitted along with the prisoner.

(4.) On the expiration of sentence, or death before expiry of sentence, of a prisoner, the said warrants, original and copy, shall be taken and returned to the Magistrate of the district, whence the order for execution of sentence issued.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 15th August, 1859.

* 292, May 14th 1824, 294, 295, June 18th, Ditto.

[*Government Gazette, 27th September*, 1859.]

কথা জানাইতেছেন। যদিপ্রতিবাদিরা আপনারদের আরজীপ্রভৃতির যে সকল কথা লিখিতে চাহে তাহা সমুদয় যদি বাহুল্যপ্রযুক্ত একি ইষ্টাম্প কাগজে না ধরে তবে অধিক ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় ঐ সরকুলরের এই-মাত্র অভিপ্রায়,

২। সদর আদালতের সাহেবেরা আরো কহেন, নালিশের আরজীপ্রভৃতি আইনের নিরূপিত সম্পূর্ণ মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক, ইষ্টাম্পের আইনেতে এই হুকুম হইয়াছে। অতএব এই বিষয়ে তুমি আপনি আইনমতে দৃঢ়রূপে কর্ম্ম কর ও তোমার তাবের সকল আদালতকেও তাহা করিতে আজ্ঞা কর, এই আদেশ তোমাকে হইতেছে। যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের প্রয়োজন সেই মূল্যের কাগজ মৌজুদ নাই, কালেক্টর সাহেবের এই মর্ম্মের সর্টিফিকট সঙ্গে থাকিলে, কম মূল্যের অনেক ইষ্টাম্প কাগজে আরজী গ্রাহ্য হইতে পারিবেক, নতুবা নয়।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ১২ আগষ্ট।

সদর নিজামৎ আদালতের সরকুলর অর্ডর।

৮ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ফৌজদারীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

দণ্ডের হুকুম জারী করিবার একি পরওয়ানাতে অনেক আসামীর নাম লিখিবার রীতিতে অনেক ক্লেশ হয়, তাহা উপযুক্তমতে নিবারণ করিবার উপায় নীচের লিখিত সরকুলর অর্ডরেতে * হয় নাই। তাহা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের জেলখানার ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের আদেশমতে সদর আদালতের সাহেবেরা এই২ হুকুম করিয়াছেন।—

২। (১) যখন নিজামৎ আদালতের কি সেশন জজ সাহেবের একি হুকুমেতে একের অধিক জন আসামীর দ্বীপান্তরে প্রেরণ হইবার কি দেশহইতে বহিষ্কৃত হইবার হুকুম হয়, তখন এক২ জন আসামীর নিমিত্তে পৃথক্ পরওয়ানা জিলার জেলখানার দারোগার নামে দিতে হইবেক, ও গবর্ণমেণ্টের হুকুমঅনুসারে আসামীকে যে জিলাতে পাঠাইতে হইবেক সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে, কিম্বা বিষয়বিশেষে আলিপুরের জেলখানার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে ঐ পরওয়ানা দারোগার পাঠাইতে হইবেক।

(২) ঐ পরওয়ানার এক২ কেতা নকল এক২ জন আসামীকে দিতে হইবেক।

(৩) যখন কোন আসামী এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হেফাজতহইতে অন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হেফাজতে চালান হয়, তখন আসল পরওয়ানা ও সেই পরওয়ানার এক কেতা নকল মনোযোগ করিয়া আসামীর সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক।

(৪) আসামীর দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে কিম্বা মিয়াদ ফুরাইবার আগে তাহার মরণ হইলে, ঐ আসল পরওয়ানা ও তাহার নকল, যে জিলাহইতে দণ্ডের হুকুম জারী হইবার পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল, সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবেক।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ১৫ আগষ্ট।

* ১৮২৪ সালের ১৪ মে তারিখের ২৯২ নম্বরের, ও ১৮ জুন তারিখের ২৯৪ ও ২৯৫ নম্বরের সরকুলর।

CIRCULAR ORDER OF THE BOARD OF REVENUE.

No. 20.

From the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, to the Commissioner of Revenue, for the Division of

Dated Fort William, the 21st June 1859.

I am directed to request that you will report the practice which prevails in the several Districts of your Division, respecting the Treasury in the hot weather when the Collector holds office early in the morning. Is it kept open all day for the receipt of money, or only during the early hours in the morning?

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

No. 21.

From the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, to the Commissioner of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 1st July 1859.

Under instructions from the Government, I am directed by the Board of Revenue to intimate for the information and future guidance of all Revenue Authorities entrusted with the duty of taking land, under the provisions of Act VI. of 1857, for public purposes, that the Governor General in Council considers that the formal declaration under Section 2 of the Act is in all cases necessary, and that this declaration must be the *first move* to be made after Government has decided that land is wanted for a specific purpose, as it is this declaration which gives the Collector and the Surveyors authority to enter on the land for the purposes of measurement, valuation, &c.

2nd. No specification of area and cultivation is in the opinion of His Excellency in Council requisite, and in conformity with Section 33 of the Act, the declaration may be of a very general character, so as to embrace all the land that can possibly be wanted for the purpose.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

২০ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের নামে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ২১ জুন।

গ্রীষ্ম কালে যখন কালেক্টর সাহেব সকালে কাছারী করেন তখন খাজানাখানার বিষয়ে তোমার এলাকার নানা জিলাতে যে নিয়ম চলে তাহার রিপোর্ট করিতে তোমাকে আদেশ হইতেছে। অর্থাৎ টাকা আদায়ের জন্যে তাহা সমস্ত দিন খোলা থাকে কি কেবল সকালে খোলা থাকে।

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

২১ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের নামে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১ জুলাই।

১৮৫৭ সালের ৬ আইনের বিধানমতে সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে জমী লইবার কর্ম্মের ভার রাজস্বের যে সকল কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি অর্পিত হয়, তাঁহারদের জ্ঞাত হইবার জন্যে ও তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের হুকুমক্রমে এই কথা জানাইতেছি। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর বোধ করেন যে, ঐ আইনের ২ ধারামতের কথা উপযুক্তরূপে প্রকাশ করা সর্ব্বদাই আবশ্যক। ও কোন বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে জমী লওয়ার প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করিলে পর, ঐ কথা প্রকাশ করাই প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যেহেতুক সেই কথা প্রকাশ হইলে, জমীর মাপ ও মূল্য নিরূপণপ্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের ও জরিপী কার্য্যকারকেরদের সেই জমীতে যাওয়ার ক্ষমতা হয়।

২। হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত বোধ করেন যে, ঐ কথার মধ্যে জমীর পরিমাণ ও শস্যাদি নিরূপণ করার প্রয়োজন নাই, ও সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যত জমীর প্রয়োজন হয় তাহা মোট ধরা যাইতে পারে সেই আইনের ৩৩ ধারামতে এমত সাধারণ ভাবে ঐ কথা ব্যক্ত হইতে পারিবেক।

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

No. 22.

From the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, to all Commissioners of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 1st July 1859.

The Hon'ble the Lieutenant Governor of Bengal having been pleased, under date the 11th Ultimo (No. 1414) "to vest all Commissioners of Revenue in the Lower Provinces with a discretion to "expend not more than three per cent. of the net "collections from Government Estates on objects "calculated to improve the condition of the Estates "and of the ryots occupying them," I am directed by the Board of Revenue to communicate, for the guidance of Revenue Officers in charge of Estates belonging to Government, the instructions hereto appended, which must be introduced, as numbered, in the periodical Returns Series. The Accountant will be requested to issue the necessary instructions for the exhibition of these disbursements in the accounts.

2. The new Annual Statement prescribed will follow in the Annual Report immediately after the "Statement of Estates the property of Government."

3. Para. 67 of the "Directions" appended to the Series will be altered as follows:—

67. "Then will follow the Statement* of Es- "tates the property of Government, and the State- "ment shewing the appropriation of the Fund for "the improvement of Government Estates, prepar- "ed in accordance with the directions provided for "those Statements."

4. A new Rule of Practice is also to be introduced as XVII. A to the following effect:—

"XVII. A. Commissioners of Revenue are vest- "ed with a discretion to expend not more than "three per cent. of the net collections from Estates "belonging to Government on objects calculated to "improve the condition of the Estates and of the "ryots occupying them."

(Signed) E. T. Trevor,
Secretary.

* Note.—Late Statement A.

[*Government Gazette, 27th September*, 1859.]

২২ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত সকল কমিস্যানর সাহেবের নামে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১ জুলাই।

সরকারের খাস মহালহইতে যত জমা আদায় হয় তাহার খরচ বাদে যাহা থাকে, তাহার ফি শত টাকা-হইতে তিন টাকার অনধিক লইয়া, কমিস্যানর সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে ঐ মহালের সৌষ্ঠবের নিমিত্তে ও যে রাইয়তেরা তাহাতে থাকে তাহারদের সুদশা বৃদ্ধির জন্যে খরচ করিতে পারেন এই ক্ষমতা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব গত মাসের ১১ তারিখের ১৪১৪ নম্বরের পত্রেতে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের রাজস্বের সকল কমিস্যানর সাহেবকে দিয়াছেন অতএব সরকারের খাস মহাল মালগুজারীর যে কার্য্য-কারক সাহেবেরদের জিম্মায় থাকে তাঁহারদের উপদে-শের নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞামতে পশ্চাৎ লি-খিত বিধি পাঠাইতেছি। তাহা নির্দ্দিষ্ট নম্বরমতে নিরু-পিত সময়ের রিটর্ণের বিধিশ্রেণীর মধ্যে লিখিতে হই-বেক। উক্ত টাকা খরচ হইলে তাহা হিসাবে যেরূপে লিখিতে হইবেক ইহার প্রয়োজনমতের উপদেশ দিতে আকৈকাণ্টেণ্ট সাহেবকে আদেশ হইবেক।

২। নূতন যে বার্ষিক কৈফিয়ৎ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে তাহা বৎসরের২ রিপোর্টে "সরকারের খাস মহালের কৈফিয়তের" পরেই লিখিতে হইবেক।

৩। ঐ বিধিশ্রেণীতে যে "উপদেশ" লেখা হইয়াছে তাহার ৬৭ দফার এইরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক। যথা

"৬৭। পরে গবর্ণমেণ্টের খাস মহালের কৈফিয়ৎ * ও গবর্ণমেণ্টের খাস মহালের সৌষ্ঠবের নিমিত্তে যে টাকা নিরূপণ হইল তাহা যেরূপে খরচ হইয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইবেক। তাহা ঐ২ কৈফিয়তের জন্যে যে উপদেশ দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে প্রস্তুত করিতে হইবেক।"

৪। ১৭ ক নম্বর বলিয়া কার্য্য করিবার এই নূতন বিধান লিখিতে হইবেক, যথা

"১৭ ক। সরকারের খাসমহালহইতে যত জমা আ-দায় হয়, তাহার খরচবাদে যাহা থাকে তাহার ফি শত টাকাহইতে তিন টাকার অনধিক লইয়া রাজস্বের কমি-স্যানর সাহেবেরদের বিবেচনামতে ঐ মহালের সৌষ্ঠবের নিমিত্তে, ও যে রাইয়তেরা ঐ মহালে থাকে তাহারদের সুদশা বৃদ্ধির জন্যে খরচ করিতে কমিস্যানর সাহেব-দিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল।"

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

* সাবেক A কৈফিয়ৎ।

No. 16 A.

Statement shewing the appropriation of the Fund for the improvement of Government Estates in 18

1. Division.	2. District.	3. Names of Estates.	4. Demand for the year.	5. Net Collections of the year.	6. Three per cent. on Net Collections.	7. Unexpended Balance of previous years.	8. Total.	9. Amount disbursed.	10. Balance.	11. REMARKS.

১৬ ক।

সরকারের খাস মহালের সৌষ্ঠবের নিমিত্তে যত টাকা দেওয়া যায় তাহার অমুক সালের কৈফিয়ৎ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
এলাকা	জিলা	মহালের নাম	বৎসরের আদায়	বৎসরের খরচবাদে যাহা থাকে	খরচ বাদে যাহা থাকে তাহার উপর শতকরা তিন টাকার হিসাবে যত হয়	পূর্ব্ব২ বৎসরের যত টাকা খরচ না হইয়া রহিয়াছে	মোট	যত টাকা খরচ হয়	বাকী	মন্তব্য কথা।

DIRECTIONS.

82 A. Three per cent sanctioned by Government from the net collections of Government Estates for the improvement of those Estates is to be set apart on bills countersigned by the Commissioner, in the same manner as is done in regard to charges incurred on account of expenses of collections.

82 B. An account must be kept of the sum so set apart on account of each Estate, and of the disbursements made therefrom for the improvement of such Estate, from which the Annual Statement submitted to the Board is to be prepared.

82 C. The column of remarks must explain the objects for which the disbursements have been incurred, and their connection with the improvement of the Estate. The per centage from any one estate is to be applied to the improvement of that particular Estate only.

No 23.

CIRCULAR MEMO.

The following new Rule should be added on to the Registration Series.

XVI. The three Registers, prescribed in this series should be paged and attested by the Collector of the District or a Covenanted Assistant—the number of pages in each Register being entered in the hand writing of the Collector or Covenanted Assistant in the last page of the Register.

(Signed) E. T. TREVOR.
Secretary.

Board of Revenue, Lower Provinces,
Fort William, the 5th July 1859.

NOTIFICATION.

Issued by the Government of India, Foreign Department, No. 5512, dated the 9th September 1859.

THE following Despatch from the Right Hon'ble the Secretary of State for India, No. 33, dated the 28th July last, is published for general information.

All Memorials and other communications addressed to Her Majesty are to be presented, in the first instance, to the local Government of the Presidency or to the local administration of the Province to which such Memorials or communications may relate.

They will be forwarded by the local Government or administration to the Government of India, accompanied if in any Native language by a full translation in English, and by the Government of India to Her Majesty's Secretary of State.

No Memorials or other communications addressed

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৫৯। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

উপদেশ।

৮২ ক। গবর্ণমেণ্টের খাস মহালহইতে যত টাকা আদায় হয়, তাহার খরচবাদে যত থাকে, তাহার কি শত টাকার উপর তিন টাকা ঐ মহালের সৌষ্ঠবের নিমিত্তে রাখিতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি হইয়াছে, সেই টাকা কমিস্যনর সাহেবেরদের দস্তখৎকরা বিলেতে বাদ দিতে হইবেক। অর্থাৎ জমা আদায় করিবার খরচের টাকার যেমন হইয়া থাকে তেমনি করিতে হইবেক।

৮২ খ। এক২ মহালের জন্যে যত টাকা সেইরূপে বাদ দিয়া রাখা যায়, ও সেই মহালের সৌষ্ঠবের নিমিত্তে তাহার যত টাকা খরচ হয় তাহার হিসাব রাখিতে হইবেক। ও বোর্ডে যে বার্ষিক কৈফিয়ৎ পাঠান যায় তাহা সেই হিসাব দেখিয়া প্রস্তুত করিতে হইবেক।

৮২ গ। যে২ কার্য্যেতে টাকা খরচ হইয়াছে ও সেই কার্য্যদ্বারা মহালের যে সৌষ্ঠবের সম্ভাবনা তাহার কথা মন্তব্য কথার ঘরে লিখিতে হইবেক। শতকরা তিন টাকার হিসাবে যত টাকা যে মহালহইতে পাওয়া যায় তাহা কেবল সেই মহালের সৌষ্ঠবের জন্যে খরচ করিতে হইবেক।

---

২৩ নম্বর।

অরণার্থ সরকুলর।

রেজিষ্টরী করণের বিধিশ্রেণীতে এই নূতন বিধি লিখিতে হইবেক।

১৬। এই বিধিশ্রেণীতে যে তিনখানা রেজিষ্টর করিবার বিধি আছে, তাহার পেজের অঙ্ক লিখিয়া দিতে ও দস্তখৎ করিতে জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য। ও এক২ রেজিষ্টরে যত পেজ থাকে তাহা কালেক্টর সাহেবের কি চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নিজ হাতে ঐ রেজিষ্টরের শেষ পেজে লিখিতে হইবেক।

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ৫ জুলাই।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

বিজ্ঞাপন।

বিদেশীয় ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ৫৫১২ নম্বরের বিজ্ঞাপনপত্র।

ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরেবিল সেক্রেটারী সাহেবের গত জুলাই মাসের ২৮ তারিখের ৩৩ নম্বরের এই পত্র সকল লোকের জানিবার জন্যে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নামে যে সকল দরখাস্ত কি অন্য পত্রাদি পাঠাইবার মানস হয়, তাহা যে রাজধানীর কি যে প্রদেশের সম্পর্কীয় দরখাস্ত কি পত্রাদি হয়, তাহার গবর্ণমেণ্টকে কি কর্ত্তৃত্বকারি কার্য্যকারক সাহেবকে প্রথমে দিতে হইবেক।

পরে স্থানবিশেষের ঐ গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কর্ত্তৃত্বকারি ঐ কার্য্যকারক সাহেব ঐ দরখাস্ত কি পত্রাদি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে পাঠাইবেন, ও যদি সেই পত্রাদি এদেশীয় কোন ভাষাতে লেখা থাকে তবে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহার পূরা তরজমাও পাঠাইতে হইবেক। ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

এই বিধি না মানিয়া যদি কোন দরখাস্ত কি অন্য

to Her Majesty if sent or presented otherwise than according to this rule can be attended to.

(True Copy,)

THOMAS JONES,

Register Bengal Secretariat.

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের হুকুম।

৫৫৮৯ নম্বর

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত ই সাণ্ডিস সাহেব (Mr. E. Sandys,) ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত চাটিগাঁয়ের অতিরিক্ত সিবিল ও সেশন জজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত এস এফ ডেবিস সাহেব (Mr. S. F. Davis,) ত্রিপুরার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুত এ মানিয়েক সাহেব (Mr. A. Magniac,) ত্রিপুরার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত আর ও হেউড সাহেব (Mr. R. O. Heywood,) মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত ই জি বর্চ সাহেব (Mr. E. G. Birch,) মুঙ্গেরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন কিন্তু অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১৮৫৯ সাল ১০ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত মুনশী মহম্মদ সলিম রঙ্গপুরে দাতব্য ঔষধালয়ের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত এ জে আর বেনব্রিজ সাহেব (Mr. A. J. R. Bainbridge,) বাকরগঞ্জের দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর ও বিবাহের রেজিষ্টার হইবেন।

শ্রীযুত নেহাল উদ্দীন মহম্মদ রঙ্গপুরের ফতওয়াদায়ক হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর।

মঙ্গলদাইয়ের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গঙ্গানাথ বড়ুয়া সদর আমীনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুত সি টি বকলাণ্ড সাহেব (Mr. C. T. Buckland,) ভাগলপুর এলাকার ও সান্তাল পরগনার রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

উত্তর কাছাড়ে আসামের কমিস্যনর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট এচ স্কন্স সাহেব (Lieutenant H. Sconce,) আপন সিরিশ্‌তার কর্ম্মের ভার নওগাঁয়ের সব-আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর শ্রীযুত এল ইঙ্গলস সাহেবের (Mr. L. Ingels,) প্রতি অর্পণ করিয়া ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের ১৮৫৬ সালের ফেব্রুআরি মাসের ২২ তারিখের নির্দ্ধারণক্রমে স্বীয় আবশ্যক কর্ম্মোপলক্ষে চারি মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর।

নদীয়ার নদীর সুপরবাইজর শ্রীযুত জে বেডফোর্ড সাহেব (Supervisor J. Bedford,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৮ ধারানুসারে গত মাসের ১ তারিখঅবধি চারি মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর।

পূরণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চেধুরী অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৮ ধারানুসারে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বারাণসের আফীনের এজেণ্টীতে নিযুক্ত সব-আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত শ্রীনাথ সেন অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারানুসারে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ত্রিহুতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি পি কাস্পর্স সাহেব (Mr. C. P. Caspersz,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চাটুর্য্যা অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

নদীয়ার ঔষধালয়ে নিযুক্ত সব-আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত তারাচাঁদ বাঁড়ুয্যা অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারানুসারে আগামি দশহরার বন্দে পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বীরভূমের ফতওয়াদায়ক শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ ফরজুল্লা অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আগামি দশহরার বন্দে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

নীচের লিখিত কার্য্যকারকেরা অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আগামি দশহরার বন্দে ছুটী পাইয়াছেন। বিশেষতঃ

নদীয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ।

বীরভূমের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু পেয়ারীমোহন বাঁড়ুয্যা।

বেহারের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মুনশী নাজর উদ্দীন মহম্মদ।

শাহাবাদের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী ওয়াহিদ উদ্দীন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর।

ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবের স্থানে ৪ আগষ্ট তারিখের ৭ নম্বরী যে পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাহইতে গৃহীত নীচের লিখিত কথা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১ দফা। তোমারদিগকে জানাইতেছি যে সিবিলসম্পর্কীয় ও অচিহ্নিত নিম্নের লিখিত কার্য্যকারকেরা আপনং কর্ম্মে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইয়াছেন। বিশেষতঃ

শ্রীযুত ডবলিউ এচ হেণ্ডর্সন সাহেব (Mr. W. H. Henderson.)

শ্রীযুত এচ জে মষ্টন সাহেব (Mr. H. J. Muston.)

৩ দফা। নিম্নের লিখিত সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরা নীচের লিখিত কালের নিমিত্তে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে অতিরিক্ত ছুটী পাইয়াছেন। বিশেষতঃ

শ্রীযুত জে ই এস লিলি সাহেব (Mr. J. E. S. Lillie,) তিন মাসের।

শ্রীযুত জি ডি উইলকিন্স সাহেব (Mr. G. D. Wilkins,) ছয় মাসের।

পত্রাদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নামে পাঠান যায় কি উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রাহ্য হইবেক না।

(যথার্থ নকল।)

তামস জোনস।

রেজিষ্টর। বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট।

১৮৫৯ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর।

সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশ্‌তার শ্রীযুত সি টি বকলাণ্ড সাহেব (Mr. C. T. Buckland,) বর্দ্ধমান মাসের ৯ তারিখে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন এমত রিপোর্ট করেন। গত মার্চ মাসের ২৯ তারিখে তাঁহাকে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল সেই তারিখঅবধি রহিত হইয়াছে।

---

৪১৩ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

ইহার দ্বারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে ১৮৫৬ সালের ২০ আইনের বিধি অদ্যকার তারিখঅবধি বর্দ্ধমান জিলার কাঁটওয়ার নিকট নীচের লিখিত ছয় গ্রামে জারী হইবেক।

আটু হাট।
দেওয়ানগঞ্জ।
ডাইন হাট।
বহু সিংহ।
বাগটিকরা।
পটাইহাট।

আরো ঐ আইনের ৩ ধারানুসারে ঐ আইনের বিধি সফল করণার্থ ঐ সকল গ্রামের সংযোগ হইবেক।

ঐ আইনের ৪ ধারানুসারে আরো এই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে দ্বিতীয় এলাকার জরিপী কার্য্যকারকের দ্বারা জরিপের যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ঐ২ গ্রামের যে২ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উক্ত গ্রামের সীমা বলিয়া গ্রাহ্য হইবেক। ঐ কাগজ বর্দ্ধমানের কালেক্টরী দফ্তরখানায় আছে যে কেহ দেখিতে চাহেন স্বচ্ছন্দে দেখিতে পারিবেন।

আরো জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে উক্ত আইনের ১০ ধারানুসারে, যে টাক্‌স বাসেন্দা লোকেরদের স্থানে আদায় হইবেক তাহা ব্যক্তিরদের অবস্থা বুঝিয়া ও তাহারদের যত সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবেক তাহা বুঝিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবেক।

৫৬৪৮ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত এস লশিংটন সাহেব (Mr. S. Lushington.) কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ও নিমকের এজেণ্টের কর্ম্ম এবং স্বীয় পদোপলক্ষে পেশকশী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আসিষ্টাণ্টের কর্ম্মও নির্ব্বাহ করিবেন।

১৮৫৯ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সৈয়দ হুসেন আলী শাহাবাদে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানে তিনি ১৭৯৩ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৮ সালের ৯ আইনঅনুসারে মাজিষ্ট্রেটের চিহ্নিত আসিষ্টাণ্টের ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

১৮৫৯ সাল ২১ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুত এচ এফ জে কীন সাহেব (Mr. H. F. J. Kean,) মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত বাবু গুণাভিরাম শর্ম্মা বড়ুয়া আসামের কমিস্যনর সাহেবের সব-আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১৬ সেপ্টেম্বর।

সান্তাল পরগনার আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর শ্রীযুত সি ডবলিউ উইলমট সাহেব (Mr. C. W. Wilmot,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারানুসারে গত মাসের ৩১ তারিখঅবধি দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর।

উত্তরপশ্চিম দেশে যাইবার বড় রাস্তার দ্বিতীয় অংশে নিযুক্ত স্পেসিয়ল আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ ওনিল সাহেব (Mr. W. O'Neill,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

কটকের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ও নিমকের এজেণ্ট শ্রীযুত সি এফ কারনেক সাহেব (Mr. C. F. Carnac,) চিকিৎসকেরদের স্থায়িকমিটির সম্মুখে উপস্থিত হওনার্থ রাজধানীতে গমন করিতে চারি সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

নীচের লিখিত কার্য্যকারকেরা অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আগামি দশহরার বন্দে ছুটী পাইয়াছেন। বিশেষতঃ

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর রায়।

ফরিদপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী নজিরউদ্দীন মহম্মদ।

১৮৫৯ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।

মুরশিদাবাদের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী।

পাবনার সদর আমীন ও মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী।

জরিপী কার্য্যের প্রথম অর্থাৎ উত্তরাংশের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে এফ ব্রৌন সাহেব (Mr. J. F. Browne,) ছুটীর নূতন সংশোধিত বিধির ১২ ধারানুসারে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে এচ রেবেন্সা সাহেব (Mr. J. B. Ravenshaw,) ছুটীর নূতন সংশোধিত বিধির ১২ ধারানুসারে পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন। শ্রীযুত রেবেন্সা সাহেবেরঅনুপস্থানপর্য্যন্ত শ্রীযুত সি এফ হার্বি সাহেব (Mr. C. F. Harvey,) ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ই এচ লশিংটন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS. গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

ইশ্‌তেহার।

আগামি ১৪ অক্টোবর শুক্রবার তারিখে আফিমের নীলাম হইবার ইশ্‌তেহার হইয়াছিল তাহাতে ঐ তারিখ ইহুদিদিগের পর্ব্বাহ হইবায় সেই তারিখে নীলাম না হইয়া আগামি ১৭ অক্টোবর সোমবার তারিখে ঐ আফিমের নীলাম হইবেক।

বোর্ড রিবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম। সন ১৮৫৯। তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর।

এসলি ইডেন। একটিং ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

এতদ্দ্বারা ইশ্তিহার দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ইংরেজির ৩০। ৩১ ডিসেম্বর ও ৬০ ইংরেজির জানুআরি মাসের ১। ২। ৩ তারিখ মোতাবেক ১২৬৬ বাঙ্গলার ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০ পৌষতারিখে জিলা কাছাড়ে বাৎসরিক মেলা ঐ জিলার শীলচার মোকামে হইবেক গত মেলার মত উত্তম২ গো মহিষ ইত্যাদি আনার জন্যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহা এ মেলাতেও দেওয়ান যাইবেক।

ব্যবসায়ি লোকদিগের ব্যবহার জন্যে দোকান ঘর সকল প্রস্তুত থাকিবেক মেলাতে ঘোড় দৌড় ও বাজি ইত্যাদি তামাসা হইবেক।

আর জানান আবশ্যক যে গত মেলাতে অনেক ঘোড়া ও গাড়ি মহিষের পাল ও নানাবিধ দ্রব্যাদি জড় হইয়াছিল ও সমূহ লোক আগত হইয়াছিল ইতি।

আর ষ্টুয়ার্ট। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

INSOLVENT COURT. যোত্রহীনের আদালত

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of JOHN HUTCHISON FERGUSSON, an Insolvent.

Notice is hereby given, that Saturday, the 29th day of October next, is appointed for further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an Account in detail of the Receipts and Disbursements of the Assignee from the 11th day of August 1858, until the 1st day of September instant, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvent will be heard; notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

Official Assignee's Office, Calcutta, 21st September 1859.

যোত্রহীনের উপকারার্থ আদালত।

যোত্রহীন জান হচিনসন ফারগসন সাহেবের বিষয়ে।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এ বিষয়ের পুনশ্চ শুননির জন্যে আগামি অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখ শনিবার নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং ১৮৫৮ সালের আগষ্ট মাসের ১১ তারিখঅবধি বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত আসৈনি সাহেবের জমা ও খরচের বিস্তারিত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে ও প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দফুরখানায় তাহা দেখা যাইতে পারে। যে কোন মহাজন কিম্বা এবিষয়ে লিপ্ত অন্য যে কেহ উক্ত যোত্রহীনের ইষ্টেটের উপর কোন দাওয়া স্থাপন কি প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহেন তিনি শুননির দিবসের পূর্ব্ব তিন দিন থাকিতে প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দফুরখানায় সম্বাদ দিলে তাঁহার কথা শুনা যাইবেক।

সরকারী আসৈনি সাহেবের দফুরখানা। কলিকাতা। ১৮৫৯ সাল ২১ সেপ্টেম্বর।

The like notice in the matter of JOHN DEFFELL, an Insolvent, wherein the Account of the Assignee is filed from 10th September 1858, to 1st September instant

যোত্রহীন জান ডেফেল সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আসৈনি সাহেবের ১৮৫৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

The like notice in the matter of THOMAS MUIR, an Insolvent, wherein the Account of the Assignee is filed from 26th February 1859, to 1st September instant.

যোত্রহীন তামস মিউর সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আসৈনি সাহেবের ১৮৫৯ সালের ২৬ফেব্রুআরি তারিখঅবধি বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

The like notice in the matter of CHARLES WILLIAM SALIZ, an Insolvent, wherein the Account of the Assignee is filed from 4th July 1859, to 1st September instant.

যোত্রহীব চার্লস উলিয়ম সালিজ সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আসৈনি সাহেবের ১৮৫৯ সালের ৪ জুলাই তারিখঅবধি বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

The like notice in the matter of EDWARD DANIEL LATAPIE, an Insolvent, wherein the Account of the Assignee is filed from 19th July 1859, to 1st September instant.

যোত্রহীন এড্বার্ড ডানিএল লাটাপি সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আসৈনি সাহেবের ১৮৫৯ সালের ১৯ জুলাই তারিখঅবধি বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

The like notice in the matter of CHARLES LAVARACK BROWN, an Insolvent, wherein the Account of the Assignee is filed from 28th May 1859, to 1st September instant.

যোত্রহীন চার্লস লেবারেক ব্রৌন সাহেবের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আসৈনি সাহেবের ১৮৫৯ সালের ২৮ মে তারিখঅবধি বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

[*Government Gazette, 27th September, 1859.*]

The like notice in the matter of BROJOMOHUN PAUL, an Insolvent, wherein the Account of the Assignee is filed from 12th March 1859, to 1st September instant.

যোত্রহীন ব্রজমোহন পালের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আটসনি সাহেবের ১৮৫৯ সালের ১২ মার্চ তারিখঅবধি বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

The like notice in the matter of ROOPCHUND DUTT, an Insolvent, wherein the Account of the Assignee is filed from 27th October 1858, to 1st September instant.

যোত্রহীন রূপচাঁদ দত্তের বিষয়ে সেই প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে আটসনি সাহেবের ১৮৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর তারিখঅবধি বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের ১তারিখপর্য্যন্ত হিসাব দাখিল করা গিয়াছে।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশ্‌তিহার।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১০ আইন ও ১১ আইন এবং ১৪ আইন ইঙ্গরেজী বাঙ্গলাসহ শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা নীচের লিখিত মূল্য প্রেরণ করিলেই পাইবেন এবং ডাকে পাঠাইতে হইলে তাহার মাসুল আলাহিদা দিতে হইবেক ইতি।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন মূল্য	৫ ৷০ টাকা
১৮৫৯ সালের ১০ আইন ঐ	২ ৷৷ ৭
১৮৫৯ সালের ১১ আইন ঐ	৵১৲
১৮৫৯ সালের ১৪ আইন ঐ	৷০
এককালীন সমুদয় আইন লইলে তাহার মূল্য	৯৲

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯।২৭ সেপ্টেম্বর।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

Numb. 1050 ১০৫০) (৬৯৩)

CALCUTTA PUBLICK LIBRARY

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, OCTOBER 4, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ৪ অক্টোবর।

DRAFT OF ACT.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 6TH SEPTEMBER 1859.

THE following Bill, as settled in Committee of the whole Coun cil, was ordered to be published for general information, and to be re-considered after three months:—

A Bill for simplifying the Procedure of the Courts of Criminal Judicature not established by Royal Charter.

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to simplify the Procedure of the Courts of Criminal Judicature not established by Royal Charter; It is enacted as follows:—

CHAPTER I.

OF THE JURISDICTION OF THE CRIMINAL COURTS.

[Offences cognizable by Criminal Courts.]

1. The Criminal Courts of the several grades according to the powers vested in them respectively by any law for the time being in force shall take cognizance of all offences punishable under the Penal Code or under any special or local law, except offences which are by any such law made punishable by some other authority therein specially mentioned.

[Criminal Courts to have jurisdiction over all persons, except persons expressly exempted.]

2. The Criminal Courts shall have jurisdiction over all persons in respect of such offences except such persons as by any Act of Parliament or by any Regulation of the Codes of Bengal, Madras, and Bombay respectively, or by any Act of the Go-

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

আইনের এই মুসাবিদা কৌন্সেলের সমুদয় সাহেবের বৈঠকে মঞ্জুর হইয়া সকল লোকের জানিবার জন্যে প্রকাশ হইতে হুকুম হইয়াছে। তিন মাসের পরে তাহার পুনর্ব্বিবেচনা হইবেক।

ফৌজদারী যে সকল আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সকল আদালতের কার্য্য সহজ করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

ফৌজদারী যে সকল আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই, সেই সকল আদালতের কার্য্য সহজ করা বিহিত। এই কারণে এই২ বিধান হইল।

১ অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের এলাকার কথা।

[ফৌজদারী আদালতে যে২ অপরাধ বিচার্য্য হয় তাহার কথা।]

১। দণ্ডবিধির আইনমতে কিম্বা বিশেষ কি স্থানবিশেষের কোন আইনমতে যে সকল অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, তাহার বিচার নানা শ্রেণীর ফৌজদারী আদালতে হইবেক। অর্থাৎ যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে ঐ২ আদালতের যে২ ক্ষমতা হয় সেই২ ক্ষমতামতে তাহারা বিচার হইবেক। কিন্তু যদি তদ্রূপ কোন আইনমতে কোন অপরাধের দণ্ড ঐ আইনের বিশেষরূপে লিখিত অন্য কোন কার্য্যকারকের করিতে হইবেক, তবে তাহা ফৌজদারী আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না।

[যাঁহারা বিশেষমতে মুক্ত হন তাঁহারদেরছাড়া অন্য সকল লোকের উপর ফৌজদারী আদালতের এলাকা থাকিবার কথা।]

২। উক্ত প্রকারের অপরাধসম্পর্কে সকল লোকের উপর ফৌজদারী আদালতের এলাকা থাকিবেক। কেবল কোন আক্ট পারলিমেণ্ট, কিম্বা বাঙ্গলা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের চলিত কোন আইনমতে, কিম্বা হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের কোন আইনমতে, যে কোন লোক বিশেষ-

vernor General of India in Council, are or shall be expressly exempted from such jurisdiction.

[No person excepted from Criminal Procedure by reason of place of birth or of descent. Proviso.]

3. No person whatever shall, by reason of place of birth or by reason of descent, be exempt from the rules of Criminal Procedure. Provided that nothing in this Section shall be held to authorize the trial or commitment for trial before any Criminal Court of any person who in respect of the offence with which he is charged is not subject to the jurisdiction of that Court.

[Offence to be ordinarily tried in the jurisdiction where it is committed. Proviso.]

4. Except where otherwise expressly provided by this Act, every offence shall be enquired into and determined and the offender prosecuted and punished in the district or division in which the offence was committed. Provided that nothing in this Section shall exempt European British subjects from being tried and convicted before the Supreme Courts of Judicature for offences committed beyond the local limits of such Courts.

[May be tried in the jurisdiction where the act is done or where the consequence ensues.]

5. When a person shall be accused of the commission of any offence by reason of any thing which has been done and of any consequence which has ensued, such offence may be enquired into and determined and every such offender prosecuted and punished in any district or division in which any such thing shall have been done or any such consequence shall have ensued.

[Abetment.]

6. The abetment of an offence wherever such abetment shall have taken place, may be enquired into and determined in any district or division in which the offence abetted may be enquired into and determined by any Court which has jurisdiction to try such offence as if the abetment had been committed at the same place at which the offence abetted was wholly or partly committed; or the abetment may be enquired into and determined in any district or division within which the abettor has done any thing for abetting the commission of such offence.

[Offence committed on boundary.]

7. Where any offence shall be committed on the boundary or boundaries of two or more districts or divisions, whether subject to the same local Government or not, or shall be begun in one district or division and completed in another, every such offence may be enquired into and determined in any of the said districts or divisions in the same manner as if it had been actually and wholly committed therein.

রূপে সেই এলাকার বহির্ভূত থাকেন কি হইবেন তাঁহারদের উপর ঐ২ আদালতের এলাকা নাই।

[জন্মস্থান কি বংশপ্রযুক্ত ফৌজদারী আদালতের এলাকাহইতে কোন কাহার মুক্ত না হওয়ার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

৩। কোন লোক জন্মস্থান কি বংশপ্রযুক্ত ফৌজদারী আদালতের কার্য্য চালাইবার বিধির বহির্ভূত হইবেক না। কিন্তু কোন লোকের নামে যে অপরাধের নালিশ হয় তাহা বুঝিয়া যদি সেই লোক কোন ফৌজদারী আদালতের এলাকার অধীন না থাকে, তবে এই ধারার কোন কথাতে তাহার ঐ আদালতে বিচার হইবার, কিম্বা বিচারের জন্যে সোপর্দ্দ হইবার অনুমতি হইয়াছে, এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না।

[অপরাধ যে এলাকার মধ্যে হইয়াছে সাধারণমতে সেই এলাকায় তাহার বিচার হইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

৪। এই আইনেতে যদি অন্যরূপে স্পষ্ট বিধান না থাকে, তবে কোন অপরাধ যে জিলার কি এলাকাখণ্ডের মধ্যে করা যায় তাহার মধ্যে ঐ অপরাধের তদন্ত ও নিষ্পত্তি হইবেক ও অপরাধির বিচার ও দণ্ড হইবেক। পরন্তু ইউরোপীয় ব্রিটনীয় কোন প্রজা যদি সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বাহিরে কোন অপরাধ করে, তবে এই ধারার কোন কথাতে তাহার সুপ্রিম কোর্টে বিচার হইবার ও দোষ সাব্যস্ত হইবার মুক্তি হইবেক না।

[যে এলাকার মধ্যে দোষ হইয়াছে কিম্বা তাহার ফল যে এলাকায় হয় সেই এলাকায় বিচার হইবার কথা।]

৫। যদি কোন কার্য্য করণপ্রযুক্ত ও সেই কার্য্যের ফলপ্রযুক্ত কোন লোকের নামে কোন অপরাধ হইবার নালিশ হয়, তবে সেই কার্য্য যে কোন জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে করা যায়, হয় সেই স্থানে, না হয় সেই কার্য্যের ফল যে জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে হয়, তাহাতে সেই অপরাধের তদন্ত ও নিষ্পত্তি ও সেই অপরাধির বিচার ও দণ্ড হইতে পারিবেক।

[অপরাধের সহকারিতা হইবার কথা।]

৬। কোন অপরাধে সহকারিতা হইলে, সেই সহকারিতা যে কোন স্থানে হউক, ঐ অপরাধের তদন্ত ও নিষ্পত্তি যে কোন জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে হইতে পারে সেই জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে ঐ অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা ঐ সহকারিতার তদন্ত ও নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। অর্থাৎ যে অপরাধে সহকারিতা হয় তাহা সমুদয় কি তাহার এক অংশ যে স্থানে হইয়াছিল, সেই স্থানে ঐ সহকারিতা হইবার মতে, তাহার সেই স্থানে তদন্ত ও নিষ্পত্তি হইবেক। কিম্বা সেই অপরাধে সহকারিতার কোন কার্য্য ঐ সহকারি ব্যক্তি যে জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে করিয়া থাকে এমত কোন জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে ঐ সহকারিতা কার্য্যের তদন্ত ও নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক।

[সীমানার স্থানে যে অপরাধ হয় তাহার কথা।]

৭। দুই কি তাহার অধিক জিলার কি এলাকাখণ্ডের সীমাস্থান, স্থানবিশেষের এক গবর্ণমেণ্টের তাবে হউক কি না হউক, এমত কোন সীমানা স্থানে যদি কিছু অপরাধ করা যায়, কিম্বা যদি অপরাধ এক জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে আরম্ভ হইয়া অন্য জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে সমাপ্ত হয়, তবে তাহার মধ্যে কোন এক জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে ঐ অপরাধ নিতান্ত ও সম্পূর্ণরূপে হইবার মতে, তাহার কোন জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে ঐ অপরাধের তদন্ত ও নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক।

[Offence committed during journey &c.]

8. Where any offence shall be committed on any person or on or in respect of any property in or upon any coach, cart, or other carriage or conveyance or upon any beast of burden employed in any journey, or shall be committed on any person or on or in respect of any property on board any vessel employed on any voyage or journey upon any navigable river, canal, or inland navigation, such offence may be enquired into and determined in any district or division through any part whereof such coach, cart, carriage, conveyance, beast of burden, or vessel shall have passed in the course of the journey or voyage during which such offence shall have been committed, in the same manner as if it had been actually committed in such district or division; and in all cases where the side, middle, or other part of any high way, or the side, bank, middle, or other part of any such river, canal, or navigation, shall constitute the boundary of any two districts or divisions, such offence may be enquired into and determined in either of the said districts or divisions through or adjoining to or by the boundary of any part whereof such coach, cart, carriage, conveyance, beast of burden, or vessel shall have passed in the course of the journey or voyage during which such offence shall have been committed, in the same manner as if it had actually been committed in such district or division.

[পথে গমনপ্রভৃতি করণসময়ে যে অপরাধ হয় তাহার কথা।]

৮। কোন লোক কিম্বা কিছু সম্পত্তি, ঘোড়ার কি গরুর গাড়িতে কি অন্য যান বাহনে, কিম্বা পথে লইয়া যাইবার কোন ঘোড়ার কি বলদপ্রভৃতির পিঠে, যাইতেছে কি চালান হইতেছে, এমন সময়ে, কিম্বা নৌকা যাইবার উপযুক্ত কোন নদী কি খাল খাড়িপ্রভৃতি দিয়া কোন লোক কি কিছু সম্পত্তি নৌকাপ্রভৃতি করিয়া যাইতেছে কি চালান হইতেছে এমন সময়ে, সেই লোকের উপর কিম্বা সেই সম্পত্তির উপর কি তাহার সম্পর্কে যদি কোন অপরাধ করা যায়, তবে যে যাত্রায় ঐ অপরাধ করা যায়, সেই যাত্রার কালে ঐ ঘোড়ার কি গরুর গাড়ি কি যান বাহন কি বলদাদি কি নৌকাপ্রভৃতি যে২ জিলা কি এলাকাখণ্ড দিয়া যায়, তাহার কোন এক জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে ঐ অপরাধের তদন্ত ও নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক, অর্থাৎ সেই জিলার কি এলাকাখণ্ডের মধ্যে ঐ অপরাধ নিতান্ত হইবার মতে তাহার সেই স্থানে তদন্ত ও নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। ও যদি কোন রাস্তার পার্শ্ব কি মধ্য স্থান কি অন্য ভাগ, কিম্বা তদ্রূপ কোন নদীর কি খালের কি নৌকা যাইবার পথের পার্শ্ব কি কিনারা কি মধ্য স্থান কি অন্য ভাগ দুই জিলার কি এলাকাখণ্ডের সীমানাস্থান হয়, তবে যে যাত্রায় ঐ অপরাধ করা যায় সেই যাত্র করণ কালে ঐ ঘোড়ার কি গরুর গাড়ি কি যান বাহন কি বলদাদি কি নৌকাপ্রভৃতি যে২ জিলার কি এলাকাখণ্ডের মধ্য দিয়া কি নিকট কি সীমানাস্থান দিয়া যায়, তাহার কোন এক জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে ঐ অপরাধের তদন্ত ও নির্ণয় হইতে পারিবেক, অর্থাৎ সেই জিলার কি এলাকাখণ্ডের মধ্যে ঐ অপরাধ নিতান্ত হইবার মতে তাহার সেই স্থানে তদন্ত ও নির্ণয় হইতে পারিবেক।

[Receiving &c. stolen property.]

9. Whosoever shall fraudulently receive or fraudulently have in possession any stolen property, knowing the same to be stolen property, may be prosecuted and punished in any district or place in which he shall have or shall have had such stolen property in his possession, or in any district or place in which any person by whose offence that property came to be stolen property may be prosecuted and punished.

[চোরা জিনিস গ্রহণপ্রভৃতির কথা।]

৯। কোন চোরা জিনিস চোরা জানিয়া যদি কোন লোক প্রতারণা করিয়া গ্রহণ করে, কিম্বা যদি কোন লোকের নিকটে প্রতারণাভাবে থাকে, তবে যে কোন জিলাতে কি স্থানে সেই চোরা জিনিস তাহার নিকটে থাকে কি ছিল তাহাতে, কিম্বা যাহার অপরাধেতে ঐ জিনিস চোরা জিনিস হইল তাহার বিচার ও দণ্ড যে জিলাতে কি স্থানে হইতে পারে, এমত কোন জিলাতে কি স্থানে ঐ লোকের বিচার ও দণ্ড হইতে পারিবেক।

[Unlawfully receiving or having in possession property.]

10. Whosoever shall commit any offence by unlawfully receiving or having in possession any moveable property, knowing the same to have been unlawfully taken, obtained appropriated, or converted, may be prosecuted and punished in any district or place in which he shall have or shall have had such property in his possession, or in any district or place in which any person who unlawfully took, or obtained, or appropriated, or converted such property, may be prosecuted and punished for any offence committed thereby.

[কোন দ্রব্য বেআইনীমতে গ্রহণ হইলে কি নিকটে থাকিলে তাহার কথা।]

১০। কোন অস্থাবর দ্রব্য কোন লোক বেআইনীমতে লইয়াছে কি পাইয়াছে কি আপন কর্ম্মে খাটাইয়াছে কি বদলাইয়াছে ইহা জানিয়া যদি কেহ ঐ দ্রব্য বেআইনীমতে গ্রহণ করিবার কি নিকটে রাখিবার অপরাধ করে, তবে যে জিলাতে কি স্থানে সেই দ্রব্য তাহার নিকটে থাকে কি ছিল, তাহাতে কিম্বা যে লোক ঐ দ্রব্য বেআইনীমতে লইয়াছিল কি পাইয়াছিল কি আপন কর্ম্মে খাটাইয়াছিল কি বদলাইয়াছিল তাহার নামে তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ করিবার নালিশ কি তাহার দণ্ড যে জিলাতে কি স্থানে হইতে পারে, এমত কোন জিলাতে কি স্থানে ঐ লোকের বিচার ও দণ্ড হইতে পারিবেক।

[Escape from lawful custody under sentence.]

11. Any person convicted of an offence who shall escape from any custody in which he is lawfully detained in pursuance of a sentence of a Court of Justice, or by virtue of a commutation of

[দণ্ডাজ্ঞাক্রমে আইনমতে কয়েদ হইয়া পলাইলে তাহার কথা।]

১১। কোন লোকের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া, বিচার আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে সে লোক আইনমতে কয়েদ হইলে, কিম্বা অন্য দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন হইয়া কয়েদ হইলে, যদি সে পলায়, তবে যে জিলাতে কি স্থানে তাহাকে

such sentence, may be prosecuted and punished either in the district or place where he shall be apprehended and retaken or in the district in which he shall have escaped from custody.

[Returning from transportation or banishment.]

12. Any offender who shall return from transportation or banishment, the term of such transportation or banishment not having expired, and his punishment not having been remitted may be prosecuted and punished either in the district or place where he shall be apprehended, or in that in which he was formerly tried.

[Sudder Court to decide when doubt arises as to the jurisdiction where an enquiry shall take place.]

13. Whenever any doubt shall arise as to the district or division in which any offence should be enquired into or any offender prosecuted, it shall be lawful for the Sudder Court within whose jurisdiction the offender is apprehended to determine in which district or division the enquiry or prosecution shall take place.

[Sudder Court may transfer any case from one jurisdiction to another.]

14. It shall be competent to the Sudder Court to direct the transfer of any Criminal case or appeal from a Criminal Court subordinate to its authority to any other such Criminal Court of equal or superior jurisdiction, whenever it shall appear to the satisfaction of such Sudder Court that the transfer will promote the ends of justice or tend to the general convenience of the parties and witnesses.

[Magistrate may withdraw any case from a Deputy Magistrate's Court, and try it himself or refer it to any other such Court.]

15. It shall be competent to a Magistrate to withdraw any Criminal case from any Court of a Deputy Magistrate of either class within his district and to try the case himself or to refer it for trial to any other such Court of equal or superior jurisdiction.

CHAPTER II.

PRELIMINARY RULES.

[Complainants and witnesses to be examined according to law for time being in force.]

16. In all Criminal Courts complainants and witnesses shall be examined according to the provisions of the law for the time being in force in relation to the examination of complainants and witnesses.

[Court may apply portion of fine in compensation for loss caused.]

17. In all cases where by the sentence or order of any Criminal Court a fine is imposed upon a conviction for any offence made punishable by fine whether the offence be punishable or punished by fine only or otherwise, it shall be lawful for such Court to order that the fine or any part thereof not

গ্রেস্তার করিয়া পুনরায় ধরা যায়, কিম্বা যে জিলাহইতে সে পলাইয়াছে সেই জিলাতে কি স্থানে তাহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারিবেক।

[দ্বীপান্তরে পাঠান গেলে কি দেশবহিষ্কৃত হইলে ফিরিয়া আসিবার কথা।]

১২। কোন অপরাধিকে দ্বীপান্তরে পাঠান গেলে কি দেশবহিষ্কৃত হইলে, তাহার দ্বীপান্তরে থাকিবার কি দেশের বাহিরে থাকিবার মিয়াদ না ফুরাইলেও, ও তাহার দণ্ডের ক্ষমা না হইলেও, যদি সে ফিরিয়া আইসে, তবে হয় যে জিলাতে কি স্থানে তাহাকে গ্রেপ্তার করা যায়, না হয় যে জিলাতে কি স্থানে তাহার পূর্ব্বে বিচার হইয়াছিল, তাহাতে তাহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারিবেক।

[তদন্ত যে এলাকার মধ্যে হইবেক ইহার সন্দেহ হইলে সদর আদালতের তাহা নির্ণয় করিবার কথা।]

১৩। কোন অপরাধের তদন্ত কি কোন অপরাধির বিচার যে জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে করিতে হইবেক, এই কথার যদি কিছু সন্দেহ হয়, তবে কোন্ জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে ঐ তদন্ত কি বিচার হইবেক এই কথা, যে সদর আদালতের এলাকার মধ্যে ঐ অপরাধিকে ধরা যায় সেই সদর আদালত নির্ণয় করিতে পারিবেন।

[কোন মোকদ্দমা এক আদালতহইতে উঠাইয়া অন্য আদালতে দাখিল করিতে সদর আদালতের ক্ষমতার কথা।]

১৪। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীলী মোকদ্দমা, ফৌজদারী এক আদালতহইতে খারিজ হইয়া অন্য আদালতে দাখিল হইলে যথার্থ বিচারের সাহায্য হয়, কিম্বা বাদিপ্রতিবাদির ও সাক্ষিরদের সাধারণমতে সুবিধা হয়, সদর আদালতের সাহেবেরা ইহা খাতিরজমামতে জানিলে, আপনারদের কর্ত্তৃত্বের অধীন কোন ফৌজদারী আদালতহইতে ঐ মোকদ্দমা খারিজ হইয়া সমান কি অধিক ক্ষমতার অন্য আদালতে দাখিল হয়, এমত হুকুম করিতে পারিবেন।

[ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আদালতহইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আপনি বিচার করিতে কিম্বা অন্য আদালতে দাখিল করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।]

১৫। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ফৌজদারী কোন মোকদ্দমা আপনার জিলার কোন শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আদালতহইতে উঠাইয়া, আপনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্তে সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম স্থলের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি।

[ফরিয়াদীর ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী যে সময়ে যে বিধি চলন থাকে তদনুসারে লইবার কথা।]

১৬। ফরিয়াদীরদের ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার যে আইন যে সময়ে চলন থাকে, তাহার বিধিমতে ফৌজদারী সকল আদালতে ফরিয়াদীরদের ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে হইবেক।

[যে হানি হয় তাহার পরিশোধে জরীমানার কিছু টাকা দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।]

১৭। যে অপরাধের নিমিত্তে জরীমানা হইতে পারে, তাহার দণ্ড কেবল জরীমানা করিয়া কি অন্য প্রকারে হইতে পারিলে কি হইলেও, এমত অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া যদি কোন ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুমমতে জরীমানার হুকুম হয়, তবে সেই আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, ঐ জরীমানার টাকা, কিম্বা ঐ অপরাধেতে যে লোকের হানি হওয়াতে তাহার

exceeding the loss appearing to be caused to the person who has suffered by such offence, be paid to or for the benefit of such person according to the discretion of the Court, and in every such case the fine when levied or paid shall be paid and distributed accordingly.

যত টাকার হানি দৃষ্ট হয়, ঐ জরীমানার তত টাকা আদালতের বিবেচনামতে তাহাকে দেওয়া যায় কিম্বা তাহার হিতার্থে দেওয়া যায়। ও তদ্রূপ হুকুম হইলে, ঐ জরীমানার টাকা আদায় হইলে কি দেওয়া গেলে, তাহা সেইরূপে দেওয়া যাইবেক কি ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবেক।

[Imprisonment in default of payment of fine.]

[জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে কয়েদ হইবার কথা।]

18. In every case punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment, the Criminal Courts shall be guided by the provisions of Sections 8 and 9 Chapter III. of the Penal Code in awarding the period of imprisonment in default of payment of the fine; provided, however, that in such cases decided by the Magistrate and Subordinate Criminal Courts, the period of imprisonment awarded in default of payment of the fine shall in no case exceed one-fourth of the period of imprisonment which such Magistrate or Subordinate Criminal Court is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine.

১৮। কোন অপরাধের নিমিত্তে কয়েদ ও জরীমানা এই দুই দণ্ড হইতে পারিলে, যদি অপরাধির জরীমানা দিবার, ও কয়েদ হইবার কি না হইবার হুকুম হয়, তবে জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে তাহার যত কাল কয়েদ থাকিতে হইবেক, ইহার হুকুম ফৌজদারী আদালতের বিচারপতিরা দণ্ডবিধির আইনের ৩ অধ্যায়ের ৮ ও ৯ ধারার বিধি মানিয়া করিবেন। কিন্তু যদি সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার অধীন কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা হয়, তবে জরীমানার টাকা না দেওয়াতে কয়েদের যে হুকুম হয় এমত স্থলছাড়া, ঐ অপরাধের জন্যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি অধীন অন্য ফৌজদারী আদালতের যত কাল কয়েদ করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহার চারি ভাগের এক ভাগপর্য্যন্ত, ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়ার জন্যে কয়েদ হইবার হুকুম করিতে পারিবেন অধিক নয়।

[Levy of fines.]

[জরীমানার টাকা আদায়ের কথা।]

19. In every case in which an offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the Court which sentences such offender, whether the offence be punishable with fine only or otherwise and whether or not the sentence direct that in default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment, to issue a warrant for the levy of the amount by distress and sale of any goods and chattels of the offender which may be found within the jurisdiction of the Court.

১৯। কোন অপরাধির যখন জরীমানা দিবার হুকুম হয়, তখন সেই অপরাধের কেবল জরীমানা করিয়া কি প্রকারান্তরে দণ্ড হইতে পারিলে, ও জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধির কয়েদ হইবার হুকুম দণ্ডাজ্ঞাতে থাকিলে কি না থাকিলেও, যে আদালত ঐ অপরাধির দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালত, ঐ অপরাধির যে কিছু মাল ও দ্রব্য আদালতের এলাকার মধ্যে পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় হইবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন।

[Subordinate Criminal Courts may be empowered to prepare cases for trial before the Court of Session or Supreme Court.]

[সেশন আদালতে কি সুপ্রিম কোর্টে বিচার হইবার জন্যে মোকদ্দমা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে অধীন ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতার কথা।]

20. It shall be competent to the Government to empower any Subordinate Criminal Court to hold the preliminary enquiry into cases triable by the Court of Session, or by any of the Supreme Courts of Judicature, and to commit or hold to bail parties to take their trial before such Courts, and to exercise all the powers necessary for such purposes.

২০। সেশন আদালতে কিম্বা কোন সুপ্রিম কোর্টে যে২ মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে তাহার প্রথম স্থলের তদন্ত করিবার, ও সেই২ আদালতে আসামীদের বিচার হইবার জন্যে সোপর্দ্দ করিবার কিম্বা জামিনী লইয়া রাখিবার ক্ষমতা, ও সেই২ কার্য্যের নিমিত্তে যে সকল ক্ষমতার আবশ্যক হয় সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার অনুমতি, গবর্ণমেণ্ট অধীন কোন ফৌজদারী আদালতে দিতে পারিবেন।

[Only Covenanted servants and European British subjects to be so empowered in certain cases.]

[কোন২ স্থলে কেবল চিহ্নিত কার্য্যকারকদিগকে ও ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদিগকে সেই প্রকারের ক্ষমতা দিবার কথা।]

21. No person shall be empowered by Government to hold a preliminary enquiry into cases triable by any of the Supreme Courts of Judicature, or to arrest, hold to bail, or commit any European British subject, unless the person so authorized is a Covenanted servant of Government or a European British subject.

২১। উক্ত প্রকারের ক্ষমতাপন্ন লোক যদি গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত কার্য্যকারক কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা না হন, তবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কোন সুপ্রিম কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার প্রথম স্থলের তদন্ত করিবার ক্ষমতা, কিম্বা ইউরোপীয় কোন ব্রিটনীয় প্রজাকে গ্রেফ্তার করিবার কি জামিনী লইয়া রাখিবার কিম্বা সোপর্দ্দ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন না।

[Foregoing Section not to prevent any Officer having a Magistrate's powers from issuing a warrant against a European British subject.]

[ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার নামে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকের পরওয়ানা জারী করিবার বাধা এ ধারার কথাতে না হইবার কথা।]

22. Nothing in the foregoing Section shall be taken to prevent any Officer exercising the lawful

২২। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় কোন প্রজার নামে নালশ হইলে, মাজিষ্ট্রেটের আইনমতের ক্ষমতাক্রমে

powers of Magistrate from hearing a complaint against a European British subject, and issuing a warrant of arrest or holding to bail any European British subject so charged with a view to the complaint being investigated before a Magistrate authorized as provided in the last foregoing Section.

[Procedure when a European is arrested by an Officer not being a Covenanted servant &c.]

23. When a European or American has been arrested or held to bail under a warrant issued by an Officer not being a Covenanted servant or a European British subject, such Officer shall forthwith forward him to the Magistrate of the District or to some other Officer exercising the powers of a Magistrate who is a Covenanted servant or a European British subject.

CHAPTER III.

OF THE SUMMONS AND WARRANT OF ARREST.

[Proceeding to compel appearance.]

24. Where an offence has been committed, or is supposed to have been committed, the proceeding, in order to compel the party known or suspected to have committed such offence to appear for the purpose of enquiry concerning the same, may be by summons or arrest.

[Complaint.]

25. A summons or a warrant of arrest may be obtained on such complaint as is described in the next succeeding Section.

[To be reduced into writing and signed.]

26. Every complaint made before a Magistrate or other Officer having any of the powers of a Magistrate and who is also authorized to receive cases without reference from a Magistrate, in order to the issuing of a summons or a warrant against a person accused of any offence either directly or on suspicion, if not written, shall be forthwith reduced into writing, and shall be signed by the complainant, and also by the Magistrate or other Officer issuing the summons or warrant.

[Magistrate how to proceed on complaint.]

27. Upon such complaint duly made before a Magistrate or other Officer as aforesaid, he shall, in case it appear to him that there is sufficient ground for proceeding, issue his summons or warrant for causing the person accused to appear before himself or some other Magistrate or Officer or Court having jurisdiction; and if in the judgment of such Magistrate or other Officer there be no sufficient

কার্য্যকারক কোন লোকের সেই নালিশ শুনিবার নিষেধ যে হইয়াছে, কিম্বা ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধিমতে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে ঐ নালিশের বিচার হইবার অভিপ্রায়ে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় যে কোন প্রজার নামে নালিশ হয় তাহাকে গ্রেফ্তার করিবার পরওয়ানা জারী করিবার, কিম্বা জামিনী লইয়া রাখিবার নিষেধ যে হইয়াছে, এ ধারার কোন কথার এমন অর্থ করিতে হইবেক না।

[কোন কার্য্যকারক চিহ্নিত কার্য্যকারকপ্রভৃতি না হইয়া ইউরোপীয় লোককে গ্রেফ্তার করিলে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।]

২৩। চিহ্নিত কার্য্যকারক কি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা না হইয়া যদি কোন কার্য্যকারক পরওয়ানা জারী করিয়া ইউরোপ কি আমেরিকা দেশের কোন লোককে গ্রেফ্তার করেন কি জামিনী লইয়া রাখেন, তবে সেই কার্য্যকারক তাঁহাকে অগৌণে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন, কিম্বা চিহ্নিতকার্য্যকারক কি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইয়া অন্য যে কার্য্যকারক মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কার্য্য করেন তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সমনের ও গ্রেফ্তারী পরওয়ানার কথা।

[লোককে হাজির করাইবার কার্য্যের কথা।]

২৪। যখন কোন অপরাধ হইয়াছে, কিম্বা হইল এমত বোধ হয়, তখন তাহার তদন্ত লইবার অভিপ্রায়ে অপরাধী বলিয়া যে লোক জানা আছে কি যাহার প্রতি শোবে থাকে, তাহাকে হাজির করাইবার জন্যে সমনপত্র কি গ্রেফ্তারী পরওয়ানা জারী হইবেক।

[নালিশের কথা।]

২৫। ইহার পরের ধারাতে যে নালিশের কথা লেখা আছে সেই প্রকারের নালিশ হইলে, সমনপত্র কি গ্রেফ্তারের পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারিবেক।

[তাহা লিখিয়া ও তাহাতে দস্তখৎ করিয়া দাখিল করিবার কথা।]

২৬। কোন লোক কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে স্পষ্টরূপে অভিযোগ হইলে, কিম্বা তাহার প্রতি শোবে আছে বলিয়া, তাহার নামে সমন কিম্বা গ্রেফ্তারের পরওয়ানা জারী হইবার অভিপ্রায়ে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতাপন্ন অথচ মাজিষ্ট্রেট সাহেবহইতে সোপর্দ্দ না হইলে মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারকের নিকটে নালিশ হইলে, যদি তাহা না লিখিয়া করা যায়, তবে সেই নালিশ তৎক্ষণে লিখিয়া দিতে হইবেক, ও তাহাতে ফরিয়াদীর দস্তখৎ করিতে হইবেক, ও যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সমন কি পরওয়ানা জারী করেন তাঁহারও সেই নালিশপত্রে দস্তখৎ করিতে হইবেক।

[নালিশ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।]

২৭। সেই প্রকারের নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারকের নিকটে উপযুক্তমতে করা গেলে, তিনি যদি তাহাতে কার্য্য করিবার উপযুক্ত কারণ দেখেন, তবে যাহার নামে নালিশ হইয়াছে তাহাকে আপনার সম্মুখে, কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি কার্য্যকারকের কি আদালতের সম্মুখে, হাজির করাইবার জন্যে সমন কি পরওয়ানা জারী করাইবেন। ও সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের বিবেচনামতে যদি উপযুক্ত কারণ না থাকে, তবে অভিযোগ স্পষ্টরূপে কি

ground, he shall dismiss the complaint whether it be direct or on suspicion only.

[Magistrate may take cognizance of offences without complaint made. Proviso.]

28. Except as is otherwise provided in Chapter X. of this Act, a Magistrate or other Officer as aforesaid may without any complaint take cognizance of any offence which may come to his knowledge and may issue a summons or warrant of arrest against the party known or suspected to have committed such offence in the same manner as if a complaint had been made against such person. This Section shall not apply to the offences described in Chapters XX., XXI., and XXII. of the Penal Code.

[Summons, what it is to contain, and how to be directed.]

29. Every summons issued by a Magistrate or other Officer as aforesaid to a person so accused shall be in writing, under the signature and seal of the Magistrate or other Officer issuing it, and shall be in the form (A) given in the Appendix or to the like effect.

[Summons how to be served.]

30. The summons shall be served on the person accused personally, or in case the person accused shall not be found at his ordinary place of residence it may be left for him with some adult male member of his family residing with him.

[Notwithstanding summons, warrant may issue in certain cases.]

31. A Magistrate or other Officer as aforesaid may, notwithstanding such summons, either before the appearance of the person accused, as required by such summons, or after default made by him so to appear, issue a warrant of arrest against such person in all cases in which he might so have done had no such summons been issued.

[Warrant when grantable for an offence committed beyond local jurisdiction.]

32. A Magistrate or other Officer as aforesaid of one district or division may grant a warrant for the apprehension of a suspected offender within that district or division as the case may be, in respect of an offence of which the law takes cognizance committed in a different district or division, or on the high seas, or in a foreign country.

[Definition of certain terms. "Enquired of." "Determined." "Prosecuted and punished."]

33. In the preceding Sections, and any other Section of this Act, wherever the district or other place or the Court in or before which any offence is to be enquired of and determined, or any offence is to be prosecuted and punished, is described, the term "enquired of" shall be deemed to comprise

কেবল সন্দেহক্রমে হউক, তিনি সেই নালিশ ডিসমিস করিবেন।

[নালিশ না হইলেও অপরাধের বিচার করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

২৮। এই আইনের ১০ অধ্যায়েতে যে স্থলের বিধি হইয়াছে সেই স্থলছাড়া, যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক নালিশ না হইলে কোন অপরাধের কথা জানিতে পান, তবে তিনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, ও সেই অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যাহার বিষয়ে জানা আছে কিম্বা যাহার প্রতি শোরে থাকে, তাহার নামে নালিশ হইবার মতে তাহার নামে সমন কি গ্রেফ্তারের পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন। দণ্ডবিধির আইনের ২০ ও ২১ ও ২২ অধ্যায়ের লিখিত অপরাধের উপর এই ধারার কথা খাটিবেক না।

[সমনপত্রে ও তাহার শিরনামায় যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।]

২৯। উক্তমতে যাহার নামে অভিযোগ হয় তাহার নামে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে সমন জারী করেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবেক, ও যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক তাহা জারী করেন তাঁহার দস্তখৎ ও মোহর তাহাতে থাকিবেক, ও তাহা ক্রোড়পত্রের লিখিত A চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক।

[সমন যেরূপে জারী হইবেক তাহার কথা।]

৩০। যাহার নামে নালিশ হইয়াছে, নিজ তাহারই উপর ঐ সমন জারী করিতে হইবেক, কিম্বা সেই লোককে যদি তাহার নিয়ত বাসস্থানে না পাওয়া যায়, তবে তাহাকে দিবার জন্যে তাহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত যে কোন পুরুষ তাহার সঙ্গে বাস করে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারিবেক।

[সমন হইলেও কোন২ স্থলে পরওয়ানা জারী হইতে পারিবার কথা।]

৩১। যে২ মোকদ্দমায় সমন জারী না হইলে নালিশ হওয়া ব্যক্তির নামে গ্রেফ্তারী পরওয়ানা জারী হইতে পারে, সেই২ মোকদ্দমায় সেই প্রকারের সমন জারী হইলেও, সেই নালিশহওয়া ব্যক্তির ঐ সমনের আজ্ঞামতে হাজির হইবার আগে, কিম্বা তাহার তদ্রূপ হাজির হইবার ত্রুটি হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক তাহার নামে গ্রেফ্তারী পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন।

[এলাকার বাহিরে অপরাধ হইলে পরওয়ানা যে স্থলে দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।]

৩২। আইনতের বিচার্য্য কোন অপরাধ যদি ভিন্ন জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে করা যায়, কিম্বা মহাসাগরে কি বিদেশে করা যায়, তবে সেই অপরাধ করিবার সন্দেহ যাহার উপর পড়ে, সেই জনকে যে জিলাতে কিম্বা বিষয়বিশেষে যে এলাকাখণ্ডে পাওয়া যায় সেই জিলার কি এলাকাখণ্ডের মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক তাহার গ্রেফ্তার করিবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন।

[তদন্ত ও নিষ্পত্তি ও বিচার ও দণ্ডকরণ, এই২ শব্দের অর্থ করিবার ধারা।]

৩৩। কোন অপরাধের তদন্ত ও নিষ্পত্তি কিম্বা কোন অপরাধের বিচার ও দণ্ড যে জিলাতে কি অন্য স্থানে, কিম্বা যে আদালতে কি যে আদালতের সম্মুখে হইবার কথা আছে, সেই জিলাপ্রভৃতি ইহার পূর্ব্বের যে কোন ধারাতে কিম্বা এই আইনের অন্য যে কোন ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে "তদন্ত" এই শব্দেতে বিচার

every proceeding preliminary to trial; the term "determined," to comprise trial, and every subsequent proceeding, including the punishment of the offender; and the terms "prosecuted and punished," to comprise every proceeding, whether preliminary or subsequent to trial, or upon such trial; unless in any such case there be something in the subject or context repugnant thereto.

[What is a district, and what a division.]

34. The local jurisdiction of the Magistrate of a zillah or district shall for the purposes of this Act be deemed a district; and the local jurisdiction of a Deputy Magistrate, when such Deputy Magistrate is invested with jurisdiction in a particular part of the district, shall be deemed a division.

[To be continued.]

CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 25.

To the Civil Judges in the Lower Provinces.

In supersession of Paragraph 1, of Circular No. 7, dated the 9th April, 1855, I am directed by the Court to inform you that, with the concurrence of His Honor the Lieutenant Governor of Bengal, they direct that an uniform rate of 3 annas per diem, for the tulubana of peons engaged in serving Civil processa, shall be adopted in all the Civil Courts in the Lower Provinces.

(Signed) A. W. Russell,
Register.

Fort William,
The 26th August, 1859.

CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER NIZAMUT ADAWLUT.

No. 9.

To the Sessions Judges in the Lower Provinces, the Commissioners of Arracan and Tenasserim, and the Deputy Commissioners of Chota-Nagpore and Assam.

The following circular, under date the 5th instant, has been issued by the Western Court, and this Court, concurring in the views explained therein, are pleased to direct its promulgation for your information and guidance.

"The Court having recently had occasion to quash a sentence of five years' imprisonment passed upon a convict, who, while confined under a sentence for robbery, had escaped during the disturbances from prison, deem the occasion a proper one for calling the attention of Sessions Judges in general to the provisions of Section 1, Act V. of 1858.

হইবার অগ্রের আদালতের সকল কার্য্য বুঝায়, ও "নিষ্পত্তি" এই শব্দেতে বিচার করিবার ও অপরাধীর দণ্ড-সমেত তৎপরের প্রত্যেক কার্য্য বুঝায়, ও "বিচার ও দণ্ড" এই শব্দেতে বিচার হইবার পূর্ব্বে কি পরে কি বিচার হইবার সময়ে যত কার্য্য হয় সকলই বুঝায় এমত জ্ঞান হইবেক, কিন্তু যদি তদ্রূপ কোন স্থলে বিষয় বুঝিয়া কি পূর্ব্বাপর কথা বুঝিয়া এ অর্থ না খাটে তবে তাহা বুঝাইবেক না।

[জিলা ও এলাকাখও কাহাকে বলে তাহার কথা।]

৩৪। এই আইনের কার্য্য পক্ষে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে যে স্থান তাহা জিলা শব্দেতে বুঝায়, ও জিলার কোন বিশেষ অংশেতে যদি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া যায় তবে ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে যে স্থান তাহা এলাকাখণ্ড শব্দেতে বুঝায় এমত জ্ঞান হইবেক।

(ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ হইবেক।)

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

২৫ নম্বর

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত জজ সাহেব বরাবরেষু।

১৮৫৫ সালের ৯ আপ্রিল তারিখের ৭ নম্বরের সরক্যুলরপত্রের ১ দফা বাতিল হইল, ও যে পেয়াদারা দেওয়ানী পরওয়ানা জারী করিবার কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহারদিগকে দিনপ্রতি ৶ আনা তলবানা দিবার একি নিয়ম বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানী সকল আদালতে চলন হয়, সদর আদালতের সাহেবেরা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের সম্মতিক্রমে এই আদেশ করিয়াছেন, এই কথা সদর আদালতের আজ্ঞামতে তোমাকে জানাইতেছি।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ২৬ আগষ্ট।

সদর নিজামৎ আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

৯ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সেশন জজ সাহেব ও আরাকান ও থনাসরিম প্রদেশের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব ও ছোট নাগপুরের ও আসামের ডেপুটী কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।

উত্তরপশ্চিম দেশের সদর আদালতের সাহেবেরা বর্ত্তমান মাসের ৫ তারিখে এই সরক্যুলর জারী করিয়াছেন। ও তাহাতে যে২ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে এই সদর আদালতের সাহেবেরা সম্মত হইয়া, তোমার জানিবার জন্যে ও তোমার উপদেশের নিমিত্তে তাহা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

কোন আসামী ডাকাইতী করিবার জন্যে কয়েদ হইয়া সম্পুতিকার গোলযোগের কালে জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়াছিল, পরে তাহার পাঁচ বৎসর মিয়াদে কয়েদ হইবার যে হুকুম হইয়াছিল তাহা সদর আদালতের সাহেবেরদের সম্পুতি অন্যথা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব তাঁহারা সকল সেশন জজ সাহেবকে ১৮৫৮ সালের ৫ আইনের ১ ধারার বিধানেতে মনোযোগ করাইবার এই সময় উপযুক্ত জ্ঞান করেন।

2. "The wording of that Section clearly leaves no option to Judges to pass any other sentence but that of imprisonment for life in transportation upon all convicts undergoing sentence of imprisonment for any of the offences specified in Section 3, who may have escaped from prison during the disturbances, and failed to surrender themselves within the term fixed by the Act; or who may hereafter effect their escape.

3. "The Court are led to believe, however, from this and other cases which have come before them, that the strict enforcement of the extreme penalty is found in some cases to be excessive. They would accordingly point out, that whenever the Sessions Judge may be of opinion that the legal penalty is too severe, the proper course to be followed by him will be to pass upon the prisoner the sentence of transportation required by the law, and to submit at the same time to the Court a recommendation for the mitigation of the punishment, stating the reasons by which the recommendation is justified, and the limit of punishment proposed.

4. "Such recommendations will, if approved by the Court, be submitted for orders of Government. And in such cases the Magistrate should be instructed to prevent the removal of the prisoner beyond the nearest central Jail until orders upon the recommendation have been received."

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William,
The 23rd August, 1859.

২। ঐ আইনের ৩ ধারার লিখিত কোন অপরাধের জন্যে যে আসামীরা কয়েদ থাকিয়া, সম্প্রতিকার গোলযোগের কালে জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়াছিল, ও সেই আইনের নিরূপিত সময়ের মধ্যে আপনারদিগকে ধরা না দিয়াছে, কিম্বা ইহার পরে যাহারা পলায়, তাহারদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে কয়েদ থাকিবার হুকুম হইবেক। ঐ ১ ধারার কথাদৃষ্টে জজ সাহেবেরদের বিবেচনাক্রমে অন্য কোন দণ্ডের হুকুম করিবার যো নাই।

৩। পরন্তু উক্ত স্থলের কথা, ও তদ্রূপের অন্য২ যে কথা তাঁহারদের গোচর করা গিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে, ঐ দণ্ড আঁটিআঁটিরূপে করা কোন২ স্থলে অতি কঠিন বোধ হয়। অতএব তাঁহারা এই কথা কহেন। আইনমতের ঐ দণ্ড যদি সেশন জজ সাহেব অতি কঠিন জ্ঞান করেন তবে তাঁহার কর্ত্তব্য এই। আইনমতে আসামীর দ্বীপান্তরে প্রেরণের যে আজ্ঞা করিতে হয় তাহাই করুন, কিন্তু তৎ কালে সেই দণ্ডের লাঘব করণেরও পরামর্শ সদর আদালতের নিকটে দিউন, ও যে কারণে সেই পরামর্শ উপযুক্ত হয় তাহা, ও যে পর্য্যন্ত দণ্ড করিবার প্রস্তাব করেন তাহাও জ্ঞাত করুন।

৪। সদর আদালতের সাহেবেরা সেই পরামর্শেতে সম্মত হইলে, তাহার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হুকুম হইবার জন্যে তাহা গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন। এমন স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকেও এমত উপদেশ দিতে হইবেক যে, সেই পরামর্শের উপলক্ষে যাবৎ হুকুম না পাওয়া যায় তাবৎ আসামীকে অতি নিকট সদর জেলখানাহইতে দূরের কোন স্থানে চালান করিবার নিষেধ করেন।

এ ডবলিউ রসেল।
রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ২৩ আগষ্ট।

CIRCULAR ORDER OF THE BOARD OF REVENUE.

No. 24.

From the Secretary to the Board of Revenue, L. P., to the Commissioner of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 5th July 1859.

I am directed by the Board of Revenue to forward for the information and guidance of yourself and your subordinates, a copy of a letter to my address from Government, No. 2040, dated 4th ultimo, and of its enclosure No. 831, dated 5th March last.

2. You will observe that all officers having the power to grant leases of Government land are prohibited from granting them to any Railway Company direct or otherwise; and that all lands required by Railway Companies for whatever purpose must be treated according to the general rules contained in the orders of the Government of India No. 852, of 21st January last, a copy of which and of the form of Register of Railway lands approved by Government, is annexed to this.

বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

২৪ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যানর সাহেবের নিকটে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ৫ জুলাই।

গবর্ণমেণ্টের গত মাসের ৪ তারিখের ২০৪০ নম্বরের ও তাহার সঙ্গে গত মার্চ মাসের ৫ তারিখের ৮৩১ নম্বরের যে পত্র আমার নামে আসিয়াছিল, তাহার এক কেতা নকল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আদেশমতে তোমার ও তোমার অধীন কার্য্যকারকেরদের জানিবার জন্যে ও উপদেশের নিমিত্তে পাঠাইতেছি।

২। তাহাতে দেখিবা, সরকারী জমীর পাট্টা দিতে যে সকল কার্য্যকারকের ক্ষমতা থাকে, তাঁহারদিগকে নিষেধ হইতেছে যে, কোন রেলরোড কোম্পানিকে তাঁহারা একেবারে কি প্রকারান্তরে পাট্টা না দেন। ও রেলরোড কোম্পানির যে কোন কারণে কিছু জমীর প্রয়োজন হয়, তাহা লইয়া ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের গত জানুআরি মাসের ২১ তারিখের ৮৫২ নম্বরের হুকুমের লিখিত সাধারণ বিধিমতে কার্য্য করিতে হইবেক। ঐ হুকুমের এক কেতা নকল, ও রেলরোডের জমীর যে রেজিষ্টরের পাতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন তাহার নকল ইহার সঙ্গে পাঠাইতেছি।